পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 14 Sunday, 14 December, 2025 ✱ ৩১ বর্ষ, ১৪ সংখ্যা ✱ ২৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩২, রবিবার, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

প্রস্তুতি শুরু নবান্নের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বরঃ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের আর মাস পাঁচেকও বাকি নেই। বিধানসভা নির্বাচনের আগে শেষ বাজেট অধিবেশনের প্রস্তুতি শুরু করে দিল নবান্ন। বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের দিনক্ষণ এখনও ঘোষণা হয়নি। তবে বাজেট অধিবেশন সাধারণত ফেব্রুয়ারিতে হয়। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের বিভিন্ন দফতরকে বাজেট

বিধানসভা ভোটের আগে শেষ বাজেট অধিবেশন

অধিবেশনের প্রস্তুতি নিয়ে একগুচ্ছ নির্দেশিকা দিল নবান্ন। ২০২৬-২৭ সালের বাজেট প্রকাশনার প্রস্তুতির জন্য রাজ্য সরকারের অধীনস্থ বাণিজ্যিক ও আধা বাণিজ্যিক কার্যকলাপে যুক্ত সংস্থাগুলির গত তিনটি অর্থবর্ষের হিসেব নিকেশ

জমা দিতে নির্দেশিকা জারি করলেন রাজ্যের অর্থসচিব প্রভাতকুমার মিশ্র। সমস্ত দফতরের প্রধান সচিবদের এই নির্দেশিকা পাঠিয়ে দ্রুত আসন্ন বাজেট প্রকাশনার কাজ শেষ করতে নির্দেশ দেওয়া হল। বাজেট প্রকাশনা প্রস্তুতির নির্দেশিকা মেনে সমস্ত দফতরের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন এবং সংযুক্ত তালিকায় থাকা পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং এবং কর্পোরেশনের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক বিবরণীর তালিকা সরবরাহ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে বলা হয়েছে। এই বিজ্ঞপ্তিতে রাজ্যের নির্ধারিত পোর্টালের মাধ্যমে ২০২৬-২৭ সালের বাজেট প্রকাশনা সংকলন করার জন্য সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। আগামী ২৪ ডিসেম্বরের মধ্যে বাজেট প্রকাশনার প্রস্তুতি নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করে জমা দিতে বলা হয়েছে। নির্দেশিকা অনুযায়ী, সমস্ত ডেটা অর্থ দফতরের পোর্টালে আপলোড করতে হবে। এই নির্দেশিকাকে অত্যন্ত জরুরি হিসাবে বিবেচনা করতে বলা হয়েছে সমস্ত বিভাগীয় প্রধান সচিবকে। এসআইআরের কাজের জন্য যাতে সরকারি উন্নয়নের কাজে বিঘ্ন না ঘটে, সেজন্য প্রশাসনিক বৈঠক থেকে একাধিকবার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছাব্বিশের নির্বাচনের আগে মানুষের বাড়িতে বাড়িতে উন্নয়নের পাঁচালি পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। তেমনই আসন্ন বাজেট অধিবেশনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য অর্থ দফতরের পোর্টালে আপলোডের নির্দেশ দিল নবান্ন।

মেসিকে দেখতে না পেয়ে যুবভারতীতে ভাঙচুর আগুন লাগাল ক্ষীপ্ত দর্শকরা!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বরঃ কলকাতায় ফুটবল ঈশ্বরের ‘বরপুত্র’। সকাল থেকেই স্বাভাবিক ছন্দে ঘটছিল সবটা। কিন্তু তাল কাটল মেসির যুবভারতীতে ঢোকার পরই। দর্শকদের অভিযোগ, তাঁরা মেসিকে দেখতেও পাননি। মেসিকে প্রায় ৭০-৮০ জন ঘিরে ছিল। যার মধ্যে ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসও। আর এই সবের পরই দর্শকরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে দেখে মেসিকে স্টেডিয়াম থেকে বের করে দেন উদ্যোক্তারা। যদিও এতেই যেন ক্ষোভের আগুনে ঘি পড়ে। ফুঁসে ওঠেন হাজার হাজার টাকা খরচ করে মেসিকে দেখতে আসা সাধারণ মানুষ। ‘ঈশ্বর’ দর্শনের আশায় মাঠে আসা আকুল ভক্তরা সেভাবে দর্শনই পেলেন না মেসির। যেটুকু সময় মেসি মাঠে ছিলেন, সেটার বেশিরভাগ সময়ই তাঁকে ঘিরে ছিল ভিআইপি, নিরাপত্তারক্ষী এবং আয়োজকদের ঘনিষ্ঠদের ভিড়। তাতেই আবেগের বিস্ফোরণ দর্শকদের। এই বঞ্চনার যন্ত্রণা অসহনীয়। তাতেই হয়তো স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণ হারালেন পাগলপারা দর্শক। স্টেডিয়ামে ঢুকে পড়লেন অসংখ্য মানুষ। তছনছ ফেন্সিং, ছেঁড়া হল ব্যানার, ভাঙা হল চেয়ার। এহেন অবস্থা কস্মিনকালেও ভাবা যায়নি। এখানেই ক্ষান্ত থাকেননি কলকাতায় মেসিকে দেখতে আসা দর্শকরা। তাঁরা মাঠের ভিতর একাধিক জায়গা নষ্ট করেন। ভাঙা হয় ড্রেসিংরুম সংলগ্ন এলাকাও। আর এরপরই দেখা যায় স্টেডিয়ামের ভিতর থেকে ধোঁয়া উড়তে। স্টেডিয়ামের ভিতর একাধিক জায়গায় ছিল সোফা ও চেয়ার। আর সেখানেই আগুন লাগিয়ে দেয় দর্শকরা। মাঠ থেকে উন্মত্ত দর্শকদের বের করে দেওয়ার পর সেই আগুন নেভানোর চেষ্টা করে পুলিশ। দেখা যায় জলের বোতল দিয়ে সেই আগুন নেভানোর চেষ্টা করতে। সময়ের আগে যুবভারতী থেকে বেরিয়ে যেতে হল ফুটবল রাজপুত্রকে। মোহনবাগান এবং ডায়মন্ড হারবার কিংবদন্তিদের যে ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল, সেটাও হল না। সবচেয়ে বড় ব্যাপার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও সাক্ষাৎ হল না লিওর। এককথায়, বিশ্বের সামনে কার্যত মাথা হেঁট হল ফুটবলের মক্কা কলকাতার। এখন প্রশ্ন হল, এই বিশৃঙ্খলার দায় কার? পাগলপারা দর্শকের? পুলিশ প্রশাসনের? ভিআইপিদের? নাকি আয়োজকদের? মেসি কলকাতায় সব মিলিয়ে থাকার কথা ছিল মাত্র কয়েক ঘণ্টা। অথচ সেই কয়েক ঘণ্টাতেই গুচ্ছখানেক কর্মসূচি দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। সকালে মূর্তি উন্মোচন, হোটেলে আলাপচারিতা, মাঠে ঢুকে গোট কনসার্ট, প্রাক্তনদের খেলা দেখা, স্পনসরদের দাবি মেটানো, ভিআইপিদের আবদার মেটানো। এসবের মধ্যে খাওয়া দাওয়া, ভক্তদের সঙ্গে করমর্দন, ছবি তোলা (সেসবের জন্য আবার আলাদা রেট চার্ট ঠিক করা হয়েছিল)। প্রশ্ন হচ্ছে, একজন মানুষের পক্ষে মাত্র ওই কয়েক ঘণ্টায় এত কিছু আদৌ সম্ভব? আসলে এই সফরের শুরু থেকেই দর্শকের আবেগের দিক থেকে ব্যবসায়িক দিকটা বাড়তি গুরুত্ব পেয়েছিল। টিকিট মূল্য থেকে শুরু করে কর্মসূচি নির্ধারণ- সবটাই করা হয়েছিল ব্যবসায়িক দিককে মাথায় রেখে। দেখা করার জন্য টাকা, হাত মেলানোর জন্য টাকা, ছবি তোলার টাকা, হাজার হাজার স্পনসর, ভিআইপিদের থেকে সুবিধা নিয়ে দেখা করিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি, কী করেননি আয়োজক? এমনকী গোট কনসার্টের আগে স্টেডিয়ামে চড়া দামে জলের বোতল পর্যন্ত বিক্রি করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, এই বিশৃঙ্খলার দায় কার? মোহনবাগান সহ-সভাপতি কুণাল ঘোষ প্রশ্ন তুললেন, ‘‘কেন মেসিকে ঘিরে থাকল হ্যাংলামির ভিড়? কেন স্টেডিয়াম পরিক্রমার সময় মেসিকে একা এগিয়ে রাখা হল না? কেন গ্যালারির দর্শকদের বঞ্চিত করা হল? এতে কলকাতার সুনাম বাড়ল? অপদার্থ আয়োজক কেন ন্যূনতম পরিকল্পনার ছাপ রাখল না? শুধু টাকা? শুধু ব্যবসা? এই আয়োজক আর কিছু হ্যাংলার জন্য সবাই বঞ্চিত হল। কলকাতা লজ্জিত হল।’’ একই সুর ভক্তদের গলাতেও। তাঁদের দাবি, তাঁদের সঙ্গে বড়সড় স্ক্যাম হয়ে গেল। মেসিকে দেখতে এসে এমন অভিজ্ঞতা হবে, স্বপ্নেও ভাবেননি তাঁরা। বলে রাখা দরকার, এই মেসিই ২০১১ সালে এই যুবভারতীতে এসে ৯০ মিনিট খেলে গিয়েছেন। সেবারে কিন্তু আইনশৃঙ্খলার কোনও সমস্যা হয়নি। সবটাই সুষ্ঠুভাবে হয়েছে। সেবার কিন্তু এই রাজ্য প্রশাসনই মানুষের আবেগ সামাল দিয়েছে। আসলে সেবার গোটা অনুষ্ঠানের রাশ ছিল প্রশাসনের হাতে। এবার সেটা ছিল আয়োজক সংস্থার হাতে। এই অরাজকতার দায় নিতে হবে তাঁদেরই? এদিন লিয়োনেল মেসিকে কলকাতায় আনার মূল উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্তকে আটক করে পুলিশ। জানান ডিজি রাজীব কুমার। দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ারও আশ্বাস দেন তিনি। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের আশ্বাসও দেন। ঘটনার পর সাংবাদিক বৈঠকে বসে রাজীব কুমার বলেন, ‘‘যা টিকিট বিক্রি হয়েছে, সেই টাকা ফেরত দেওয়া উচিত। মেসিকে কেউ দেখতে পাননি।’’ রাজীব কুমার আরও বলেন, ‘‘টিকিট ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে উদ্যোক্তারা যদি সঠিক ব্যবস্থা না নেয়, তাহলে আইনি পদক্ষেপ করা হবে। আমরা ইতিমধ্যেই মূল উদ্যোক্তাকে আটক করেছি। এই বিশৃঙ্খলা নিয়ে আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি। কেউ ছাড় পাবে না।’’ তবে স্টেডিয়ামে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এসেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। এডিডি আইন শৃঙ্খলা জাভেদ শামিম জানিয়েছেন, প্রত্যেকে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে গিয়েছেন। ট্রাফিকের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এসেছে।

ছবি-সৌরভ দত্ত

লোকভবনের দক্ষিণ পশ্চিম গেটের নাম বদল রাজ্যপালের, কার নামে করলেন?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বরঃ বন্দে মাতরমের সার্ধশতবর্ষ। আর বন্দে মাতরমের দেড়শো বছরে একাধিক পদক্ষেপ করেছে কেন্দ্র। সংসদে বন্দে মাতরম নিয়ে আলোচনারও আয়োজন করা হয়। এই পরিস্থিতিতে বন্দে মাতরমের স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিলেন বাংলার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। লোকভবনের দক্ষিণ পশ্চিম গেটের নাম সাহিত্য সম্রাটের নামে করার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। লোকভবনের দক্ষিণ পশ্চিম গেটের নাম হল ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস জানিয়েছেন, বন্দে মাতরমের দেড়শো বছর উপলক্ষে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। এর আগে লোকভবনের উত্তর গেট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে রাখেন সিভি আনন্দ বোস। রবীন্দ্রনাথকে সম্মান জানাতে ২০২৩ সালের ১৮ নভেম্বর উত্তর গেটের নাম ‘গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গেট’ রাখেন রাজ্যপাল। ২০২২ সালের ১৮ নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন আনন্দ বোস। রাজ্যপাল হওয়ার পর বাংলা ভাষার প্রতি তাঁদের টানের কথা জানান। এমনকি, লোকভবনে সরস্বতী পুজোতেও বাংলা ভাষা শিখতে ‘হাতেখড়ি’ও দেন রাজ্যপাল বোস। বাংলায় বই লেখার ইচ্ছাপ্রকাশও করতে দেখা যায় তাঁকে। কিছুদিন আগে সাধারণ মানুষের সঙ্গে জনসংযোগের জন্য একাধিক গ্রামে গিয়েছিলেন রাজ্যপাল বোস। সেইসময় ছোলা সেদ্ধ ও চপ খেয়ে দোকানদারকে বাংলায় বলেন, ‘‘খুব ভাল হয়েছে।’’ তাঁর পদবী বোস হওয়ার পিছনেও বাংলা যোগ রয়েছে। রাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর সিভি আনন্দ বোস জানিয়েছিলেন, তাঁর বাবা ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং সুভাষচন্দ্র বসুর অনুগামী। বাংলার এই বীর সন্তানকে শ্রদ্ধা জানাতেই সন্তানদের নামের সঙ্গে বোস পদবী জুড়ে দিয়েছিলেন সিভি আনন্দের বাবা। এই বাংলার ভোটারও হতে চান আনন্দ বোস। সেখানে লোকভবনের গেটের নাম বাংলার মনীষীদের নামে রেখে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানালেন রাজ্যপাল।

সুর চড়াচ্ছে বিরোধীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বরঃ পাহাড় প্রমাণ প্রত্যাশায় মুহূর্তেই যেন জল! ভিআইপি কালচারের জন্য হাজার হাজার টিকিট কেটেও বঞ্চিত দর্শকরা। মেসি মাঠ ছাড়তেই এই একটা লাইনই এখন ঘুরছে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে নাগরিক মহলে। ক্ষোভের আগুন তছনছ যুবভারতীয় স্টেডিয়াম। রাজনৈতিক মহলেও তুমুল জল্পনা। রাস্তা থেকেই ফিরে যেতে হয়েছে খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মেসির কাছে ক্ষমা চেয়ে তদন্ত কমিটি তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। তোপের পর তোপ দাগছে বিজেপি। চুপ করে নেই সিপিএমও। বিজেপি নেতা সজল ঘোষ বলছেন, ‘‘সাধারণ মানুষ হাজার হাজার টাকা দিয়ে টিকিট কিনেছেন! ন্যূনতম টিকিটের দাম প্রায় সাড়ে তিন হাজার টাকা। একশোদিনের কর্মীদের সাড়া মাসের যা মাইনে তা একটা টিকিটের দাম। একদল চোর, আর চোরদের বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ডরা মেসিকে ঘিরে রেখে দিল। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।’’ গোটা মাঠেই কার্যত তাণ্ডব চলেছে। ভেঙে ফেলা হয়েছে তোরণ, ভেঙে ফেলা হয়েছে চেয়ার। কিন্তু চূড়ান্ত অব্যবস্থার দায় কার? প্রশ্ন ঘুরছে। তোপ দেগেছেন সুকান্ত মজুমদারও। বলছেন, ‘‘যাঁরা বোতল ছুঁড়েছে তাঁরাও তৃণমূল। আমার কাছে এমনই খবর আছে। টিকিটের দাম ৫ থেকে ৮ হাজার টাকা পর্যন্ত। সেই টিকিটের কালোবাজারিও হয়েছে। পুরোটাই একটা মেস। মেস অন মেস। পুরোটাই করল তৃণমূলের অসভ্য, বর্বর নেতা-নেত্রীরা। এটায় প্রমাণ হয়ে গেল পুলিশ ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতেই জানেন না।’’ সুর চড়িয়েছে সিপিএম। সিপিএম নেতা মহম্মদ সেলিম বলছেন, ‘‘নবান্ন কিন্তু এখনও ভাঙচুর হয়নি, কালীঘাট এখনও ভাঙচুর হয়নি। বাংলায় খেলা হোক, মেলা হোক, বইমেলা হোক, দুর্নীতি হবে না? বিশৃঙ্খলা হবে না? কালোবাজারি হবে না?’’ অন্যদিকে বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য বলছেন, ‘‘তৃণমূল কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গের মানুষের আবেগের ওপর সরাসরি আঘাত হেনেছে এবং প্রত্যেক ফুটবলপ্রেমীকে অপমান করেছে।’’

‘আমি স্তম্ভিত, ব্যথিত’

মেসির কাছে ক্ষমা চাইলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বরঃ সল্টলেকের যুবভারতী স্টেডিয়ামে শনিবারের অনুষ্ঠান ঘিরে যে অব্যবস্থা তৈরি হয়েছে, তা নিয়ে গভীর উদ্বেগ ও দুঃখপ্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রিয় ফুটবলার লিওনেল মেসিকে এক ঝলক দেখার আশায় হাজার হাজার ক্রীড়াপ্রেমী ও সমর্থক স্টেডিয়ামের দিকে রওনা হয়েছিলেন। কাড়ি কাড়ি টাকা দিয়ে প্রিয় তারকার টিকিটিও দেখতে না পেয়ে চরম চটে যান দর্শকরা। শুরু হয় ভাঙচুর, বোতল ছোড়া। এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়ে বলেন, তিনি নিজেও ঘটনার খবরে স্তম্ভিত ও ব্যথিত। লিওনেল মেসি-সহ সমস্ত ক্রীড়াপ্রেমী এবং সমর্থকদের কাছে আন্তরিকভাবে দুঃখপ্রকাশ করেন তিনি। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের জন্য মুখ্যমন্ত্রী একটি তদন্ত কমিটি গঠনের ঘোষণা করেছেন। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীমকুমার রায়ের নেতৃত্বে ওই কমিটিতে থাকবেন রাজ্যের মুখ্যসচিব এবং স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব। এই কমিটি গোটা ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত করবে, দায়িত্ব নির্ধারণ করবে এবং ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনা আর না ঘটে, তার জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ করবে। শেষে মুখ্যমন্ত্রী আবারও সমস্ত ক্রীড়াপ্রেমীর কাছে আন্তরিক ক্ষমা প্রার্থনা করেন। সকাল ঠিক ১১টা ৩০ মিনিট নাগাদ যুবভারতীতে ঢুকল মেসির গাড়ি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন লুইস সুয়ারেজ ও রদ্রিগো ডি পল। ফুটবলপ্রেমীদের উন্মাদনা দেখে হাসিমুখেই ছিলেন মেসি। কিন্তু গাড়ি থেকে নামার পরেই পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে। মন্ত্রী, কর্তা ও আমন্ত্রিতদের ভিড়ে প্রায় ঘিরে ফেলা হয় আর্জেন্টিনার তারকাকে। ছবি তোলার হুড়োহুড়িতে তাঁর হাঁটার জায়গাটুকুও প্রায় ছিল না। নিরাপত্তারক্ষীরা চারদিক থেকে ঘিরে রাখলেও গ্যালারি থেকে প্রায় ২০ মিনিট ধরে মেসিকে দেখাই গেল না। যা নিয়ে চরম হতাশ দর্শকরা। এর মধ্যেই গ্যালারিতে শুরু হয় অসন্তোষ। ‘উই ওয়ান্ট মেসি’ স্লোগান শুরু হয় স্টেডিয়ামে। টিকিট কেটে আসা দর্শকদের ভরসা ছিল স্টেডিয়ামের তিনটি জায়ান্ট স্ক্রিন। কিন্তু সেখানেও পরিষ্কার ভাবে মেসিকে দেখা যাচ্ছিল না। মোহনবাগান ও ডায়মন্ড হারবারের প্রাক্তন ফুটবলারদের সঙ্গে পরিচয়পর্ব চলাকালীনও তাঁকে ঘিরে ভিড় কমেনি। নেতা-মন্ত্রীরা তো বটেই, আয়োজকদের লোকজনও এমন ভাবে মেসিকে ঘিরে রেখেছিলেন যে মেসির টিকিটিও দেখতে পাননি দর্শকরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও প্রধান আয়োজক শতদ্রু দত্তকে মাইক্রোফোনে বারবার অনুরোধ জানাতে হয়। তাতেও কাজ হয়নি। পরিস্থিতি সামলাতে লাঠিচার্জ শুরু হয় স্টেডিয়ামে। মেসিকে দেখতে না পেয়ে হতাশ দর্শকরা জানান, ‘‘হাজার হাজার টাকা দিয়ে টিকিট কেটেছিলাম। এদিকে মেসিকে এক চুলও দেখতে পেলাম না। আমরা কি নেতা-মন্ত্রীদের দেখতে এসেছিলাম নাকি? পাই পয়সা ফেরত দিতে হবে। ইয়ার্কি হচ্ছে নাকি?’’ ১১টা ৫২ মিনিট নাগাদ মেসিকে মাঠের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। তখনও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শাহরুখ খান বা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় স্টেডিয়ামে পৌঁছননি। মেসি বেরিয়ে যেতেই দর্শকদের ক্ষোভ চরমে পৌঁছয়। মোটা অঙ্কের টিকিট কেটে এসেও প্রিয় ফুটবলারকে দেখতে না পাওয়ায় শুরু হয় ভাঙচুর। গ্যালারির হোর্ডিং ভাঙা হয়, চেয়ার ছুড়ে মারা হয় মাঠে। সেই সময় গ্যালারিতে পুলিশের উপস্থিতি চোখে পড়েনি। মেসিকে না দেখতে পাওয়ার হতাশা ও ক্ষোভ মিলেমিশে গোটা পরিস্থিতিকে আরও উত্তপ্ত করে তোলে।

রাজারহাট-গোপালপুরে কত নাম বাদ যেতে পারে? ডিজিটাইজেশনের পর সামনে এল তথ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বরঃ একসময় ছিল সিপিএমের গড়। ২০১১ সালে রাজ্যে পালাবদলের পর থেকে আসনটি তৃণমূলের দখলে। বিধায়ক বদল হয়েছে। তবে আসন হাতছাড়া হয়নি ঘাসফুল শিবিরের। ছাব্বিশের নির্বাচনের আগে কলকাতার পার্শ্ববর্তী এই আসন নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ শুরু হয়েছে। এই আবহে এসআইআর প্রক্রিয়ায় রাজারহাট-গোপালপুর আসনে কতজনের নাম বাদ পড়বে, তা নিয়ে জল্পনা বাড়ছে। তারই ইঙ্গিত পাওয়া গেল ডিজিটাইজেশনের পর। দেখা গেল ৪৭ হাজারের বেশি নাম বাদ পড়তে চলেছে। এসআইআর প্রক্রিয়া ঘোষণার দিন রাজ্যের ভোটার তালিকা ফ্রিজ করা হয়। সেইসময় রাজারহাট-গোপালপুর আসনে মোট ভোটার ছিলেন ২ লক্ষ ৭২ হাজার ৭৬৩ জন। সেখানে এসআইআর প্রক্রিয়ায় ডিজিটাইজেশন হয়েছে ২ লক্ষ ২৫ হাজার ১৫৯। অর্থাৎ এই আসনে ৮২.৫৫ শতাংশ ভোটারের নাম ডিজিটাইজেশন হয়েছে। ডিজিটাইজেশন হয়নি ৪৭ হাজার ৬০৪ জনের নাম। কমিশন সূত্রে খবর, এর মধ্যে মৃত ভোটার ১৭ হাজার ৬৪২ জন। ২০ হাজার ৯২৫ জন ভোটারের খোঁজ মেলেনি। অন্যত্র চলে গিয়েছেন ৮২০৯ জন ভোটার। অন্য বিধানসভা কেন্দ্রে নাম তুলেছেন ৬৪২ জন। অন্যান্য কারণবশত ১৮৬ জনের নাম ডিজিটাইজেশন হয়নি। সবমিলিয়ে ৪৭ হাজার ৬০৪ জনের নাম বিভিন্ন কারণবশত ডিজিটাইজেশন হয়নি। শতাংশের হিসেবে ১৭.৪৫ শতাংশ। এই সংখ্যা সামনে আসার পরই নানা অঙ্ক কষা শুরু হয়েছে। এই বিধানসভা কেন্দ্রের ফলাফল বলছে, ২০১১ সাল থেকে আসনটি তৃণমূলের দখলে। ২০১১ এবং ২০১৬ সালে এখানে জিতেছিলেন পূর্ণেন্দু বসু। আর ২০২১ সালে তৃণমূল এই আসনে প্রার্থী করেছিল সঙ্গীতশিল্পী অদিতি মুন্সিকে। একুশের বিধানসভা নির্বাচনে এই বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট পড়েছিল ১ লক্ষ ৭৮ হাজার ৭২৩টি। অদিতি মুন্সি পেয়েছিলেন ৮৭ হাজার ৬৫০ ভোট। আর তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির শমীক ভট্টাচার্য পেয়েছিলেন ৬২ হাজার ৩৫৪ ভোট। ২৫ হাজারের বেশি ভোটে জিতেছিলেন অদিতি। রাজনীতির কারবারিরা বলছেন, ছাব্বিশের নির্বাচনের আগে এসআইআর প্রক্রিয়ায় নাম বাদ পড়ার পর নতুন করে অঙ্ক কষবে রাজনৈতিক দলগুলি। আর সেই অঙ্কে কারা বাজিমাত করে, সেটাই এখন দেখার।

শিবরাজ পাতিলের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর ঃ প্রাক্তন মন্ত্রী শিবরাজ পাতিলের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত শুক্রবার এক্স হ্যান্ডেলে এক বার্তায় তিনি লিখেছেন যে, - বর্ষীয়ান জননেতা, লোকসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাতিলের প্রয়াণে মর্মাহত।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও লোকসভার সংসদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার আলাপচারিতার দিনগুলোর কথা স্মরণ করছি।তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার, বন্ধু - বান্ধব ও অনুগামীদের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা।উল্লেখ্য, কংগ্রেস শাসনকালেই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এর আমলে তিনি ২০০৪ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পদে কাজ করেছেন। ১৯৯১-১৯৯৬ পর্যন্ত তিনি লোকসভার অধ্যক্ষ পদে আসীন ছিলেন। এর আগেও তিনি ১৯৮০ থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী পদে গুরুদায়িত্ব পালন করেন।

ধুরন্ধর পেরোলো ২০০ কোটির গণ্ডি

মুম্বই, ১৩ডিসেম্বর ঃ সম্প্রতি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে বলিউড অভিনেতা রণবীর সিং অভিনীত 'ধুরন্ধর' চিত্রনাট্য, পরিচালনা ও প্রাণবন্ত অভিনয়ে মুক্তির পর থেকেই ছবিটি সামাজিক মাধ্যমে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। আট থেকে আশি-সব বয়সের দর্শকের প্রশংসা পেয়েছে 'শুক্রবার বক্স অফিসের তরফে জানানো হয়েছে, মুক্তির সপ্তম দিন বৃহস্পতিবার ধুরন্ধর আয় করেছে ২৭ কোটি । মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে ছবি পৌঁছে গেলো ২০০ কোটির ক্লাবে । এর আগে , ষষ্ঠ দিনে ছবির আয় ২৬.৫০ কোটি, পঞ্চম দিনে ২৭ কোটি ও চতুর্থ দিনে ২৩.২৫ কোটি টাকা। 'ধুরন্ধর' সাত দিনে আয় করেছে মোট ২০৭.২৫ কোটি টাকা। ধুরন্ধর এখন দেশীয় প্রেক্ষাগৃহের গণ্ডি পেরিয়ে পাড়ি দিয়েছে বিদেশের মাটিতেও। ছবির বিশ্বব্যাপী আয় ছাড়িয়েছে ৩০৬.২৫ কোটি।

যুবভারতীর ঘটনা দুর্ভাগ্যজনক, মন্তব্য কুণালের

কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর ঃ যুবভারতীতে বিশৃঙ্খলাকে দুর্ভাগ্যজনক বললেন তৃণমূল কংগ্রেস মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। কুণাল বলেছেন, সল্টলেক স্টেডিয়ামে যা ঘটেছে তা দুর্ভাগ্যজনক। আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাই এবং আমিও এর নিন্দা জানাই। কিছু মানুষ মেসিকে এমনভাবে ঘিরে ধরেছে যে, চড়া দামে টিকিট কিনে থাকা ফুটবল ভক্তরা তাঁকে দেখা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। মাত্র কয়েকজনের অসদাচরণের কারণে ফুটবলপ্রেমীদের অনুভূতিতে আঘাত লেগেছে। আমি ফুটবল প্রেমীদের অনুভূতিকে সমর্থন করি, তবে তাদের একটু সংযম দেখানো উচিত, কারণ এতে সল্টলেক স্টেডিয়ামের ক্ষতি হচ্ছে। কিছু রাজনৈতিক দলও এই বিষয়টিকে রাজনীতিকরণ শুরু করেছে।

ট্রাক মালিকদের ধর্মঘট চতুর্থ দিনেও অব্যাহত

চেন্নাই, ১৩ ডিসেম্বর ঃ নতুন রূপে কার্যকর হওয়া মোটর ভেহিকল অ্যাক্ট বাতিল সহ ন'দফা দাবিতে ট্রাক মালিকদের অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট শনিবার চতুর্থ দিনেও অব্যাহত থাকল তামিলনাড়ুর চেন্নাইয়ে। ৭৫টি ট্রাক মালিক সংগঠনের এই আন্দোলনে রাজ্য সরকারের প্রতিদিন প্রায় ১০০ কোটি টাকার রাজস্ব ক্ষতি হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের অনুমান। ১২ ডিসেম্বর তেঃ দয়ারপেটে আরডিও দফতরে প্রস্তাবিত সর্বদলীয় বৈঠক না হওয়ায়. অচলাবস্থা আরও গভীর হয়েছে।এই ধর্মঘটে চেন্নাই বন্দরের সঙ্গে যুক্ত ১৩টি সংগঠনসহ ভারী যানবাহন

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

২০২৭ সালের জনগণনার জন্য ১১,৭১৮ কোটি টাকার বাজেট অনুমোদন, প্রথমবার সম্পূর্ণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে হবে দেশগণনা

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর ঃ দেশের পরবর্তী জনগণনার জন্য বড় সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। ২০২৭ সালের জনগণনার উদ্দেশ্যে মোট ১১,৭১৮ কোটি টাকার বাজেট অনুমোদন করেছে কেন্দ্র। শুক্রবার মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে হওয়ার পর সাংবাদিকদের এই তথ্য জানান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। তিনি জানান, আসন্ন জনগণনা ভারতের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে চলেছে, কারণ এই প্রথম সম্পূর্ণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে দেশজুড়ে জনগণনা পরিচালিত হবে।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের বক্তব্য অনুযায়ী, ডিজিটাল ভারত উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় জনগণনাকেও আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলা হচ্ছে। কাগজভিত্তিক পদ্ধতির পরিবর্তে ডিজিটাল মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এতে একদিকে যেমন সময় ও খরচ কমবে, তেমনই অন্যদিকে তথ্যের নির্ভুলতা এবং দ্রুত প্রক্রিয়াকরণ সম্ভব হবে বলে আশা করছে কেন্দ্র।অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, জনগণনার ডিজিটাল নকশা তৈরির ক্ষেত্রে তথ্য সুরক্ষা এবং ব্যক্তিগত গোপনীয়তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নাগরিকদের দেওয়া তথ্য যাতে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত থাকে এবং কোনওভাবেই অপব্যবহার না হয়, সেই বিষয়টি মাথায় রেখেই প্রযুক্তিগত কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। আধুনিক এনক্রিপশন ব্যবস্থা, নিরাপদ ডেটা সার্ভার এবং নির্দিষ্ট অনুমোদন ছাড়া তথ্য ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞার মতো

একাধিক স্তরের সুরক্ষা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে বলে তিনি জানান।কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী, ২০২৭ সালের জনগণনা দুটি ধাপে সম্পন্ন করা হবে। প্রথম ধাপে বাড়ির তালিকা প্রস্তুত এবং আবাসন গণনা করা হবে। এই ধাপটি ২০২৬ সালের এপ্রিল মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে সম্পন্ন করার পরিকল্পনা রয়েছে। এই সময়ে দেশের প্রতিটি বাড়ি, আবাসন ও স্থাপনার তথ্য সংগ্রহ করা হবে। কোন এলাকায় কতগুলি বাড়ি রয়েছে, সেগুলির ব্যবহার কী, কোথায় মানুষ বসবাস করছে-এই সমস্ত তথ্য ডিজিটাল মাধ্যমে নথিভুক্ত করা হবে।দ্বিতীয় ধাপে ২০২৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মূল জনসংখ্যা গণনা করা হবে। এই পর্যায়ে প্রতিটি পরিবারের সদস্য সংখ্যা, বয়স, লিঙ্গ, শিক্ষা, কর্মসংস্থানসহ বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক তথ্য সংগ্রহ করা হবে। ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করে সরাসরি তথ্য আপলোড করা হবে, ফলে ডেটা এন্ট্রির ক্ষেত্রে মানবিক ত্রুটি অনেকটাই কমবে বলে আশা করা হচ্ছে।সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, এই বিশাল কর্মযজ্ঞের জন্য দেশজুড়ে বিপুল সংখ্যক গণনাকারী ও সুপারভাইজার নিয়োগ করা হবে, যাঁদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে ডিজিটাল সরঞ্জাম ব্যবহারের জন্য। স্মার্টফোন বা ট্যাবলেটের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের ফলে কাগজ সংরক্ষণ, পরিবহণ এবং পরে ডেটা ডিজিটাইজেশনের অতিরিক্ত খরচও অনেকাংশে কমবে।বিশেষজ্ঞদের মতে, ডিজিটাল জনগণনা শুধুমাত্র একটি প্রশাসনিক সংস্কার নয়, বরং ভবিষ্যৎ নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এক শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করবে। জনসংখ্যার সঠিক ও আপডেট তথ্যের উপর নির্ভর করেই শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, আবাসন ও সামাজিক কল্যাণ প্রকল্পগুলির পরিকল্পনা করা হয়। দ্রুত ও নির্ভুল তথ্য পাওয়া গেলে সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াও আরও কার্যকর হবে।এদিকে, ১১,৭১৮ কোটি টাকার বাজেট অনুমোদন নিয়ে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলেও আলোচনা শুরু হয়েছে। সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, এই বাজেটের বড় অংশ ব্যয় হবে প্রযুক্তিগত পরিকাঠামো তৈরি, সফটওয়্যার উন্নয়ন, ডেটা সুরক্ষা ব্যবস্থা, প্রশিক্ষণ এবং মাঠপর্যায়ে কর্মীদের কাজে লাগানোর জন্য। ডিজিটাল পদ্ধতির কারণে প্রাথমিক বিনিয়োগ কিছুটা বেশি হলেও দীর্ঘমেয়াদে এটি সাশ্রয়ী এবং দক্ষ হবে বলেই কেন্দ্রের দাবি।অশ্বিনী বৈষ্ণব তাঁর বক্তব্যে আরও বলেন, এবারের জনগণনা কোনও একটি সরকারের প্রকল্প নয়, এটি জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত একটি প্রক্রিয়া। দেশের প্রতিটি নাগরিকের সহযোগিতা ছাড়া এই বিশাল কর্মযজ্ঞ সফল করা সম্ভব নয়। তাই নাগরিকদের কাছে তিনি আহ্বান জানান, জনগণনার সময় সঠিক ও সম্পূর্ণ তথ্য দিয়ে প্রশাসনকে সহযোগিতা করার জন্য।সব মিলিয়ে, ২০২৭ সালের জনগণনা শুধু সংখ্যা গণনার হিসাব নয়, বরং ডিজিটাল ভারতের পথে আর এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হয়ে উঠতে চলেছে। আধুনিক প্রযুক্তি, তথ্য সুরক্ষা এবং প্রশাসনিক দক্ষতার সমন্বয়ে এই জনগণনা ভবিষ্যতে দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনাকে আরও বাস্তবসম্মত ও তথ্যভিত্তিক করে তুলবে-এমনটাই মনে করছে কেন্দ্রীয় সরকার।

ভোট চুরির অভিযোগে কর্নাটকে কংগ্রেসের বিশেষ অভিযান, শিবকুমারের নেতৃত্বে রাজপথে গণতন্ত্রের লড়াই

বেঙ্গালুরু, ১৩ ডিসেম্বর ঃ ভোটাধিকার রক্ষার দাবিতে এবং ভোট চুরির অভিযোগ তুলে কর্নাটকে বিশেষ অভিযানে নামল কংগ্রেস। রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী তথা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ডি কে শিবকুমারের নেতৃত্বে এই কর্মসূচি শুরু হয়েছে বেঙ্গালুরুর ফ্রিডম পার্ক থেকে। কংগ্রেসের দাবি, সাম্প্রতিক সময়ে.ভোট ব্যবস্থার স্বচ্ছতা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠছে এবং এই পরিস্থিতিতে গণতন্ত্র ও সংবিধান রক্ষার লড়াইয়ে রাজপথে নামাই একমাত্র পথ।শনিবার এই অভিযানের সূচনালগ্নে ডি কে শিবকুমার স্পষ্ট ভাষায় বলেন, কংগ্রেস সব সময় গণতন্ত্র এবং সংবিধানের পক্ষে থেকেছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। তাঁর কথায়, প্রতিটি ভোট অত্যন্ত মূল্যবান, কারণ সেই ভোটের মাধ্যমেই জনগণের ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়। যদি সেই ভোটের উপর আঘাত আসে, তবে তা সরাসরি গণতন্ত্রের উপর আঘাত। তাই ভোট চুরির বিরুদ্ধে এই আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করেন তিনি।শিবকুমার জানান, এই বিশেষ ' চুরি বিরোধী' কর্মসূচিতে

কংগ্রেসের সব স্তরের নেতা-কর্মীদের যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। ব্লক সভাপতি থেকে শুরু করে সাধারণ কর্মী পর্যন্ত সবাইকে এই আন্দোলনের অংশ হতে বলা হয়েছে। তাঁর মতে, এটি কোনও একদিনের কর্মসূচি নয়, বরং ভোটাধিকারের সুরক্ষার জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি লড়াই। কংগ্রেসের প্রতিটি কর্মীকে এই লড়াইয়ে সামনের সারিতে থাকতে হবে।ফ্রিডম পার্ক থেকে শুরু হওয়া এই অভিযানে কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। হাতে প্ল্যাকার্ড, ব্যানার নিয়ে তাঁরা ভোটাধিকার রক্ষা এবং গণতন্ত্র বাঁচানোর স্লোগান তোলেন। কর্মসূচির মাধ্যমে কংগ্রেস স্পষ্ট বার্তা দিতে চেয়েছে যে ভোট ব্যবস্থায়. কোনও ধরনের অনিয়ম বা কারচুপি তারা মেনে নেবে না।ডি কে শিবকুমার বলেন, ভোটাধিকার দেশের নাগরিকদের মৌলিক অধিকার। এই অধিকার খর্ব করার যে কোনও প্রচেষ্টা কংগ্রেস প্রতিহত করবে। তাঁর দাবি, সাম্প্রতিক বিভিন্ন ঘটনায় ভোট চুরির অভিযোগ সামনে এসেছে এবং সেই কারণেই এই অভিযান। তিনি আরও বলেন, কংগ্রেস শুধু অভিযোগ করেই থেমে থাকবে না, বরং প্রয়োজন হলে আইনি ও গণতান্ত্রিক সমস্ত পথ অবলম্বন করে ভোট ব্যবস্থার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য লড়াই চালাবে।রাজনৈতিক মহলের মতে, এই কর্মসূচির মাধ্যমে কর্নাটকে কংগ্রেস একদিকে যেমন সংগঠনকে আরও সক্রিয় করতে চাইছে, তেমনই অন্যদিকে বিজেপিকে কড়া বার্তা দিতে চাইছে। ভোট চুরির অভিযোগকে সামনে রেখে কংগ্রেস রাজ্যের রাজনীতিতে গণতন্ত্র ও সংবিধান রক্ষার ইস্যুকে আরও জোরালোভাবে তুলে ধরতে চাইছে।সব মিলিয়ে, ডি কে শিবকুমারের নেতৃত্বে শুরু হওয়া এই বিশেষ অভিযান কর্নাটকের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ভোটাধিকার রক্ষা এবং গণতন্ত্র বাঁচানোর প্রশ্নে কংগ্রেস যে কোনও আপস করবে না-ফ্রিডম পার্ক থেকে শুরু হওয়া এই আন্দোলনের মাধ্যমে সেই বার্তাই স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে চেয়েছে দল।

অনলাইন মুনাফার ফাঁদে আপেল চাষি

শিমলা, ১৩ ডিসেম্বর ঃঅনলাইন ট্রেডিংয়ে মোটা মুনাফার প্রলোভন দেখিয়ে হিমাচল প্রদেশের এক আপেল চাষির কাছ থেকে প্রায় ৩৬ লক্ষ টাকা প্রতারণা করেছে সাইবার প্রতারকরা। শিমলার সাইবার থানায়. এ বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।শনিবার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নিজেকে 'ইন্ডনিভ প্রো' নামের একটি সংস্থার প্রতিনিধি পরিচয় দিয়ে ফোন করে প্রতারকরা। তাদের কথায় প্রলোভনের ফাঁদে পা দিয়ে ওই চাষি একটি অ্যাপ ডাউনলোড করেন এবং ধাপে ধাপে টাকা বিনিয়োগ করতে থাকেন। প্রথমে ১৫ হাজার, পরে আইপিও ও সার্ভিস চার্জের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা নেওয়া হয়। শেষপর্যন্ত ' প্রসেসিং চার্জ' দাবি করতেই প্রতারণার বিষয়টি বুঝতে পারেন তিনি।মোট ৩৬ লক্ষ টাকার সাইবার প্রতারণার মামলা দায়ের w করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। সাইবার পুলিশ সাধারণ মানুষকে অচেনা কল, লিঙ্ক বা অ্যাপে বিনিয়োগ না করার পরামর্শ দিয়েছে। সন্দেহজনক ক্ষেত্রে ১৯৩০ নম্বর বা cybercrime.gov.in-এ অভিযোগ জানাতে বলা হয়েছে।

শক্তির মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা করছে আমেরিকা, আটটি যুদ্ধ থামানোর দাবি ডোনাল্ড ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ১৩ ডিসেম্বর ঃ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ফের বিস্ফোরক দাবি করলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। গত ১০ মাসে বিশ্বজুড়ে আটটি যুদ্ধ থামাতে তিনি সফল হয়েছেন ল দাবি করে ট্রাম্প জানিয়েছেন, শক্তি্র মাধ্যমেই আমেরিকা শান্তি প্রতিষ্ঠা করছে। তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে বিশ্ব রাজনীতির অন্দরে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।একটি বক্তব্যে ট্রাম্প বলেন, বিগত কয়েক মাসে এমন একাধিক অঞ্চল ছিল যেখানে যুদ্ধ পরিস্থিতি ক্রমেই ভয়াবহ রূপ নিচ্ছিল। তাঁর দাবি, আমেরিকার দৃঢ় অবস্থান এবং কূটনৈতিক প্রভাবের ফলেই সেই সব সংঘর্ষ থামানো সম্ভব হয়েছে। ট্রাম্পের কথায়, গত ১০ মাসে আমি আটটি যুদ্ধ শেষ করেছি। এর মধ্যে রয়েছে কসোভো ও সার্বিয়ার মধ্যে উত্তেজনা, পাকিস্তান ও ভারতের সংঘাত, ইজরায়েল ও ইরানের বিরোধ, মিশর ও ইথিওপিয়ার মধ্যে উত্তপ্ত পরিস্থিতি, আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের সংঘর্ষ।ট্রাম্প আরও দাবি করেন, এই দেশগুলি কার্যত যুদ্ধের পথে এগিয়ে যাচ্ছিল এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, আমেরিকার

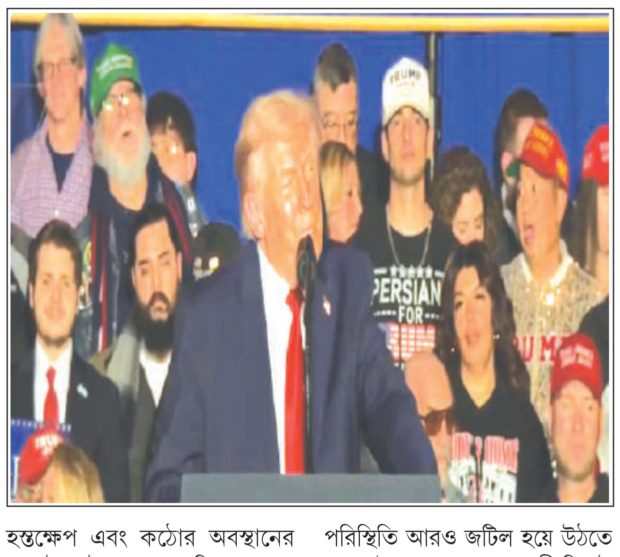

হস্তক্ষেপ এবং কঠোর অবস্থানের ফলেই এই সংঘাতগুলি থামানো সম্ভব হয়েছে। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, তারা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু আমরা শক্তির মাধ্যমে শান্তি স্থাপন করেছি।মার্কিন প্রেসিডেন্টের বক্তব্যে আরও উঠে আসে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাম্প্রতিক উত্তেজনার প্রসঙ্গ। ট্রাম্প বলেন, তিনি এটা বলতে চান না, তবুও বাস্তবতা হলো কম্বোডিয়া এবং থাইল্যান্ডের মধ্যে নতুন করে সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। তাঁর দাবি, এই দুই দেশ অত্যন্ত শক্তিশালী এবং তাদের মধ্যে যুদ্ধ চলতে থাকলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠতে পারে। ট্রাম্প জানান, আগামী দিনেই তিনি এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবেন এবং দুই দেশের সঙ্গে সরাসরি ফোনে কথা বলবেন।ট্রাম্পের কথায়, কম্বোডিয়া এবং থাইল্যান্ড আবারও যুদ্ধ শুরু করেছে। আগামীকাল আমাকে একটি ফোন করতে হবে। আমি ফোন করব এবং এই দু'টি অত্যন্ত শক্তিশালী দেশের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ করব। তাঁর এই মন্তব্যে স্পষ্ট, নিজেকে তিনি বিশ্বশান্তির এক প্রধান মধ্যস্থতাকারী হিসেবেই তুলে ধরতে চাইছেন।বিশ্লেষকদের মতে, ট্রাম্পের এই বক্তব্য কেবল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকার ভূমিকা তুলে ধরার চেষ্টা নয়, বরং তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক অবস্থানও শক্ত করার কৌশল। শক্তির মাধ্যমে শান্তি-এই ধারণাটি ট্রাম্প প্রশাসনের পররাষ্ট্রনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। সামরিক শক্তি্, অর্থনৈতিক চাপ এবং কূটনৈতিক প্রভাব-এই তিনের সমন্বয়েই আমেরিকা বিশ্ব রাজনীতিতে নিজেদের অবস্থান বজায় রাখছে বলে তিনি বারবার দাবি করে আসছেন।তবে ট্রাম্পের দাবিগুলি নিয়ে প্রশ্নও উঠছে। আন্তর্জাতিক মহলের একাংশ মনে করছে, অনেক ক্ষেত্রেই সংঘর্ষ পুরোপুরি শেষ না হয়ে সাময়িকভাবে থেমেছে মাত্র। তবুও ট্রাম্পের বক্তব্যে স্পষ্ট, তিনি এই সাফল্যগুলিকে নিজের নেতৃত্বের বড় অর্জন হিসেবেই তুলে ধরতে চাইছেন।সব মিলিয়ে, শক্তির মাধ্যমে শান্তি এই বার্তাকে সামনে রেখে ডোনাল্ড ট্রাম্প আবারও বিশ্ব রাজনীতির কেন্দ্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছেন। তাঁর এই দাবি কতটা বাস্তব এবং কতটা রাজনৈতিক বক্তব্য-তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এই মন্তব্য যে নতুন করে আলোচনার ঝড় তুলেছে, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

সংসদ হামলার স্মৃতি এখনও অক্ষয়, শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য উপরাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর ঃসংসদ হামলার স্মৃতি এখনও অক্ষয়! শনিবার ২০০১ সালের সংসদ হামলার শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করলো সমগ্র দেশ। শনিবার সকালে উপরাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণণ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী, কংগ্রেস সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধী, সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু এবং অন্যান্য সাংসদরা ২০০১ সালের সংসদ হামলায় প্রাণ হারানো নিরাপত্তা কর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।সংসদ হামলায় নিহতদের এদিন বিনম্র চিত্তে শ্রদ্ধা জানান উপরাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণণ,প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-সহ অন্যান্যরা। সংসদ চত্বরে মঞ্চ তৈরি করা হয়। উপরাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও অন্য সাংসদরাও সেখানে উপস্থিত হয়ে শহীদদের শ্রদ্ধা জানান।

শহরে নিজের মূর্তি দেখে অভিভূত মেসি

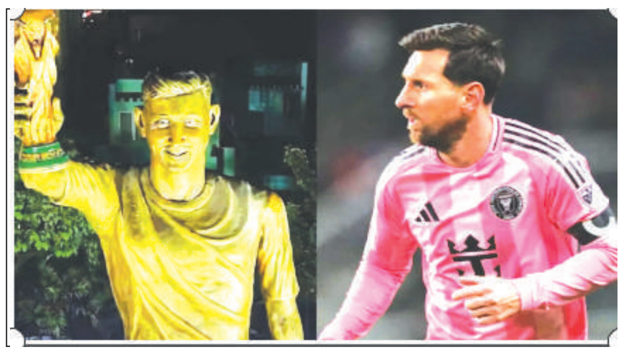

কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর ঃ ভারতীয় ফুটবলের মক্কায় বিশ্ব ফুটবলের রাজপুত্র লিওনেল মেসি নিজের ৭০ ফুট উঁচু মূর্তি দেখে আপ্লুত। মেসি বললেন, 'এই স্বীকৃতির জন্য ধন্যবাদ।'কলকাতার ভিআইপি রোডে বসেছে ৭০ ফুট উঁচু, লিওনেল মেসির মূর্তি। মূর্তিটি তৈরি করেছেন শিল্পী মন্টি পাল। উদ্যোক্তা শ্রীভুমি স্পোর্টিং ক্লাব।ঠিক ছিল মেসি নিজে ভিআইপি রোডে গিয়ে তাঁর মূর্তিটি উন্মোচন করবেন। কিন্তু প্রবল ভিড় এবং আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গের আশঙ্কার কথা চিন্তা করে সেই পরিকল্পনা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। তাই হোটেলে বসেই ভারচুয়ালিই মূর্তিটি উন্মোচন করেন ফুটবলের রাজপুত্র লিওনেল মেসি। তাঁকে নিয়ে কলকাতায় এই উন্মাদনা দেখে আপ্লুত মেসি নিজেই। মূর্তিটি উন্মোচন করে তিনি বলেন, ভারতের মাটিতে আমাকে এই স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। এখানে আসা সম্মানের ও আনন্দের।'শ্রীভুমির সভাপতি সুজিত বসুর চেষ্টায় এবং উদ্যোগে মূর্তিটি তৈরি হয়েছে। পৃথিবীর কোথাও মেসি বা অন্য কোনও ফুটবলারের এত উঁচু মূর্তি আছে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ আছে।

আগরতলায় ত্রিপুরা একাডেমিসিয়ান ফোরামের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর ঃ জনজাতি অংশের যুব সমাজের মধ্যে শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে ত্রিপুরা একাডেমিসিয়ান ফোরাম। শনিবার রাজধানী আগরতলায় শহিদ ভগ সিং যুব আবাসের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত ফোরামের বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্বোধন করে এ কথা জানান রাজ্যের সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া।২০১৫ সাল থেকে পথচলা শুরু করা এই বেসরকারি ও অরাজনৈতিক সামাজিক সংগঠনটি রাজ্যের জনজাতি অংশের বিভিন্ন সরকারি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক এবং শিক্ষক- শিক্ষিকাদের নিয়ে গঠিত। সংগঠনের মূল লক্ষ্য রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করা।সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে.মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া জানান, শিক্ষার পাশাপাশি জনজাতি সমাজে নেশা বিরোধী সচেতনতা গড়ে তোলা এবং বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডেও ত্রিপুরা একাডেমিসিয়ান ফোরাম সক্রিয়ভাবে যুক্ত রয়েছে। কোভিড-১৯ এর সময় সংগঠনটি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে ত্রাণ ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণের কাজও করেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। সংগঠনের বিভিন্ন দাবি ও প্রস্তাবের প্রতি রাজ্য সরকার সহানুভূতিশীল বলেও জানান মন্ত্রী এবং সংগঠনের আরও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন।বার্ষিক সাধারণ সভায় সংগঠনের বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করেন ত্রিপুরা একাডেমিসিয়ান ফোরামের সাধারণ সম্পাদক অভিজি দেববর্মা। পরে প্রতিবেদনটি নিয়ে উপস্থিত সদস্য ও অতিথিরা বিস্তারিত আলোচনা করেন।

শিবরাজকে চোখের জলে বিদায়, শ্রদ্ধা নিবেদন বিড়লা ও মল্লিকার্জুনের

লাতুর, ১৩ ডিসেম্বর ঃ প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা শিবরাজ পাটিলের শেষকৃত্য শনিবার মহারাষ্ট্রের লাতুরে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সম্পন্ন হয়েছে। শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা প্রমুখ।গত শুক্রবার সকালে লাতুরে নিজ বাসভবনে প্রয়াত হন শিবরাজ পাটিল। শনিবার তাঁকে চোখের জলে বিদায় জানানো হয়। খা৷গে বলেন, আমরা লাতুরে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছি। শিবরাজ পাটিলের সঙ্গে আমাদের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক রয়েছে। একজন বর্ষীয়ান নেতা হিসেবে আমরা সবসময় তাঁকে সম্মান

করতাম। তিনি এমন একজন নেতা ছিলেন যিনি খুঁটিনাটি বিষয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে কাজ করতেন। তিনি প্রতিটি পদে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করতেন এবং সকলেই তাকে ভালোবাসতেন, কারণ তার ভাবমূর্তি ছিল খুবই পরিষ্কার। রাজনীতিতে এত পরিষ্কার ভাবমূর্তিসম্পন্ন মানুষ খুঁজে পাওয়া খুবই বিরল। আমি তাকে শ্রদ্ধা জানাই। তিনি একজন বিশেষ ব্যক্তি ছিলেন।

কোডিন কাপ সিরাপ মামলার অভিযুক্ত শুভমের ভাইরাল ভিডিও পুলিশের হাতে

বারাণসী, ১৩ ডিসেম্বর ঃ শুভম জয়স্ওয়ালের একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। ভিডিওটি ইতিমধ্যেই বারাণসী কমিশনারেট পুলিশের হাতে পৌঁছেছে।শনিবার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ভিডিওতে শুভমকে ফোনে কথা বলতে দেখা গেছে। সেটি দুবাইয়ের কোনও হোটেলে তোলা বলে দাবি করা হচ্ছে। কাশি জোনের ডিসিপি জানান, বিষয়টি এসআইটি ও সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের জানানো হয়েছে।ইডির তল্লাশির সময় অভিযুক্ত তথ্য আদান-প্রদান করছিল বলে পুলিশ সূত্রে দাবি। পরিবারের সদস্য ও ঘনিষ্ঠদের মোবাইল নম্বর যাচাই করা হচ্ছে। তবে এখনও শুভমের মোবাইল নম্বর ট্রেস করা সম্ভব হয়নি।

পশ্চিম সিংভূমে রড দিয়ে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ

পশ্চিম সিংভূম, ১৩ ডিসেম্বর ঃ ঝাড়খণ্ডের পশ্চিম সিংভূম জেলায় পারিবারিক বিবাদে প্রাণ গেল এক ব্যক্তির। গোয়েলকেরা থানার অন্তর্গত এলাকার তরকটকোচা পঞ্চায়েতের গুলরুয়ান গ্রামে শুক্রবার গভীর রাতে লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে খুন করা হয.৪০ বছরের লক্ষ্মণ কায়েমকে। হত্যার অভিযোগ প্রতিবেশী বীরসিং কায়েমের বিরুদ্ধে।শনিবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, লক্ষ্মণ কায়েমের সঙ্গে অভিযুক্তের পরিবারের বচসা থেকেই সংঘর্ষের সূত্রপাত। অভিযোগ, কথাকাটাকাটির পর বীরসিং লোহার রড দিয়ে লক্ষ্মণের উপর এলোপাথাড়ি আঘাত করে। গুরুতর জখম অবস্থায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু

রাশিফল

মেষঃমেষ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য খুব ভাল দিন হবে। সামগ্রিক ভাবে, এটি অভ্যন্তরীণ সমৃদ্ধি এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির সময়। আপনি আপনার চারপাশের মানুষদের সঙ্গে আরও ভাল সম্পর্ক গড়ে তুলতে ইতিবাচক এবং সফল বোধ করবেন। আপনি আপনার অনুভূতি স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করতে পারবেন।

বৃষঃ বয়স্ক ব্যক্তিরা তাঁদের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। আজ আপনার বাড়ির বাইরে যাওয়ার আগে আপনার প্রবীণদের আশীর্বাদ লাভ করুন, এটি আপনার উপকারে আসবে। আপনি আপনার বন্ধুদের সঙ্গে সুন্দর সময় কাটাবেন কিন্তু ড্রাইভিং-এর সময় অতিরিক্ত যত্ন নিতে হবে। বিবাহের যোগ হবেই।

মিথুনঃমিথুন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য একটি কঠিন দিন হতে পারে, কারণ আপনি আপনার চারপাশের পরিস্থিতি নিয়ে কিছুটা বিভ্রান্ত বোধ করতে পারেন। এই সময়টি আপনার নিজের মধ্যে ভারসাম্য খুঁজে বের করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করার সময়। সন্তান হতে পারে আজকে।

কর্কট রাশি ঃ যারা মজা করার উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছেন তাঁদের জন্য নিছকই আনন্দ এবং উপভোগ। আপনি যদি ভ্রমণ করে থাকেন তবে আপনার মূল্যবান জিনিসগুলির বিশেষ যত্ন নিন।

সিংহঃ সিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য একটি দুর্দান্ত দিন। এই দিনটি আপনার জীবনে ইতিবাচক শক্তি নিয়ে আসবে। ।

কন্যা ঃ কোন বন্ধু বা পরিচিতের স্বার্থপর ব্যবহার আপনার মানসিক শান্তিকে বিঘ্নিত করবে। আপনার আর্থিক জীবন আজ সমৃদ্ধ হবে। পাশাপাশি, আপনি আপনার ঋণ গুলি থেকে মুক্তি পেতে পারেন।

তুলাঃ তুলা রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য একটি খুব ভাল দিন হতে চলেছে! এটি আপনার জীবনের সমস্ত ছোট ছোট বিষয়গুলিতে ভারসাম্য আনার সময়। কাজের সুযোগ আছে।

বৃশ্চিকঃবিশেষ করে খোলা খাবার খাওয়ার সময় বিশেষ সাবধানতা নেওয়া উচিত। কিন্তু অহেতুক চাপ নেবেন না যেহেতু এটি কেবলমাত্র আপনাকে মানসিক উত্তেজনা দেবে। আজ শুধু বসে থাকার পরিবর্তে- কেন এমন কিছুতে নিযুক্ত হচ্ছেন না- যা আপনার উপার্জন ক্ষমতা উন্নত করবে।

ধনুঃ ধনু রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে দিনটি খুব ভাল হবে।

মকরঃ ক্ষণিকের আবেগে তাড়াহুড়ো করে কোন সিদ্ধান্ত নেবেন না, এটি আপনার বাচ্চাদের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

কুম্ভঃকুম্ভ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য একটি কঠিন দিন হবে। এটি আপনার জীবনে অস্থিরতা এবং অনিশ্চয়তার সময়।

মীনঃ কিছু মানসিক চাপ থাকা সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। কিছু বাড়তি পয়সা উপার্জনের জন্য আপনার উদ্ভাবনী চিন্তার ব্যবহার করুন। বন্ধুদের সঙ্গে আপনি স্বাচ্ছন্দ্যদ্য বোধ করবেন। আবেগজনিত ঝামেলা আপনাকে বিপদে ফেলবে। আপনার পথে যারাই আসবেন তাদের প্রতি বিনীত এবং কমনীয় হোন- কেবলমাত্র কিছু নির্বাচিত ব্যক্তিই আপনার ঐন্দ্রজালিক কমনীয়তার পিছনের

আবহাওয়া

আগামী কয়েকদিন দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের কোথাও তাপমাত্রার খুব একটা তারতম্য হবে না, মাঝেমধ্যে ওঠানামা করতে পারে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। উত্তুরে হাওয়া বইছে, তাই বজায় রয়েছে শীতের আমেজ। আগামী কয়েক দিন পশ্চিমের জেলাগুলিতে ১১ থেকে ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। উপকূলের জেলাগুলিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকতে পারে ১৪ থেকে ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। উপকূল ও সংলগ্ন এলাকাতে সকালের দিকে কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে ঘন কুয়াশার কোনও সতর্কবার্তা নেই। শুক্রবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৪.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৩ ডিগ্রি কম।দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় এখন অত্যধিক বেশি ঠান্ডা উত্তরবঙ্গের পাহাড়ে। শীতে কাঁপছে দার্জিলিং ও কালিম্পঙ। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, উত্তরবঙ্গের সমতল ও মালদা-সহ অন্যান্য জেলাতে আগামী কিছু দিন ১৩ থেকে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকতে পারে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। তাপমাত্রার খুব বেশি তারতম্য হবে না।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-ভোর ০৫টা ১১মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫৫মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০১টা ৫৫মনিট এবং রাত ১২টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ০৫মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৪টা ৫৪মনিটে হতে পারে।

পিছিয়ে থাকা মানুষের মাথার উপর পাকা ছাদের ব্যবস্থার উদ্যোগ রাজ্য সরকারের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রাজ্যের শহরাঞ্চলেও আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা মানুষের মাথার উপর পাকা ছাদের ব্যবস্থা করতে উদ্যোগ বাড়াল রাজ্য সরকার। গ্রামাঞ্চলের পাশাপাশি এবার রাজ্যের সমস্ত পুরসভা এলাকাজুড়ে চলবে এই আবাস কর্মসূচি। আরও দেড় লক্ষ বাড়ি নির্মাণে আর্থিক সহায়তা দিতে একযোগে প্রক্রিয়া শুরু করতে চলেছে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের অধীন স্টেট আরবান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সুডা)। শহুরে আবাস যোজনার অধীনে ইতিমধ্যে তিন লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার বাড়ি তৈরি হয়ে গিয়েছে। নির্মাণাধীন আরও এক লক্ষ চল্লিশ হাজার বাড়ি। এর মধ্যেই নতুন দেড় লক্ষ উপভোক্তা বাছাইয়ের প্রক্রিয়ায় নামছে রাজ্য। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, এবারের পর্যায়ে বাছাই ও যাচাই দুটোই হবে আরও কঠোর ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে। আধারের সঙ্গে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সংযুক্তিকরণ বাধ্যতা মূলক করা হয়েছে। একই সঙ্গে নির্দিষ্ট একটি ইউনিফায়েড ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে আবেদন জমা দেওয়ার প্রক্রিয়াও চালু হচ্ছে। উপভোক্তার মোবাইল নম্বর, আধার ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট;এই তিন তথ্য একসঙ্গে মিলে কিনা তা যাচাই করেই ওটিপি যাচাইকরণ সম্পন্ন হবে। বাড়ি নির্মাণের জন্য আগে কোনও সরকারি প্রকল্পের টাকা পেয়েছেন কি না, তাও আধার-ভিত্তিক তথ্য থেকে যাচাই করবে দপ্তর।

নাকা চেকিং পয়েন্টকে সিসিটিভি-র আওতায় রাখতে হবে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচন ঘিরে তোরজোড় ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। কলকাতার উইলিয়ামসন মেগর হলে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের উদ্যোগে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করা হয়। সেখানে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক, যুগ্ম সিইও, উপ-মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক এবং ২২টিরও বেশি এনফোর্সমেন্ট এজেন্সির প্রতিনিধিরা। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার ছ'মাস আগেই এই ধরনের বৈঠক করার নিয়ম রয়েছে। সেই নিয়ম মেনেই এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে অংশ নেওয়া সব দফতরকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে নোডাল অফিসার নিয়োগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের বিজ্ঞপ্তি জারির দিন থেকেই একটি কন্ট্রোল রুম চালু করার কথাও জানানো হয়েছে, যা প্রাক-নির্বাচনী প্রস্তুতির অংশ।

মিডডে মিলের খাবারের পরিবর্তে 'বিস্কুট' কেন ?

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ শিশুদের মিড ডে মিলে রান্না করা খাবারের পরিবর্তে 'বিস্কুট' কেন? হাওড়ার দাসনগরের প্রাইমারি স্কুলে অভিভাবকদের তুমুল বিক্ষোভ। শনিবার সকালে হাওড়া দাসনগরের বালিটিকুরির ওই প্রাথমিক স্কুলে মিড ডে মিল নিয়ে অভিভাবকরা বিক্ষোভ দেখান। এদিন প্রধান শিক্ষিকাকে ঘিরে ক্ষোভে ফেটে পড়েন তাঁরা। অভিযোগ, ওই স্কুলে প্রচুর পরিমাণে চাল এবং ডাল মজুত থাকা সত্ত্বেও রান্না করা খাবার না দিয়ে পড়ুয়াদের ৫ টাকার বিস্কুটের প্যাকেট দেওয়া হচ্ছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা জানান, স্কুলে আগে ছাত্রছাত্রীদের চাল দেওয়া হত। যদি শিক্ষা দপ্তর অনুমতি দেয় তবে মজুত চাল তাদের দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, বালিটিকুরির ওই স্কুলে প্রায় ৪০০ জন ছাত্রছাত্রী এবং ১৪ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছে। এই স্কুলে মিড ডে মিল রান্নার জন্য রাঁধুনি এবং যাবতীয় বন্দোবস্ত থাকলেও প্রতিদিন পড়ুয়াদের জন্য মিড ডে মিল রান্না হয়না বলে অভিযোগ। অভিভাবকদের অভিযোগ, গত কয়েকদিন ধরে সপ্তাহে মাত্র দু'দিন রান্না করা খাবার দেওয়া হচ্ছে। এবং বাকি চারদিন তাদের ৫ টাকা দামের বিস্কুটের প্যাকেট দেওয়া হচ্ছে। শনিবার তাদের বিস্কুটের প্যাকেট দেওয়া হলে অভিভাবকরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তারা স্কুলের প্রধান শিক্ষিকাকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। অফিস ঘরে কার্যত আটকে পড়েন তিনি। অভিভাবকদের অভিযোগ, স্কুলে প্রচুর পরিমাণ চাল এবং ডাল মজুদ থাকা সত্ত্বেও এখানকার রাঁধুনিরা রান্না করেন না। ফলে তাঁদের বাচ্চারা অভুক্ত অবস্থায় থাকে। এদিকে স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাদের একটা বড় অংশই অভিভাবকদের এই দাবি ন্যায্য বলেই মনে করেন। তাঁরা বলেন, মজুত চাল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করা হোক। না হলে চাল খারাপ হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষিকা বলেন, স্কুলের চালের অডিট হয়েছে। আগের মতো পড়ুয়াদের কাঁচা চাল দিয়ে দেওয়া হতে পারে যদি সহ শিক্ষকরা শিক্ষাদপ্তর থেকে অনুমতি নিয়ে আসেন।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের বিরুদ্ধে সংবিধান ও আম্বেডকরের অবমাননার অভিযোগ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের এক অধ্যাপকের বিরুদ্ধে বিতর্কিত মন্তব্যের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ অনুসারে, অধ্যাপক অরূপ ভট্টাচার্য ভারতীয় সংবিধান ও সংবিধান প্রণেতা ডঃ বি. আর. আম্বেডকরের প্রতি অসম্মানজনক মন্তব্য করেছেন। এক ছাত্রীর অভিযোগ, 'ভারতীয় সংবিধান টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে জলে ভাসিয়ে দাও। কে এই বাবাসাহেব আম্বেডকর? আজকের দিনে এই সংবিধানের কোনও মূল্য নেই। তোমরা আন্তর্জাতিক বিভাগের পড়ুয়া, আম্বেডকরের প্রস্তাবনা পড়ে কী করবে!' এমন মন্তব্য তিনি ফোনে শুনেছেন। অভিযোগকারী ছাত্রীর নাম প্রকাশ করা হয়নি। তবে জানা গেছে, তিনি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষের তৃতীয় সেমেস্টারের ছাত্রী। সংবিধান সম্পর্কিত পাঠ্যক্রমের কিছু প্রশ্ন নিয়ে অধ্যাপককে ফোন করলে এই মন্তব্য করা হয়েছে বলে তিনি জানান। ছাত্রীর অভিযোগের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য বলেছেন, 'অভিযোগ পেয়েছি। তবে এই মুহূর্তে বাইরে রয়েছি। সব পক্ষের সঙ্গে কথা বলে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।' বিশ্ববিদ্যালয়ের সূত্রে জানা গেছে, আগামী সপ্তাহে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের একটি বৈঠক ডাকা হয়েছে। সেখানে এ বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা হবে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এ ঘটনা শুধু সংবিধান ও আম্বেডকর নিয়ে অসম্মানজনক মন্তব্যের সীমায় সীমাবদ্ধ নয়। অভিযোগে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে নিয়মিত ক্লাস না করানো, মাঝেমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা, জাতপাত নিয়ে কথা বলা, এমনকী দুর্ব্যবহারেরও অভিযোগ করেছেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের পড়ুয়ারা! ছাত্রীরা জানিয়েছে, এই ধরনের আচরণ শিক্ষার মান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, শিক্ষার্থী,শিক্ষক সম্পর্কের ভিত্তি হলো সম্মান ও নৈতিকতা, যা এই ধরনের মন্তব্যের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

নতুন পরিষেবা কলকাতা পুরসভার, মৃতদেহ সংরক্ষণে ভ্রাম্যমান শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত শবাধার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ঃ মৃতদেহ সংরক্ষণের জন্য এবার থেকে আর তপসিয়ার পিস ওয়ার্ল্ডে ছুটতে হবে না কলকাতাবাসীকে।প্রয়োজনে বাড়িতেই সংরক্ষণ করা যাবে প্রিয়জনের দেহ। শহরবাসীর কথা মাথায় রেখে ভ্রাম্যমান শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত শবাধার পরিষেবা চালু করল কলকাতা পুরসভা। শনিবার এই নতুন পরিষেবার আনুষ্ঠানিক সূচনা হলো। কলকাতা শহরে এমন বহু পরিবার রয়েছে, যাঁদের সন্তানরা কর্মসূত্রে বিদেশে বা ভিন্নরাজ্যে থাকেন। আবার অনেকের নিকট আত্মীয়-স্বজনও শহরের বাইরে থাকেন। কোনও পরিবারের সদস্যের মৃত্যু হলে, প্রবাসে থাকা সন্তান বা আত্মীয়দের ফিরে আসা পর্যন্ত অনেকেই শেষকৃত্য স্থগিত রাখতে চান। সেই সময় শবদেহ সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়। এতদিন পর্যন্ত এই প্রয়োজনে একমাত্র ভরসা ছিল তপসিয়ার পিস ওয়ার্ল্ড। কিন্তু দূরত্ব, পরিবহণের সমস্যা এবং খরচ;সব মিলিয়ে শোকের মুহূর্তে পরিবারগুলিকে চরম ভোগান্তির মধ্যে পড়তে হতো। সেই সমস্যার সমাধান করতেই কলকাতা পুরসভার এই নতুন উদ্যোগ। ভ্রাম্যমান শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত শবাধারের মাধ্যমে মৃতদেহ বাড়িতেই সংরক্ষণ করা যাবে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। শনিবার দুপুর নাগাদ কালীঘাটের কেওড়াতলা শ্মশানে এই পরিষেবার সূচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাসবিহারীর বিধায়ক তথা কলকাতা পুরসভার উদ্যান বিভাগের মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার। তাঁর সঙ্গে ছিলেন পুরসভার একাধিক শীর্ষ আধিকারিক। অনুষ্ঠানে দেবাশিস কুমার জানান, বিধায়ক তহবিলের অর্থে এই পরিষেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি বলেন, 'এই মুহূর্তে একটি ভ্রাম্যমান শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গাড়ির মাধ্যমে পরিষেবা শুরু হচ্ছে। ভবিষ্যতে চাহিদা বাড়লে গাড়ির সংখ্যা বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে।' পুরসভা সূত্রে জানা গেছে, এই পরিষেবা তুলনামূলকভাবে কম খরচে দেওয়া হবে, যাতে সাধারণ মানুষ উপকৃত হন। এর আগে কলকাতা শহরে স্বল্প সময়ের জন্য মৃতদেহ সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল বউবাজারের বো ব্যারাক এবং রফি আহমেদ কিদওয়াই রোডের পিস হাভেনে। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে সেই দুটি জায়গায় এই পরিষেবা বন্ধ রয়েছে। ফলে শহরের বাসিন্দাদের একমাত্র ভরসা হয়ে উঠেছিল তপসিয়ার পিস ওয়ার্ল্ড। নতুন এই পরিষেবা চালু হওয়ায় সেই একচেটিয়া নির্ভরতা অনেকটাই কমবে বলে মনে করছেন পুরসভার কর্তারা।

লোড টেস্টিংয়ে বন্ধ তারাতলা ফ্লাইওভার, ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত যান চলাচলে বিকল্প পথের নির্দেশ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ তারাতলা ফ্লাইওভার লোড টেস্টিংয়ের জন্য আজ শনিবার থেকে আগামী ১৬ ডিসেম্বর মঙ্গলবার পর্যন্ত বন্ধ রাখা হবে। কলকাতা পুলিশ ও পিডব্লিউডি এই তথ্য জানিয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, শনিবার দুপুর ৩৩০ মিনিট থেকে ফ্লাইওভার বন্ধ করা হবে। এটি ১৬ ডিসেম্বর রাত ১১৫৯ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। এই সময়সীমার মধ্যে ফ্লাইওভার ব্যবহার করা যাবে না, এবং যানবাহনকে বিকল্প রাস্তা ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, বেহালা থেকে আলিপুরের দিকে আসা যানবাহনের জন্য করুণাময়ী সেতু ব্যবহার করা হবে। অন্যদিকে, আলিপুর থেকে বেহালাগামী যানবাহনকে দুর্গাপুর সেতু, হাইড রোড এবং নিউ আলিপুর হয়ে চলাচল করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, তারাতলা ক্রসিং এড়িয়ে চলারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ডায়মন্ড হারবার রোডের যানজট কমাতে ২০০৬ সালে তারাতলা ফ্লাইওভারটি নির্মাণ করা হয়। তিন বছরের নির্মাণকাজের পর ২০০৯ সালে এটি উদ্বোধন করা হয়। ফ্লাইওভারটি ৫৪০ মিটার দীর্ঘ এবং কলকাতার গুরুত্বপূর্ণ যানবাহন যাতায়াতের একটি অংশ। ২০১০ সালে ফ্লাইওভারে ফাটল দেখা যাওয়ায় বেহালাগামী অংশটি বন্ধ করা হয়। ২০২২ সালের এপ্রিল মাসেও ফাটল দেখা যায়, তখনও নিরাপত্তার কারণে ফ্লাইওভার বন্ধ রাখা হয়। এবারের লোড টেস্টিং, মূলত সেতুর নিরাপত্তা যাচাই করার জন্য বন্ধ করা হচ্ছে।

খসড়া তালিকা প্রকাশের আগেই ভোটার তালিকা নিয়ে ছড়াল চাঞ্চল্য

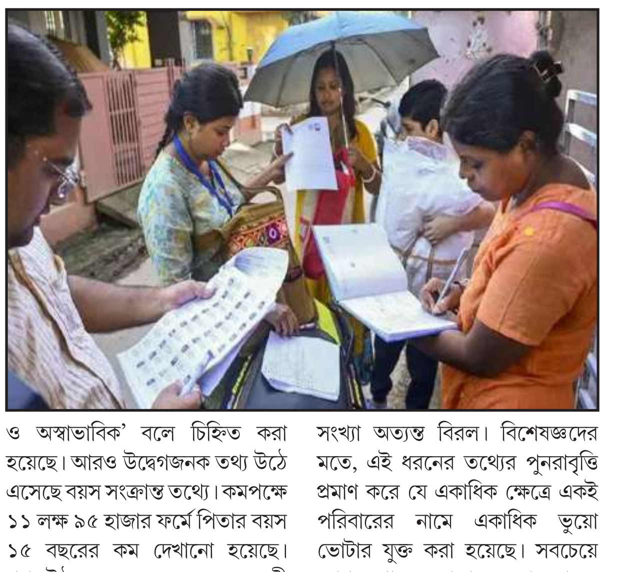

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ কলকাতা রাজ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধনের পর খসড়া তালিকা প্রকাশিত হবে ১৬ ডিসেম্বর। ইতিমধ্যেই ভোটার তালিকা নিয়ে প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। রাজ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন ঘিরে রাজনৈতিক তরজা নতুন নয়। তবে ১৬ ডিসেম্বর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের আগে যে তথ্যগুলি প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছে, তা কার্যত রাজ্য রাজনীতিতে চাঞ্চল্য তৈরী করেছে। নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা পড়া এনুমারেশন ফর্ম বিশ্লেষণ করে যে পরিসংখ্যান সামনে এসেছে, তা শুধু চাঞ্চল্যকর নয় বরং ভোটার তালিকার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েই গুরুতর প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। সবচেয়ে বিস্ময়কর তথ্য, প্রায় ৮৫ লক্ষ ফর্মে 'পিতা' হিসেবে যে নামগুলি উল্লেখ করা হয়েছে, তার বড় অংশই সন্দেহজনক। অর্থাৎ, ওই নামগুলি বাস্তব অস্তিত্বহীন, পুনরাবৃত্ত বা অসংলগ্ন হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। এখানেই শেষ নয় ১৩ লক্ষ ৫০ হাজার এনুমারেশন ফর্মে পিতা ও মাতার নাম একেবারে একই। প্রশাসনিক মহলে এই তথ্যকে 'অসম্ভব ও অস্বাভাবিক' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। আরও উদ্বেগজনক তথ্য উঠে এসেছে বয়স সংক্রান্ত তথ্যে। কমপক্ষে ১১ লক্ষ ৯৫ হাজার ফর্মে পিতার বয়স ১৫ বছরের কম দেখানো হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে ১৫ বছরের কম বয়সী কেউ কীভাবে বাবা হতে পারেন? এই ধরনের তথ্য যে পরিকল্পিত কারচুপির ইঙ্গিত দেয়, তা মানছেন প্রাক্তন নির্বাচন আধিকারিকদের একাংশ। পরিসংখ্যান এখানেই থামে না। তথ্য অনুযায়ী, ২৪ লক্ষ পুরুষ ভোটারের ছয়টি করে সন্তান দেখানো হয়েছে। বাস্তবে জনসংখ্যাগত দিক থেকে এমন সংখ্যা অত্যন্ত বিরল। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের তথ্যের পুনরাবৃত্তি প্রমাণ করে যে একাধিক ক্ষেত্রে একই পরিবারের নামে একাধিক ভুয়ো ভোটার যুক্ত করা হয়েছে। সবচেয়ে চোখ কপালে তোলার মতো তথ্য ৩ লক্ষ ৪৫ হাজার ক্ষেত্রে 'ঠাকুরদা'র বয়স ৪০ বছরের কম। সামাজিক ও জৈবিক বাস্তবতায় যা কার্যত অসম্ভব। নির্বাচন কমিশনের সূত্রে খবর, এই ধরনের অসংগতি সাধারণ ভুল নয়, বরং সুসংগঠিত তথ্য বিকৃতির দিকেই ইঙ্গিত করে। এই সমস্ত তথ্য সামনে আসার পর রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠছে তবে কি এই কারণেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেস শুরু থেকেই এস.আই. আর.-এর বিরোধিতা করে আসছে? শাসকদলের দাবি, এই সংশোধন প্রক্রিয়া 'ভোটারদের হয়রানি' এবং 'গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ'। কিন্তু বিরোধীদের পাল্টা বক্তব্য, এস. আই. আর. না হলে এই ভুয়ো ও অস্বাভাবিক তথ্য কোনও দিনই প্রকাশ্যে আসত না। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, যদি এই বিপুল সংখ্যক ভুয়ো বা ত্রুটিপূর্ণ এন্ট্রি চূড়ান্ত তালিকা থেকে বাদ পড়ে, তবে তার সরাসরি প্রভাব পড়তে পারে রাজ্যের বহু আসনের নির্বাচনী অঙ্কে। বিশেষ করে সীমান্তবর্তী জেলা ও শহরতলির এলাকায় ভোট ব্যবস্থার চরিত্রই বদলে যেতে পারে। এখন সব নজর ১৬ ডিসেম্বরের দিকে। খসড়া তালিকা প্রকাশের পর আপত্তি ও দাবির পর্যায়ে কী কী তথ্য সামনে আসে, তার উপরেই নির্ভর করবে রাজ্যের ভোটার তালিকার ভবিষ্যৎ। তবে এটুকু স্পষ্ট এস.আই.আর. রাজ্যের রাজনীতিতে শুধু প্রশাসনিক প্রক্রিয়া নয়, এক গভীর রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক প্রশ্নচিহ্ন হয়ে উঠেছে।

চার দিন পর সন্দেশখালি দুর্ঘটনায় গ্রেপ্তার দুই, ১২ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সন্দেশখালি দুর্ঘটনার মামলায় অবশেষে গ্রেপ্তার করা হল দুই অভিযুক্তকে। ঘটনার চার দিনের মাথায় শনিবার পুলিশ গ্রেপ্তার করে রুহুল কুদ্দুস তরফদার এবং সুশান্ত সর্দার ওরফে উত্তম সর্দারকে। ধৃতদের এদিন বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, তদন্তের স্বার্থে দু'জনেরই ১২ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানানো হয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, সুশান্ত সর্দার ওরফে উত্তম সর্দার এর আগেও সন্দেশখালির ইডির উপর হামলার ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। বর্তমানে তিনি ওই মামলায় জামিনে মুক্ত ছিলেন। জামিনে থাকা অবস্থাতেই এবার ফের পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলেন উত্তম। অন্যদিকে, রুহুল কুদ্দুস তরফদার সরবেড়িয়া এলাকায় ভাড়া থাকেন এবং মোবাইলের দোকানে কাজ করেন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। পুলিশ জানিয়েছে, উত্তম সর্দারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে পোলেরহাট এলাকা থেকে এবং রুহুল কুদ্দুস তরফদারকে ধরা হয়েছে রাজবাড়ি এলাকা থেকে। তদন্তকারীদের দাবি, এই দুর্ঘটনার পেছনে পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র থাকতে পারে এবং সেই দিকটি খতিয়ে দেখতেই দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। উত্তম সর্দার পরিচিত ছিলেন শেখ শাহজাহানের ঘনিষ্ঠ সহযোগী বা 'ডান হাত' হিসেবে। তিনি উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সদস্য ছিলেন। ইডির উপর হামলার ঘটনার পর রাজনৈতিক চাপ বাড়তে থাকলে তৃণমূল কংগ্রেস তাঁকে ছ' বছরের জন্য দল থেকে সাসপেন্ড করে। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতার রেড রোডের ধর্না মঞ্চ থেকে রাজ্যের মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর সাসপেনশনের ঘোষণা করেন। তৃণমূল থেকে সাসপেন্ড হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সেই দিন বিকেলে উত্তম সর্দার ইডি হামলা মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন।

ডাকাত সন্দেহে উত্তর দুর্গাপুর থেকে গ্রেফতার এক

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর ঃ জয়নগর থানার পুলিশের ধারাবাহিক সাফল্যকে বজায় রেখে জয়নগর থানার আই সি সমরেশ ঘোষের নির্দেশে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জয়নগর থানার পুলিশের বিশেষ টিমের তৎপরতায় শুক্রবার রাতে জয়নগর থানার উত্তর দুর্গাপুর এলাকা থেকে ডাকাত সন্দেহে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতের নাম আবদুর রশিদ মোল্লা (৬৬), বাড়ি জয়নগর থানার রামকৃষ্ণপুর এলাকায়। ধৃত কে শনিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।

বেআইনি মদ বিক্রির অভিযানে দঃ বারাসতে গ্রেফতার ১

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর ঃ বেআইনি মদ বিক্রির উপর অভিযান চালাচ্ছে জয়নগর থানার পুলিশ। আর জয়নগর থানার আই সি সমরেশ ঘোষের নির্দেশ মেনে বেআইনি মদ বিক্রির অভিযানে নেমে শুক্রবার রাতে জয়নগর থানার দক্ষিন বারাশত এলাকা থেকে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। ধৃতের নাম দেবু কুমার কয়াল (৪২), বাড়ি জয়নগর থানার হরিনারায়ণ পঞ্চায়েতের সরিষা সরদার পাড়া এলাকায়। ধৃতকে শনিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে জয়নগর থানার পুলিশ।

দু'দিন ব্যাপী 'মেগা ম্যাজিক ফেস্টিভ্যাল ২০২৫'এর উদ্বোধন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া ঃ হাওড়ায় দু'দিন ব্যাপী 'মেগা ম্যাজিক ফেস্টিভ্যাল-২০২৫'এর উদ্বোধনে বিশ্বখ্যাত জাদুকর পি সি সরকার (জুনিয়র)। এই জাদু উৎসবে সারা দেশ থেকে প্রায় দুই শতাধিক জাদুকর অংশ নিয়েছেন বলে জানা গেছে। 'হাওড়া ম্যাজিক সার্কেল' এর উদ্যোগে ১৩ ও ১৪ ডিসেম্বর '২৫, দু'দিন ব্যাপী 'মেগা ম্যাজিক ফেস্টিভ্যাল-২০২৫' এর শুভ সূচনা হয় শনিবার সকালে হাওড়ার শরৎ সদনে। শুধু বাংলার নয়, বাংলার বাইরের বিভিন্ন রাজ্য থেকেও প্রায় দুই শতাধিক জাদুকর এবারের এই মেগা ম্যাজিক ফেস্টিভ্যালে অংশ নিয়েছেন। এদিন অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বিশ্বখ্যাত জাদুকর পি সি সরকার (জুনিয়র)। উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন জাদুকর জে পি ব্যানার্জি, জাদুকর পঞ্চানন ঘোষাল, জাদুকর বিজয় জয়সোয়াল, জাদুকর বি কুমার সহ অন্যান্যরা। এবারের ফেস্টিভ্যালে জাদু নিয়ে আলোচনা, জাদু বিষয়ক বক্তৃতা, জাদু প্রতিযোগিতা, জাদু'র সামগ্রী নিয়ে স্টল ও জাদু প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। শনিবার সন্ধ্যায় ছিল 'গ্র্যান্ড গালা ম্যাজিক শো'। দ্বিতীয় দিন রবিবারের অনুষ্ঠান রয়েছে যোগেশচন্দ্র গার্লস স্কুলের অডিটোরিয়ামে। এদিন প্রথম দিন শরৎ সদনের অনুষ্ঠান কক্ষের বাইরে ছিল জাদু বিষয়ক একাধিক স্টল। হাওড়া ম্যাজিক সার্কেলের যুগ্ম সম্পাদক জাদুকর বি. কুমার বলেন, বাংলার ম্যাজিকের যে সুনাম তা অক্ষুণ্ণ রাখতেই এই ম্যাজিক ফেস্টিভ্যালের আয়োজন। বিভিন্ন রাজ্য থেকে জাদুকরেরা এসেছেন। কত ধরনের যে ম্যাজিক হয় তা দর্শকদের সামনে তুলে ধরতেই আমাদের এই প্রয়াস। এবার প্রায় দুই শতাধিক জাদুকর বিভিন্ন রাজ্য যেমন - বাংলা, অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা, দিল্লি, গুজরাট, ঝাড়খণ্ড, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, অসম থেকে এই ম্যাজিক ফেস্টিভ্যালে অংশগ্রহণ করেছেন। এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তাঁর বক্তব্যে পি সি সরকার (জুনিয়র) বলেন, 'জাদু কোনও শিল্প নয়, জাদু শিল্পের মাত্রা। প্রত্যেকে সকলেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে এক একজন জাদুকর। আর ম্যাজিক হল বিজ্ঞান।'

বাড়ি তৈরির বাঁধা বাঁশের ভাড়া থেকে পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বাড়ি তৈরির জন্য বাঁধা হয়েছিল বাঁশের ভারা। আর সেখান থেকেই নিচে পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হল এক রাজমিস্ত্রির। শনিবার বিকেলে ওই দুর্ঘটনা ঘটে। বিহারের বাসিন্দা ওই রাজমিস্ত্রির নাম দীনেশ যাদব (২৮)। এদিন হাওড়ার দাসনগর থানার অন্তর্গত বালিটিকুরি এলাকায় তিনি বাড়ি তৈরির কাজ করছিলেন। তাঁর এক সহকারী জানান, বাড়ি তৈরির জন্য ভারা বাঁধা হয়েছিল। সেখান থেকেই নিচে পড়ে যান দীনেশ। দ্রুত তাঁকে হাওড়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার তদন্তে নেমেছে দাসনগর থানার পুলিশ।

উন্মোচন হয়ে গেলো মেসির ৭০ ফুট মূর্তি

দুরন্তবার্তা, সমীর দাস কলকাতা - সারা বিশ্বে এই প্রথম উন্মোচিত হলো লিওনেল মেসির ৭০ ফুট মূর্তি। ভার্চুয়ালি সেই মূর্তি উন্মোচন করে আপ্লুত ফুটবলের ভগবান। তিনি অবশ্য বহু আগের থেকেই জানেন কলকাতা আসলে ফুটবলের শহর। প্রাথমিকভাবে ঠিক ছিল, তিনি নিজে গিয়ে উন্মোচন করবেন। কলকাতা থেকে হায়দরাবাদের বিমান ধরতে বিমানবন্দরে যাওয়ার পথে লিওনেল মেসির লেক টাউনে দাঁড়ানোর কথা ছিল। সেখানেই যে তৈরি হয়েছে গোটা বিশ্বে মেসির সর্বোচ্চ মূর্তি! উচ্চতা? ৭০ ফুট! মেসির কলকাতা সফরকে স্মরণীয় করে রাখতে বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী সুজিত বসুর উদ্যোগে যে মূর্তি তৈরি হয়েছে লেক টাউনে। বিগ বেনের ঠিক পাশে। আর এক পাশে দিয়েগো মারাদোনার মূর্তি। যে মূর্তি উন্মোচন করেছিলেন ফুটবলের রাজপুত্র মারাদোনা স্বয়ং। উদ্যোক্তাদের তরফে জানানো হল, নিরাপত্তাজনিত কারণে মেসি লেক টাউনে যেতে পারছেন না। তবে তিনিই মূর্তি উন্মোচন করেছেন। ভার্চুয়ালি। এভাবেই কলকাতা প্রমাণ করলো যে গুণীর কদর করতে জানে কলকাতা। শনিবার সকালে ঘড়িতে তখন সাড়ে আটটা। লেক টাউনে গিয়ে দেখা গেল, মেসির সুউচ্চ মূর্তি নীল কাপড়ে ঢাকা। চারপাশে থিকথিক করছে ভিড়। ফুটবলপ্রেমী, অত্যুৎসাহীরা তখনও জানতেন না যে, মেসিকে নিরাপত্তাজনিত কারণে সশরীরে আসার অনুমতি দেয়নি পুলিশ। শুনে অনেকের মন খারাপ হল। তবু মেসির মূর্তি দেখার আগ্রহ কমল না। সকাল ১০টা নাগাদ মেসি বাইপাস সংলগ্ন হোটেলে বসেই ভার্চুয়ালি মূর্তির উন্মোচন করলেন। আবেগের বিস্ফোরণ ঘটল শহরে। মেসির সঙ্গেই কলকাতায় এসেছেন আর্জেন্তিনার বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য রদ্রিগো দি পল ও উরুগুয়ের তারকা, মেসির ঘনিষ্ঠ বন্ধু লুইস সুয়ারেজ। কলকাতার উন্মাদনার ছবি দেখে তাঁরাও উচ্ছ্বসিত বলেই জানানো হল সংগঠকদের তরফে।

জয়নগরে তৃণমূলের শীতকালীন চায়ের আড্ডা ও রাজনৈতিক আলাপচারিতা

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর ঃ আর কয়েকমাস পর বিধানসভার নির্বাচন। একদিকে এস আই আরের কাজ চলছে অন্যদিকে ভোটের প্রস্তুতির কাজ ও জোর কদমে চলছে শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের। একদিকে এস আই আরের প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন চলছে তো অপরদিকে সংগঠন বাড়ানোর লক্ষে একাধিক কর্মসূচির কাজ চলছে। আর ডিসেম্বর মাসের প্রবল শীতের মধ্যেই জয়নগর ২ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে শুক্রবার রাতে জয়নগর ২ নং ব্লকের বকুলতলা থানার জয়নগর বিধানসভার ফুটিগোদা গ্রাম পঞ্চায়েতের তুলসিঘাটার কালিকা সিনেমাহল ময়দানে চায়ের আড্ডা ও রাজনৈতিক আলাপচারিতা হয়ে গেল। এদিনের চায়ের আড্ডা ও আলাপচারিতায় উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ হাসনাবানু শেখ, জয়নগর ২ নং ব্লকের তৃনমূল নেতৃত্ব লড়াকু নেতা মতিউর সেখ, জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান রথীন কুমার মন্ডল, প্রাক্তন সেনা কর্মী সালাউদ্দিন শেখ, বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মতিবুর রহমান লস্কর, দক্ষিণ বারাশত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপ প্রধান অরুণ নস্কর, সঞ্জয় বায়েন, ছুপান গাজী, বুদ্ধিশ্বর নাটুয়া, শম্পা হালদার, গৌর সামন্ত, লতিফ লস্কর, প্রবীর মন্ডল সহ আরো অনেকে। এদিন চায়ের চুমুকে মুখ দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের বর্ণনা তুলে ধরলেন বক্তারা। পাশাপাশি এস আই আরের নামে বিজেপির ঘৃণ্য চক্রান্ত কি তার ওপর ও আলোকপাত করা হয়। আবাস যোজনা নিয়ে দলের ভিতর ও বাইরে কেউ দুর্নীতি করলে কড়া হাতে আটকানোর হুশিয়ারী দেওয়া হয়। চা ও সিঙারা যোগে এদিন রাতের চায়ের আড্ডা শেষ হয়। তৃণমূলের নিচু তলার সংগঠন আরো মজবুত করতে, সরকারি সুবিধা সাধারণ মানুষ কি কি পায় তা দেখতে প্রতিটা বুথে এরকম চায়ের আড্ডা আগামী দিনে আরও হবে বলে এদিন জানালেন জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ হাসনাবানু শেখ। পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীদেরকে বিপুল ভোটে জয়ী করানোর আহবান জানানো তিনি। জয়নগর ২ নং ব্লক তৃনমুল কংগ্রেসের লড়াকু সৈনিক মতিউর শেখ তৃনমূল কর্মীদের বিপদে আপদে পাশে থাকার বার্তা দিলেন। এদিনের এই চায়ের আড্ডা ও আলোচনা সভায় হিন্দু ও মুসলিম ধর্মের মানুষেরা এক হয়ে সম্প্রতির বার্তা দিলেন।

নার্সিং ট্রেনিং স্কুলের শতবর্ষ অনুষ্ঠান সিঙ্গুরে

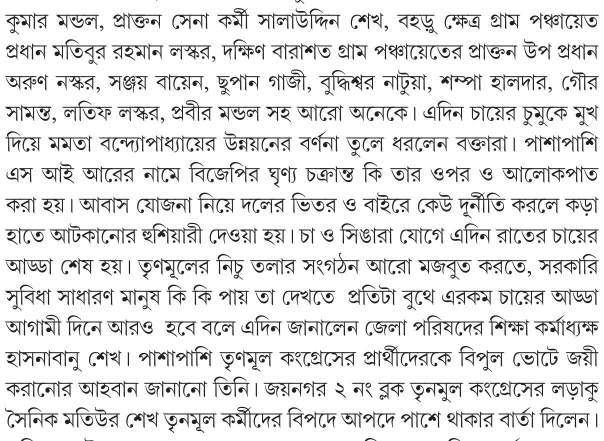

দুরন্তবার্তা, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, সিঙ্গুর, হুগলি ঃ রাজ্যের আপামর জনগণের কাছে স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিশেষ করে গর্ভবতী মহিলা ও শিশুদের পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজ্যের মধ্যে হুগলির সিঙ্গুরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ডাক্তার হরেন্দ্র কুমার মুখার্জি মেমোরিয়াল নার্সিং ট্রেনিং স্কুল। আজ সেই ট্রেনিং স্কুলের শতবর্ষ অনুষ্ঠান ডাক্তার বাবু এবং স্বাস্থ্য সেবিকাদের সমন্বয়ে এক ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হলো। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুরু হয়। উপস্থিত ছিলেন হেলথ সার্ভিসের ডাইরেক্টর ডাক্তার স্বপন সরেন, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষি বিপণন ও পঞ্চায়েত দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না হরিপালের বিধায়িকা ডাক্তার করবি মান্না, নার্সিং এর জয়েন্ট ডাইরেক্টর ঝরনা দাস, হুগলি জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক মৃগাঙ্ক মৌলি কর, হেল্‌থ নার্সিং-এর আধিকারিকরা সহ নার্সিং স্কুলের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রী ও শিক্ষিকারা। উল্লেখ্য রাজ্যের মধ্যে সিঙ্গুরে এই শতবর্ষের নার্সিং ট্রেনিং স্কুল থেকে বহু নার্সিং পড়ুয়ারা পাস করে চাকরি পেয়েছেন। এই ঐতিহ্যপূর্ণ নার্সিং ট্রেনিং স্কুল রাজ্য তথা হুগলি জেলার গর্ব।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ১৪ সংখ্যা, রবিবার ২৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

মংপুতে মৈত্রেয়ী দেবী

মংপুতে গল্প করার সময় মৈত্রেয়ী দেবীকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন লোকে জানে আসলে তিনি শৌখিন বড়লোক,অথচ তাঁর সংসারে বাবুয়ানার কিছু ছিল না।সংসার চালানোর জন্য ২০০-২৫০টাকা স্ত্রী'র হাতে তুলে দিতেন, কাজ বলতে শুধুমাত্র সেটাই তিনি করতেন বাকিটা দিব্যি সামলে নিতেন জায়া মৃণালিনী। সুগৃহিণী বলতে যা বোঝায় তিনি ছিলেন ঠিক তেমন মানুষ,সবাইকে নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করতেন,বউদের সাজাতেন কিন্তু নিজে সাজতেন নাঙ্ঘ 'বিশ্বভারতী' গড়ার সময় কবির ঋণ অনেক বেড়ে যায় নিজের সহধর্মিণীর গয়নায় পর্যন্ত হাত পড়েছিল,যখন প্রয়োজন হয়েছে তখন গায়ের থেকে একটি করে গয়না খুলে দিয়েছেন কবি পত্নী, তিনি রবীন্দ্র জীবন,ঠাকুরবাড়ি,শান্তিনিকেতন সর্বত্র মিশে আছেন ফুলের সুরভির মত,দেখা যায় না,অনুভবে মন ভরে যায়। খাদ্যবিজ্ঞান' নামের বইটা সেদিন রবীন্দ্রনাথ সারাদিন পড়ছেন। মংপুতে মৈত্রেয়ী দেবীর আতিথেয়তায় ,কথার ফাঁকেই বলেছিলেন আসলে তিনি দিশি খাবার যেমন খৈ,মুড়ি,নারকোলের ভক্ত তেমন বিশ্বকবি হলেও বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগ, ভালবাসা,টান,অনুভব করেন। রবীন্দ্রনাথ সর্বদা চেয়েছেন বউদির চোখে নিজেকে দামি করতে,মনে মনে ভেবেছেন কিভাবে তিনি এমন হবেন যেখানে দেবরের দোষ পাবে না নতুন বৌঠানঙ্ঘ একথা কবি যখন বোঝার মত করে বুঝেছেন,ততদিনে কাদম্বরী হারিয়ে গেলেন না ফেরার দেশে,আকাশের তারা হয়ে। মংপুতে একদিন গল্পের প্রসঙ্গ উঠেছিল সুক্ত, রবীন্দ্রনাথ বললেন মেদিনীপুরের বাবুর্চিরা কি আর সুক্তো রাঁধতে জানে, কচুর মুড়কি খেয়েছিলেন কয়েকদিন আগে কিন্তু তাঁর ভালো লাগে নি, অথচ তাঁর নতুন বৌঠান অর্থাৎ কাদম্বরী দেবীর রান্না যে অমৃতসম সেকথা উল্লেখ করতে ভুলে গেলেন না। বরং মৈত্রেয়ীদের উদ্দেশ্য বলেছেন 'দিশি খাবারের দিকে আমার একটা ঝোঁক আছে,খৈ,মুড়ি,নারকোল এই আমার ভাল লাগে,আর তোমাদের চাই চীস,বিস্কুট,এগস এন্ড বেকন সারডিন আর সামন আর কত বলব'। স্বভাবসুলভ ভঙ্গিমায় দিশি খাবার ও বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর অনুরাগের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েও মৈত্রেয়ী দেবীর সঙ্গে কবি রসিকতার সুযোগ ছাড়েন নি,বলেছিলেন ক্ষ্ণদেখ সায়েন্স আমার খুব ভাল লাগে,আর তোমাদের খালি ভাল লাগে রোম্যান্টিক জিনিস।। মংপুতে আরেক দিন দুপুরবেলা সেদিন কবি লিখেছিলেন 'পরিচয়'কবিতা, পরে প্রকাশিত হয়েছিল সানাইতে,কম-বেশি পাঁচ থেকে ছয়বার লিখেছেন,যতবার লিখেছেন ততবার কিছু না কিছু পরিবর্তন করেছেন, সাধারণত তিনি একবার লিখে কিছু ছেড়ে দিতেন না,ঘষা,মাজা,কাঁটা, ছাঁটার কাজটা নিরন্তর চলতঙ্ঘপ্রত্যেকবার কপি করতেন আর একটি করে শব্দ বদলাতেনঙ্ঘ মৈত্রেয়ী দেবীকে শোনাবেন 'পরিচয়',বললেন- 'স্থির হয়ে বসে পড়ো'। কবির লেখা পরিবর্তিত হয়েছে চোখে পড়েছিল লেখিকার,রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলেছিলেন- 'অন্যকে কপি করতে দিলে এই বড় মুশকিল হয় প্রত্যেকবার লেখার সময় মনে পড়ে কোনটা কেন ঠিক শোনাচ্ছে না,অন্য কেউ লিখে দিলে তাই সে সুযোগ পাওয়া যায় না'। মৈত্রেয়ী দেবী পশম আর কাঠি দিয়ে কিছু বুনতেন বলে কবি প্রশ্ন করেছিলেন সুপরি কাটা উঠে গিয়েছে কিনা,আর সেই বিষয়েও অনবদ্য স্মৃতি রোমান্থনঙ্ঘকাদম্বরী দেবী তাঁর স্নেহের দেবরকে উদ্দেশ্য করে বলতেন 'রবি কি চমৎকার সুপুরি কাটে,রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, আসলে কাজ আদায়ের ফন্দিঙ্ঘ তিনি যে সুপরি কাটায় একদম উন্নতি করতে পারেন নি সেকথা বলতে যেমন ভুলে যান নি,তেমন ভোলেন নি বলতে, নতুন বৌঠানকে বাড়িতে না দেখতে পেলে তিনি ভারি দুঃখ পেতেন,বৌঠান অবশ্য বলতেন 'বাঃ,তোমার জন্য কি আমি আত্মীয়তা,লৌকিকতা ছেড়ে দেব নাকি'?

অভিনেতা অশোক কুমার

প্রচণ্ড হাঁপানির টান। চিত্র পরিচালক তপন সিংহ ভাবছেন দাদামনিকে ছাড়া কিভাবে শ্যুটিং চালু রাখা যায়। দ্বিতীয় দিন ভোরবেলায় শ্যুটিয়ের তোড়জোড় শুরু হয়েছে। হঠাৎ করেই আবির্ভাব অশোককুমারের। ডাক্তারের নিষেধ উপেক্ষা করেই তিনি ছবির কাজ করবেন, একরোখা মনোভাব। তপন সিংহকে দাদামনির স্পষ্ট কথা হয় কাজ করতে দাও না হলে বোম্বেতে পাঠিয়ে দাও। সেদিন তিনি সত্যিই শুটিং করলেন প্রচণ্ড হাঁপানির টানে তাঁর বুক হাপরের টানে ওঠানামা করছে। কিন্তু ক্যামেরা চালু হলে তাঁর কষ্ট কোথায় মিলিয়ে গেল। মুখে সেই মিষ্টি হাসি। চোখের সঙ্গে দৃষ্টি দিয়ে নিপুণ অভিনয় করলেন। শটের শেষে বললেন শিগগির একটা চেয়ার দাও আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। ধীরে ধীরে কাজের মধ্যে তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন। হ্যাঁ অনেকেই জানেন না অশোককুমার একজন জাত অভিনেতা শুধু নন তিনি নানা গুণের একজন মানুষ। খুব ভাল ছবি আঁকতে পারতেন। তাঁর আঁকা অজস্র অয়েল পেন্টিং আছে। সাত আটখানা গাড়ি ছিল দাদামণির ,শুধু তিনি গাড়ির মালিক নন প্রতিটি গাড়ির ইঞ্জিন সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিবহাল ছিলেন। গাড়ি খারাপ হলে নিজে দাঁড়িয়ে মিস্ত্রি দিয়ে ঠিক করাতেন। হ্যাঁ আরও একটা গুণ তিনি পয়লা নম্বরের শৌখিন শব্দযন্ত্রী। আট- দশটা নানা সাইজের টেপরেকর্ডার নিয়ে কত পরীক্ষা নিরীক্ষা করতেন। জীবন কে তিনি নিবিড় ভাবে ভালবেসেছেন। জীবনের মূল্যবান সময় এতটুকু নষ্ট হতে দেননি। যতদিন বেঁচে ছিলেন প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা এ এক পুরুষ। তপন সিংহ পরচালিত ছবি ' হাটে- বাজারে' রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক পায়। সেই খবর টেলিফোনে দাদামণিকে জানালে তিনি খুব খুশি হয়ে বলেছিলেন, আজ জমিয়ে সেলিব্রেট করব।' তবে সেলিব্রেট বলতে অশোককুমার ও তাঁর ছোট মেয়ে ও তপন কুমার গাড়িতে মেরিন ড্রাইভে ঘন্টাখানেক চক্কর দেওয়া। স্টিয়ারিং স্বয়ং দাদামনির হাতে।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

মানব সেবা ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব সেবা ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথে বসবাস করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে শুরু করবে। জীবনকে শক্তিশালী করতে হবে। মনে শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। ধমনীতে শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। তার জন্য মা ভবতারিণীর কাছে গিয়ে ধ্যান করে শক্তি অর্জন করতে হবে। মানসিক শক্তি অর্জন করতে হবে। আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে।

রামকৃষ্ণ দর্শন

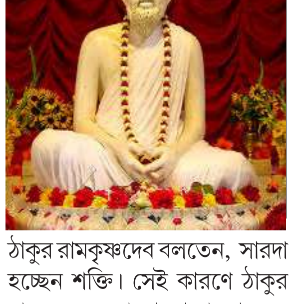

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, সারদা হচ্ছেন শক্তি। সেই কারণে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মা সারদা পুজো করে থাকেন। বেলুড় মঠে কুমারী পুজোর আয়োজন করা হয়ে থাকে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে মাতৃপুজো। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে। যিনি জ্ঞানী তাদের ধন উপার্জন করতে আলাদা করে উদ্যোগী হতে হয় না। ধন আপনা থেকে তার কাছে এসে ধরা দিয়ে থাকে। জ্ঞানই ধন উপার্জনের পথটাকে খুলে দেয়। মনের শক্তিটাকে খুলে দিতে হয়। মানব ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথকে অবলম্বন করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে থাকবে। জীবনকে শক্তিশালী করতে হবে। তার জন্য মায়ের ধ্যান করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত হোক। মাই হচ্ছেন আসল শক্তির আধার। তিনি সবাইকে শক্তি দান করে থাকেন। মা ভবতারিনী হচ্ছেন শক্তির আধার। তাকে অবলম্বন করে এগোতে পারলে জীবন স্বার্থক

'দাদা ঠাকুর'কে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস খুবই সম্মান দিয়ে 'জঙ্গিপুর সংবাদ' ক্রয় করতেন

রবীন্দ্রকুমার শীল

সুভাষ চন্দ্র বোসকে দাদা ঠাকুর খুবই ভালোবাসতেন। দাতা ঠাকুরের সবচেয়ে বড় ক্রেতা ছিলেন সুভাষ চন্দ্র বোস। তখন তিনি নেতাজি হহনি। কলকাতার মেয়র ছিলেন। কলকাতার পুরসভার রাস্তা. দাঁড়িয়ে দাদাঠাকুর তাঁর পত্রিকা 'জঙ্গিপুর সংবাদ' বিক্রির করতেন। আর সেই টাকা দিয়ে তিনি আবার পত্রিকা প্রকাশ করতেন। সুভাষ বোস বাংলার

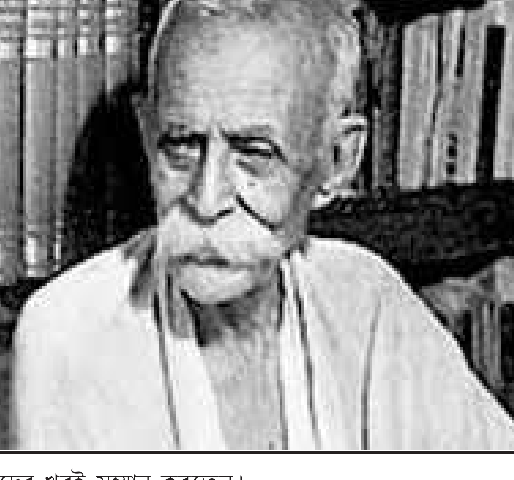

কবিদের খুবই সম্মান করতেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, দাদা ঠাকুরকে কবির সম্মান দিয়েছিলেন। ইংরেজরা দাদা ঠাকুরের কিছুই করতে পারতো না। কারণ তিনি বকলমে সব কিছু লিখতেন।

'কলকাতার ভুল'। এই গানকে বিখ্যাত করে তুলেছিলেন নলিনীকান্ত সরকার। তিরিশের দশকের শেষদিকে একবার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে দিলীপকুমার রায়ের সংবর্ধনা সভায় নলিনীকান্ত গাইলেন এই গান - মরি হায় রে,/ কলকাতা কেবল ভুলে ভরা/... আমি মুর্গিহাটায় চুপ করে যাই/ কিনতে রামপাখি,/ দেখি সারি সারি স্টেশনারি/ আসল জিনিস ফাঁকি/...নাইকো হাতি নাইকো বাগান/ হাতিবাগান বলে, / বাদুড়বাগানেতে দেখি/ বাদুড় নাহি ঝোলে।'

সেদিন দর্শকাসনে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ নাকি ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন এই গানের। একবার দিলীপকুমার রায়ের আমন্ত্রণে থিয়েটার রোডে তাঁর মাতুলালয়ে গেছেন তিনি । সেখানে আসরেও গাইলেন 'কলকাতার ভুল'। গান শুনে শ্রোতাদের একজন বললেন, এই গানে থিয়েটার রোডের নাম নেই তো। তিনি সঙ্গে সঙ্গে গেয়ে উঠলেন - 'থিয়েটার রোডে যে দেখি/ থিয়েটার তো নাই হায়/ তবে থিয়েটারের সাধ মেটালো দিলীপকুমার রায়।' সাধে কি তাঁকে 'বাংলার শেষ কবিয়াল' বলে ডাকত লোকজন। চিনতে পারলেন এই মানুষটি কে?

আজকাল অনেকেরই শুনি জীবনকাহিনী নিয়ে সিনেমা হচ্ছে। বায়োপিক না কি যেন বলে ! এ ব্যাপারে পথিকৃৎ বোধহয় বাংলার শরৎচন্দ্র পন্ডিত, দাদাঠাকুর নামেই যিনি বিশেষ পরিচিত।

জীবদ্দশাতেই তাঁর জীবন নিয়ে চলচ্চিত্র হয়েছে। অসাধারণ জনপ্রিয় সেই চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছিলেন শ্রদ্ধেয় ছবি বিশ্বাস, গান গেয়েছিলেন বাংলা গানের জগতে কিংবদন্তি গায়ক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। এই চলচ্চিত্র মুক্তি পাওয়ার পরে দাদাঠাকুর সরস ভঙ্গিতে অভিনেতা ছবি বিশ্বাসকে বলেছিলেন, ' ছবি, তুমি আমাকে জীবন্ত অবস্থায় ছবি বানিয়ে দিলে!'

বাংলা কবিতায় প্যালিন্ড্রম রচনায় দাদাঠাকুরের প্রতিভা তর্কাতীত। একটি পঙক্তির বাম দিকে থেকে এবং ডান দিক থেকে পড়লে একই শব্দ গঠিত হওয়াকে ইংরেজিতে প্যালিণ্ড্রম বলে। দাদাঠাকুরের রচনায় দেখা যায় , 'রাধা নাচে অচেনা ধারা/ রাজন্যগণ তরঙ্গরত নগন্য জরা/ কীলক সঙ্গ নয়নঙ্গ সকল কী?/ কীর্তন মঞ্চ পরে পঞ্চম নর্তকী'। এই পঙক্তিগুলি বামাবর্ত এবং দক্ষিণাবর্তে একই পাঠ হয়। অন্য একটি প্যালিনড্রম হল;'থাক রবি কবির কথা/ বিরহে রাধা নয়ন ধারা হেরবি।'

দাদাঠাকুরের অত্যন্ত স্নেহভাজন ও প্রিয় ব্যাক্তি ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। কিন্তু দাদাঠাকুর সামনাসামনি এলেই সুভাষচন্দ্র খুব সজাগ থাকতেন। কারণ কোন কথার সূত্র ধরে দাদাঠাকুর যে কি রসিকতা করে বসবেন, তা বিলক্ষণ জানতেন সুভাষচন্দ্র বসু। একদিন দাদাঠাকুর সুভাষচন্দ্রকে বলেন, 'দেখো সুভাষ, আমার মনে হয় তুমিই বিদেশীদের তাড়াবে।' সুভাষচন্দ্র হেসে বলেন, 'কি করে বুঝলেন, দেশে আরো অনেক নেতাই আছেন।' দাদাঠাকুর বলেন, 'তা অবশ্য আছে .. তবে তোমার ঠোক্করটাই ইংরেজদের তাড়াবে। কারণ তোমার নামের প্রথমে 'সু' আবার শেষে 'সু' .. এই দুই জুতোর ধাক্কা ওরা সামলাতে পারবে না .. ওরা পালাবে।'

প্রিয় সুভাষের জন্মদিনে দাদাঠাকুর কৌশলে এক কবিতা লিখেছিলেন, যা আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ২৩-১-৪৬ তারিখে। এই কবিতায় একটা ব্যাপার পরিষ্কার যে গান্ধী দ্বারা সুভাষের বহিষ্কার বা বামেদের বেইমানি - কোনওটাই দাদাঠাকুর মেনে নিতে পারেননি। কবিতা -'মনের মানুষ অনেক পেয়েছি শুনেছি অনেক দেখেছি কত । মাতামাতি করি যা তা করিয়াছি গতানুগতিক লোকের মত ।। আজীবনকাল বাজী দেখাইল বাজীকর দল সাফাই হাতে। অসুস্থ করিল বসুমতী মায়ে অসুর স্বভাব চোর ডাকাতে ।। এ ভাতরভূমি শোভার আধার অভাব এদেশে ছিল না কিছু । বিষ ঢালি এতে শেষ করিবারে পাষণ্ড দল লাগিল পিছু ।।

সুচতুর যত কুচক্রী-কপট সূচ হয়ে ঢুকে হইল ফাল। ইন্দ্রজালবলে চন্দ্রদেব সাজি কেন্দ্রমাঝে পশে রাহুর পাল ।। অবরুদ্ধ নর সব নিজগৃহে ধীবরের জালে যেমন মীন। অসুবিধা ভোগে বসুধা মাঝারে অসুখী মানব অধীন দীন ।।'

বাংলা ১২৮৮ বঙ্গাব্দের ১৩ই বৈশাখ (ইং ১৮৮১ সাল ২৭শে এপ্রিল) বীরভূম জেলার নলহাটী থানার শিমলান্দি গ্রামে মামারবাড়ীতে 'দাদাঠাকুরে'র জন্ম। তাঁর আসল নাম শরৎচন্দ্র পণ্ডিত। অবশ্য 'পণ্ডিত' তাঁর পূর্ব-পুরুষের পাওয়া উপাধি। কথাশিল্পী লেখক শরৎচন্দ্রের মতো তাঁরও পদবি হ'ল চট্টোপাধ্যায়। যদিও তাঁর পূর্বপুরুষের মতো তিনিও নামের শেষে 'পণ্ডিত' লিখতেন। পরবর্তী সময়ে এই শরৎচন্দ্র পণ্ডিত হয়ে উঠলেন সকলের প্রিয় 'দাদাঠাকুর'। দাদাঠাকুর ছিলেন আপাদমস্তক বাঙালি। তাঁর পরিবারের অভাব ছিল, অনটন ছিল। কিন্তু কখনও কারও কাছ থেকে সামান্য দান গ্রহণ করেননি। এমনকি শিক্ষিত হয়েও চাকরির প্রতি তার সামান্য আকর্ষণ ছিল না। এ বিষয়ে কাকা রসিকলালের উপদেশ মেনে চলতেন। রসিকলাল ভাইপো দাদাঠাকুরকে বলতেন 'It is better to starve than serve'. সুতরাং স্বাধীন কিছু করতে হবে এটাই ছিল দাদাঠাকুরের মানসিকতা। সকলকেই তিনি এই উপদেশ দিতেন। ইংরেজ সরকারের অধীনে চাকরি করাকে তিনি দাসত্ব বলে মনে করতেন। বাংলা ভাষার বিকৃতি তিনি কখনওই মেনে নিতে পারেননি। তাঁর রচনার অন্যতম প্রসাদগুণ হল প্রচলিত মাতৃভাষাকে অবিকল ব্যবহার করা। বাঙালী বাবুদের অকারণ ইংরেজিয়ানাকে তিনি তীক্ষ্ণ ভাবে আক্রমণ করেছেন। একটি গানে বলেছেন, 'বাজিয়ে বীণা নতুন তানে/ বর্দ্ধমান আজ বার্ডোয়ানে/ চুঁচুড়ার অদৃষ্টে ছিল চিনসুরার সুরাতে ভাসা/ ভেবেছিল কেউ কি কবে/ মেদিনীপুর মিডনাপো হবে/ কাঁথির মাথায় লাথি মেরে কন্টাই-এ করবে কোণঠাসা। 'জঙ্গীপুর সংবাদ' নামে এক সাপ্তাহিক পত্রিকায় সবরকম অন্যায়কে আঘাত করতেন তিনি। তাঁর সম্পাদিত আরেকটি পত্রিকা ছিল 'বিদূষক';রঙ্গব্যঙ্গের ভাষায় সেখানেও সত্যকে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। বোতলের আকারে এক একটি সঙ্কলন মাঝে মাঝে প্রকাশ করতেন, নাম ছিল 'বোতলপুরাণ'।

কাকার শেখানো পথে আজীবন জুতোই পরেননি কোনওদিন। স্কুলে গেছেন খালি পা, কলেজে গেছেন খালি পা, কলকাতায় থেকেছেন ঘুরেছেন খালি পা, দিল্লীতে গিয়েছিলেন তাও খালি পা। গায়ে একটা সাদা থান ধুতি ও সুতির চারদ, বগলে ছাতা - এই ছিল তাঁর চিরাচরিত পোষাক।

ডক্টর বিধান রায়ের মতই দাদাঠাকুর এমন একজন বাঙালি যার জন্ম মৃত্যু একই দিনে উ জন্মেছিলেন ১৮৮১ সালে ২৭শে এপ্রিল, মারাও গেলেন ঐ একই দিনে ১৯৬৮ সালে। বাংলার 'বিদূষক' দাদাঠাকুর ছিলেন। সোমনাথ সিংহ-র লেখা, অদ্বিতীয় হাস্যরসিক দাদাঠাকুর - শতদল গোস্বামী; দাদাঠাকুর- নলিনীকান্ত সরকার; সেরা মানুষ দাদাঠাকুর - নির্মলরঞ্জন মিত্র, আনন্দবাজার (তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়) আদৌ অধ্যাপক ওটেনকে প্রহার করেছিলেন? প্রদর্শিত গাড়িটি কি গৃহত্যাগের সঙ্গে যুক্ত? নেতাজি ফাইলে স্পষ্ট এমিলি, অ্যানিটা নেতাজির কেউ নয় তবু কেন অপপ্রচার? বিমান দুর্ঘটনাই হয়নি তবু চিতাভস্মের গল্প কেন? রাশিয়ায় নেতাজি হত্যার কোনো প্রমাণ নেই তবু হইচই কেন? ফরমোজা থেকে ফৈজাবাদ;এত প্রমাণ তবু বারংবার মৃত্যু পরয়োনা কেন? আজাদি অর্থসম্পদ লুঠ হল কেন? কেন প্রকাশ্যে এলেন না অখন্ড ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী? নেতাজি নিয়ে এমন নানা বিভ্রান্তির নেতাজি গবেষক ডক্টর জয়ন্ত চৌধুরীর বই 'ক্ষমা করো সুভাষ' স্বাধীনতার সূর্যসারথি বাংলার বড় আপনজন সুভাষ'কে সর্বভারতীয় স্তরে উপযুক্ত প্রাপ্য মর্যাদা দেওয়া হয়নি আজও। নেপথ্যে রয়েছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি, প্রাদেশিকতা, আর্থিক লেনদেনের কলঙ্কময় গোপন রসায়ন। তার সৌরদীপ্ত দেশপ্রেম, পবিত্র চরিত্র আড়াল করতে নানা অপচেষ্টা।

কলকাতায় এখন প্রবল 'মেসি ঝড়' ও 'মেসি সাইক্লোন' বইছে

কালীশঙ্কর দাস

কলকাতায় আসছেন লিওনেল মেসি। তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে কলকাতাবাসীরা প্রস্তুত। বিশ্বের সবচেয়ে মহার্ঘ ফুটবলার কেন নতুন ক্লাবে এসে গ্রহণ করলেন না তাঁর প্রিয় ১০ নম্বর জার্সি? তিনি মনে করেন এই বিশেষ সংখ্যাটি ঐতিহ্যের তালিকায় তুলে রাখা উচিত। যে ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞাপণ হয়ে আছেন পেলে। লা মাসিয়ার সেই ছোট সেই ছোট্ট লিও ক্যাম্প ন্যুতে মহানায়ক হয়ে ওঠার পর থেকেই ১০ নম্বরেই তো উজ্জ্বলতম। রহস্য ফাঁস করেছে ফ্রান্সের টিভি চ্যানেল। পিএসজিতে দশ নম্বরের মালিক হচ্ছেন নেমার সিলভা স্যান্টোস জুনিয়র। যিনি স্বেচ্ছায় তাঁর প্রিয় জার্সি ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন বন্ধুকে। কিন্তু সেই প্রস্তাব গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন না প্রাক্তন বার্সার অধিনায়ক। টিভি চ্যানেল দাবি করেছে যে মেসি স্বয়ং বেছে নিয়েছেন ত্রিশ নম্বর জার্সি। ভারতের ফুটবল প্রেমীরাও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন শেষ পর্যন্ত কী হয় তা জানার। মেসি ভারতের ফুটবল জগতে একটি উজ্জ্বলতম তারকা বলার অপেক্ষা রাখে না। মেসির ত্রিশ নম্বর জার্সি গ্রহণ করাটা ভাইরাল হয়ে গিয়েছিল সোশ্যাল মিডিয়াতে। ফ্রান্সের ফুটবল বোর্ডকে ভারতবাসীর এই ফুটবল প্রীতিটা আর্কষণ করেছিল। তার ফলে এখন ফরাসি লিগ সংস্থা ভারতের বাজার দখল করার আগ্রহ দেখাতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতের এই মূহূর্তে সরাসরি সম্প্রচারিত হয় ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ এবং ইটালি লিগ। আগে লা লিগাও সম্প্রচারিত হতো। কিন্তু সেটা বছর দুয়েক হলো বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এই খেলাগুলো দেখতে পাওয়া যেত ফেসবুকে। এবার অন্য সম্প্রচারের সঙ্গে চুক্তি করে ভারতের বাজার দখল করার দিকে ঝুঁকে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। কয়েকটি অন লাইন অ্যাপেও দেখতে পাওয়া যাবে লা লিগার খেলা। ভারতের বাজার দখল করতে অনেক দিন ধরে চেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছিল ফরাসি লিগ সংস্থা। কিন্তু তখন সফল হয়নি। এমনকী নেমার বার্সেলোনা থেকে আসার পরও তাদের সঙ্গে সম্প্রচারকারীর কোনও চুক্তি হয়নি। কিন্তু এবার তাদের হাতে এসে গিয়েছে সবচেয়ে বড় অস্ত্র- লিওনেল মেসি। লিগ সংস্থার একজন কর্তা অবশ্য স্বীকার করেন যে আমার বহুবার চেষ্টা করেছিলাম ভারতের বাজার দখল করতে। লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবারে মেসিকে সমানে রেখে ভারতের কোনও সম্প্রচারকারী সংস্থার সঙ্গে চুক্তি করা সম্ভব হবে। ভারতীয় দর্শকেরা এবং মেসির ভক্তরা দারুণ ফুটবল উপভোগ করতে পারবেন। ভারতে মেসির ভক্ত সংখ্যা কম নয়। পর্যবেক্ষণ করে বুঝতে পেরে গিয়েছে ফরাসি লিগ সংস্থা। বর্তমানে ভারতের সঙ্গে ফরাসি সরকারের সম্পর্ক খুবই ভালো। ফরাসি যুদ্ধ বিমান রাফাল এখন ভারতের আকাশে উড়ে বেড়ায়। ভারতের আকাশ বাজার দখল করতে চেষ্টা করছে ফরাসি বিমান নির্মাণ সংস্থা। পাশাপাশি আবার ফ্রান্সের লিগ সংস্থা ভারতের মেসি ভক্তদের কাছে তাঁর খেলাকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য একটি উন্নতমানে সম্প্রচারকারী সংস্থার সঙ্গে আলোচনা করে চলেছে।

ত্রিশ নম্বর জার্সি গ্রহণ করে মেসি তাঁর বিশ্ব জোড়া ভক্তদের কাছে একটি অতিরিক্ত চমক সৃষ্টি করে দিলেন। নতুন চিন্তা ভাবনা নিয়ে ফরাসি লিগের খেলা শুরু করতে চলেছেন সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। সেই চমক দেখার জন্য বিশ্বের সর্বত্র মেসি ভক্তরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকবে। নতন জার্সি নতুন মেসি দেখার জন্য ফুটবল প্রেমীরা অপেক্ষা করে রয়েছে। সেই অপেক্ষার অবসান ঘটাতে চেষ্টা করছে ফরাসি লিগ সংস্থা ভারতীয় সম্প্রচার সংস্থার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে। মেসি-নেমার- এমবাপে। পেশাদারি ফুটবল খেলার পাশাপাশি টেকনিক্যাল ফুটবল খেলা দেখতে পারবে ফুটবল পাগল দর্শকেরা। নতুন ক্লাবে পা রেখেই মেসি বুঝিয়ে দিলেন তাঁর পরবর্তী লক্ষ্য হচ্ছে নিজের সেরাটাকে উপহার দেওয়া। প্যারিস সাঁ জারমাঁকে প্রথমবার লিগ চ্যাম্পিয়ন করা। খুবই কঠিন পথ। কঠিন পথ ধরে হাঁটতে ভালোবাসেন মেসি সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। সারা জীবন ধরে তিনি চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করেছেন। তিনি যে এখন মধ্য গগণে রয়েছে ত্রিশ নম্বর জার্সিটা ধরে বুঝিয়ে দিলেন। পিএসজির সাংবাদিক বৈঠকে তিনি পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন, আমার স্বপ্ন এবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতা। বলতে পারেন সেই জন্যেই তিনি এখানে এসেছেন। সব কিছুর জন্য নিজের লড়াই করা মানসিকতা অর্জন করতে হবে। পিছনের দিকে নয় সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। বার্সার ভক্তরা জানতো আমি এমন একটি ক্লাবে খেলতে ইচ্ছা প্রকাশ করছি যারা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতার চেষ্টা করছে। আসলে সবাই জানে আমি জিততে ভালোবাসি। এখানেও সেটা ধরে রাখতে চাই। বার্সায় মেসি ত্রিশ নম্বর জার্সি নিয়ে খেলা শুরু করে ছিলেন। ২০০৬ সালে সেটা ১৯ হয়ে যায়। তখন ক্যাম্প ন্যুতে মালিক ছিলেন রোনাল্ডিনহো। ২০০৮ সালে মেসিকে দেওয়া হয় দশ নম্বর জার্সি। তিনি সেই জার্সি পরে খেলেন।

'হু' পাশ্চাত্যের চুম্বন রীতি বন্ধ করার পক্ষে রয়েছে

বিশেষ প্রতিবেদক

আমার মত ফাজিল লোকের পক্ষে চুম্বনের মত সিরিয়াস জিনিস নিয়ে লিখতে যাওয়া বাতুলতা। তবু প্রেম নিয়ে লিখেছি যখন এটা নিয়ে না হয় কিছু বলি।

ছোটবেলায় অনেকের মত আমারও ধারণা ছিল চুমু খেলেই বাচ্চা হয়। ফলে আমার এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ার যখন বিয়ের বহুদিন পরেও সন্তান হচ্ছিল না এবং তিনি আমার মাকে বেদনাভরে সে সব বলছিলেন আমি বেঁড়েপাকার মত সেখানে মন্তব্য করেছিলাম, কেন পিসে কি তোমায় চুমু খায় না? এই একটি মন্তব্যে মায়ের কানমলা ছাড়াও এটা রটে গেছিল যে আমি নাকি সব বুঝি। একটু তলিয়ে বড়রা দেখলেই বুঝতেন সব বুঝলে অন্ততঃ এই মন্তব্যটি করতাম না। তবে হ্যাঁ বন্ধু মহলে কিছুটা প্রতিপত্তি বেড়েছিল। চুমুর ইতিহাস অতি প্রাচীন। আমাদের বেদে নাকি প্রথম চুমুর উল্লেখ আছে। সুমেরীয় কীলক লিপি বা হায়রোগ্লিফের প্রেমের কবিতায় রীতিমত ফ্রেঞ্চ কিসের বর্ণনা পাওয়া যায়।মহাভারতে নানা টাইপের চুমুর বিশদ বিবরণ বিদ্যমান। ঐতিহাসিকরা বলেন আগে নাকি ইউরোপে এত চুমুর চল ছিল না। আলেকজান্ডারের বাহিনী পাঞ্জাবে এসে এসব দেখেশুনে চেখে গিয়ে ইউরোপে চুমুর প্রচলন ব্যাপক ভাবে করেন। রোমানরা তো আরও একধাপ এগিয়ে। তারা চুমুরই তিন রকম নাম দেন-হাতে বা গালে চুমু হল অসকুলাম, ঠোঁট বন্ধ রেখে ঠোঁটে চুমু হল বেসিয়াম, আর ওই ফরাসী চুম্বন টাইপ হল সুভিয়াম।' মজার কথা বটতলা চুম্বন পদ্ধতি বা দেবতার পদচুম্বন কিন্তু অনেক পরে এসেছে। উনিশ শতকে তো রীতিমত চুমু গবেষণা চালু হয়েছিল। যাকে বলে Philematology চুমু নিয়ে সেরা কথাগুলো সম্ভবতঃ লিখেছিলেন শিব্রাম। কলকাতা থেকে নতুন গুড়ের সন্দেশ নিয়ে এসেছিলেন বাবা আমাদের জন্য। সকালে উঠে হাতমুখ ধুতেই মা দুটো বড় বড় তালশাঁস সন্দেশ খেতে দিলেন আমায়। অমনি আমি সেই সন্দেশ হাতে করে ছুটেছি রিনির বাড়ি। রিনিকে ভাগ না দিয়ে খাওয়া যায়

?আমি গিয়ে হাতের মুঠো খুলে দেখালাম রিনিকে। তক্ষুনি সে আমার হাত থেকে নিয়ে দুটো সন্দেশই মুখে পুরে দিয়েছে।

'ওমা, আমি যে একদম খাইনি রে এখনো।' বলতেই না, সে মুখ থেকে বার করে আমার হাতে নয়, পাখি-মা তার ছানাকে যেমন করে খাওয়ায়, তেমনি করে তার মুখের গ্রাসের খানিকটা আমার মুখের মধ্যে পুরে দিয়েছে। মুখের ভেতরে মুখ ঢুকিয়ে।

সেই প্রথম চুমো পাওয়া আমার জীবনে। সন্দেশের সঙ্গে মিশিয়ে চুমো খাওয়া সেই! প্রথম অমৃত আস্বাদের জন্য আমি রিনির কাছে চিরঋণী।

প্রথম চুমু ওমন করে সন্দেশের সঙ্গে মিশিয়ে পেয়েছিলাম বলেই কি ওই চুমু জিনিসটা এমন মিষ্টি থেকে গেলো আমার কাছে চিরদিন ? নাকি, চুমোর সঙ্গে মাখানো ছিল বলেই কি যতো মেঠাই এমন মিঠে লাগে আমার কাছে ? তাই কি আমি এমন সৃষ্টিছাড়া মিষ্টিখোর হয়ে গেলাম জন্মের মতই ? কে জানে !

চুমু নিয়ে এত সিরিয়াস হওয়া মুশকিল। অন্য একদিন না হয় আরও কিছু বলা যাবে। বরং শেষের আগে একটা ঘটনা বলি।

সিরিয়াল কিলার নিয়ে একটা লেখা লিখতে গিয়ে পুরোনো লন্ডন নিয়ে পড়তে হল। তাতে দেখলাম জ্যাক দ্য রিপারের বহু আগে লন্ডনকে নাড়িয়ে দিয়েছিল এক অপরাধী। জ্যাক দ্য রিপারের মত সেও নাকি ধরা পড়ে নি।

১৬০০ সালের লন্ডন। মহিলারা সচরাচর লম্বা গাউনের নিচে আর কিছু পরতেন টরতেন না। তখনই এক অপরাধী নাকি অন্ধকার রাস্তায় ঘাপটি মেরে থাকত। কোন মহিলাকে একা পেলে চুপিচুপি পিছন পিছন আসত। আর সুযোগ পেলেই- মহিলার গাউন উঠিয়ে তাঁর নিতম্বে ছোট্ট একটা চুমু খেয়ে দৌড়ে পালাত। লন্ডন পুলিস একে ধরতে পারে নি। তবে সে ব্যাটা ইংরাজিতে spanking শব্দটা চালু করে দিয়েছিল।

এইখানে আর একটা শব্দের উৎপত্তি না বললেই নয়। মধ্যযুগের ইংরাজী গান (ummer canon এ দেখি গ্রীষ্মকাল আসার অন্যতম লক্ষণ নাকি এই সময় the buck farts..হরিণ পাদে। চসারের ক্যান্টারবেরি টেলসে তো এই পাদকে কেন্দ্র করে লম্বা কাহিনি আছে। অ্যাবসোলন নামে এক যুবক অ্যালিসন নামের একটি মেয়ের প্রেমে পড়ে। সে তাঁকে বলে রাতের অন্ধকারে জানলায় দাঁড়াতে, সে তাঁর মুখচুম্বন করবে। খবর পেয়ে অ্যালিসনের প্রেমিক জানলায় নিজ নিতম্ব বার করে বসে থাকে এবং অ্যাবসোলন চুমু খেলে এক মোক্ষম ভুসুকুপাদে তাঁকে ধরাশায়ী করে। গল্পটি ঐতিহাসিক। এর পর থেকেই ইংরাজিতে kiss the buttock বা পরে kiss the ass চালু হয়। - এক ঐতিহাসিক চুমু। ১৯৪৫ সালের ১৪ আগস্ট। সদ্য খবর এসেছে বিশ্বযুদ্ধে জাপানের পরাজয়ের। এক কথায় অফিসিয়ালি শেষ হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। আমেরিকা সহ মিত্রশক্তি জয়ী হয়েছে। আর সেই আনন্দে টাইমস স্কোয়ারে উদযাপিত হচ্ছে Victory over Japan Day.

লাইফ পত্রিকার ফটোগ্রাফার আলফ্রেড আইন্সটাড ক্যামেরা নিয়ে তক্কে তক্কে ছিলেন যদি কোন ভাল ছবি পাওয়া যায়। যুদ্ধ শেষের উত্তেজনায় সে প্রায় দৌড়ে আসছে, আর পথে বাচ্চা, বুড়ো যত মহিলাকে পাচ্ছে, জড়িয়ে চুমু খাচ্ছে আনন্দে।

চুম্বন রীতি ইউরোপ এবং আমেরিকা খুবই চালু রয়েছে। আমাদের দেশে যেমন কোলাকুলি ঠিক তেমনি ইউরোপ এবং আমেরিকাতে চলে চুম্বন। তবে এখন হু বলতে শুরু করে দিয়েছে যে চুম্বন প্রথাকে ত্যাগ করতে হবে। যেভাবে পৃথিবী দূষিত হতে শুরু করেছে এবং তার ফলে মানব শরীর ক্রমশ অসুস্থ হয়ে পড়ছে। তার ফলে এখন চুম্বনকে দূর করতে হবে। হ্যাণ্ডশেক হচ্ছে সবচেয়ে বড় আন্তরিক রীতি। চুম্বন দূর করতে পারলে বহু লোক রোগ থেকে মুক্তি পেতে পারে। কিন্তু হু এরকথা কেউ কানে তুলছে না। তবে আগের চেয়ে চুম্বন রীতি ক্রমশ কমতে শুরু করেছে। মানব শরীরে দূষণ দেখা দিয়ে শুরু করেছে পরিবেশ দূষিত হওয়ার কারণে।

পাঠকদের দরবার

কমেডিয়ান চিন্ময় রায়

রামকানাই দাস

ব্যক্তিজীবনে কেমন ছিলেন চিন্ময়? চিন্ময় রায়ের স্মৃতিচারণায় তাঁর সমসাময়িকেরা। সেই 'চারমূর্তি' ছবিতে হাঁড়ি আঁকড়ে বসে তাঁর রসগোল্লা খাওয়ার দৃশ্যটা আজও আইকনিক! ব্যক্তিজীবনেও চিন্ময় রায় খাদ্য রসিক ছিলেন। এক বার সন্ধ্যা রায়ের সঙ্গে একটি অনুষ্ঠানে গিয়েছেন চিন্ময়। উদ্যোক্তারা অতিথিদের মিষ্টি খাওয়ানোর পরে সন্ধ্যা রায়ের জন্য আলাদা করে এক হাঁড়ি মিষ্টি গাড়িতে তুলে দেন। সন্ধ্যা বাড়ি ফিরে দেখলেন, হাঁড়ি উধাও! ঘটনার দিন চারেক পরে অভিনেত্রীর বাড়িতে ফোন আসে। ''মিষ্টি খেলাম অনেক। ছানার জিলিপি... আরও কত কী! হাঁড়িতে অবশ্য নাম লেখা ছিল 'সন্ধ্যা রায়'। কিন্তু আমি খেয়ে নিলাম। ভাবলাম সন্ধ্যা তো খায় না। আমি ভালবাসি, আমিই খাই। খেয়ে নিয়ে ফোন করব!'' বক্তা চিন্ময় রায়। অভিনেতার স্মৃতিচারণায় কথাগুলো বলছিলেন সন্ধ্যা। হাঁড়িটি আসলে ভুল করে চিন্ময়ের গাড়িতে রাখা হয়েছিল! চিন্ময় রায় রেখে গিয়েছেন তাঁকে নিয়ে অনেক গল্পকথা আর কিছু ভাল ছবি। 'বসন্ত বিলাপ', 'চারমূর্তি', 'ননীগোপালের বিয়ে'...

বরানগরে ছোটবেলা কেটেছিল তাঁর। আদতে অবশ্য তিনি পূর্ববঙ্গের মানুষ। হইচই করে আড্ডা দিতে ভালবাসতেন। যে কারণে শুটিংয়ের কলটাইমের আগেই হাজির হয়ে যেতেন সেটে। ''চিন্ময় ভীষণ টিমম্যান ছিলেন। দশটায় কলটাইম হলে চলে আসতেন ন'টার সময়। মেকআপ রুমে সকলের সঙ্গে বসে আড্ডা দেবেন বলে। এই কালচার আর আছে কি না আমার জানা নেই,'' বলছিলেন পরিচালক তরুণ মজুমদার। যাঁর 'শ্রীমান পৃথ্বীরাজ', 'ঠগিনী', 'ফুলেশ্বরী'তে অভিনয় করেন চিন্ময়।

জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি ঘোষের পরে কৌতুক চরিত্রে দক্ষ অভিনেতা হিসেবে চিন্ময়ের নাম উচ্চারিত হতো। কমিক চরিত্রে বেশি অভিনয় করলেও সব ধরনের কাজেই সমান স্বচ্ছন্দ ছিলেন তিনি। গ্রুপ থিয়েটারও করতেন নিয়মিত। তবে আক্ষেপ ছিল, সিনেমার ক্ষেত্রে শুধু কমিক চরিত্রেই তাঁকে ভাবা হতো বলে। ''অন্য ধরনের তেমন কোনও চরিত্র না পাওয়ার দুঃখ ছিল ওঁর,'' বলছিলেন সন্ধ্যা।

চিন্ময় বিয়ে করেছিলেন জুঁই বন্দ্যোপাধ্যায়কে। 'বালিকা বধূ'তে প্রথম দেখেছিলেন তাঁকে। সরাসরি গিয়ে বিয়ের প্রস্তাব দেন। এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ''প্রেমে পড়লে বেশি দিন ফেলে রাখতে নেই। লজ্জা না করে প্রোপোজ করতে হয়।'' ব্যক্তি জীবনেও মানুষটা এতটাই আমুদে ছিলেন। খাদ্যরসিক মানুষটি নিজে রাঁধতেও ভালবাসতেন। ছুটির দিন মানেই খাওয়াদাওয়া আর আড্ডা! ইন্ডাস্ট্রির চিন্ময় রায় কিন্তু বাড়িতে একেবারে বাবারা যেমন হন, ঠিক তেমন ছিলেন। শঙ্খ রায় আর পরমা মুখোপাধ্যায় তাঁর দুই ছেলেমেয়ে। ছেলের কথায়, ''কাজে ব্যস্ত থাকলেও আমরা কী করছি, সে সব দিকে নজর রাখতেন। ছোটবেলায় আমাদের তাড়াতাড়ি ঘুম পাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হলেও জেগে থাকতাম, বাবা এলে গল্প করব বলে।'' দুষ্টুমি করার জন্য অবশ্য বাবার কাছে বকুনিও খেয়েছেন। বাংলার কমেডি জগতে বহু খ্যাতনামা শিল্প এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তার মধ্যে সন্তোষ দত্ত ছিলেন একেবারে ভিন্ন স্তরের কমেডিয়ান। তাকে তৈরি করেছিলেন সত্যজিৎ রায়।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে অধিক্ষেত্রের শিক্ষাগত পরিকাঠামোর শক্তিশালীকরণ

মালিগাঁও, ১৩ ডিসেম্বর ঃ শিক্ষাগত পরিকাঠামোর বিকাশের দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে, উত্তর-

পূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার চেতন কুমার শ্রীবাস্তব ১২.১২.২০২৫ তারিখে মালিগাঁওয়ের নেতাজি বিদ্যাপীঠ রেলওয়ে হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে ২০টি নতুন কক্ষসহ একটি অতিরিক্ত দোতলা ভবন নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল তার অধিক্ষেত্রের অধীনে ধারাবাহিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে চলেছে, যা রেলওয়ে স্কুলের শিক্ষার্থীদের উন্নত শিক্ষার পরিবেশ প্রদানের প্রতি তার অঙ্গীকারকে পুনঃনিশ্চিত করে। নেতাজি বিদ্যাপীঠ রেল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে দোতলা ভবন নির্মাণের পাশাপাশি বেশ কিছু বিকাশমূলক কাজও চলছে। এর মধ্যে একটি ডেডিকেটেড ল্যাবরেটরী কমপ্লেক্স স্থাপন, আধুনিক আসবাবপত্র, গ্রিন বোর্ড, স্মার্ট বোর্ড ও সিসিটিভি সিস্টেমের ব্যবস্থা করা, সেইসাথে একটি ডিজিটাল লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা এবং কম্পিউটার ল্যাবের সুযোগ-সুবিধা উন্নত করা রয়েছে। এছাড়াও, উন্নত শিক্ষক কক্ষ, আধুনিক শৌচাগার নির্মাণ, ওয়াটার আরও ইউনিট স্থাপন, একটি সঙ্গীত কক্ষ তৈরি, ছাউনিযুক্ত শেড নির্মাণ, অডিটোরিয়ামের উন্নয়ন, ফেন্সিং এবং চারপাশের এলাকার উন্নয়নের মতো আরও বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কাজও হাতে নেওয়া হচ্ছে। বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ, যা সম্পূর্ণ হয়েছে এবং চলছে, সেগুলি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের স্কুলগুলোর শিক্ষাগত পরিকাঠামোকে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তন করছে। বর্তমানে চলমান প্রধান কাজগুলির মধ্যে রেলওয়ে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মালিগাঁও-এর সুযোগ-সুবিধার সংস্কার ও উন্নয়ন রয়েছে, সেই সাথে একটি আধুনিক প্লেগ্রাউন্ড, উন্নত প্রার্থনা প্রাঙ্গণ, উন্নত বাউন্ডারী ওয়াল, যানবাহন পার্কিং এলাকা, প্রবেশদ্বার এবং স্মার্ট শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ-এর কাজও রয়েছে। এছাড়াও, ডিমাপুর রেলওয়ে হাই স্কুল ভবনের নির্মাণ ও মেরামত এবং আলিপুরদুয়ার রেলওয়ে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংস্কার ও উন্নয়ন কাজও দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। সাম্প্রতিক মাসগুলিতে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। এর মধ্যে নিউ জলপাইগুড়িতে রেলওয়ে গার্লস হাই স্কুলের মেরামত ও সংস্কার প্লেগ্রাউন্ড ও প্রেয়ার গ্রাউন্ড-এর উন্নয়ন, বাউন্ডারী ওয়ার পুনর্নির্মাণ, যানবাহন পার্কিংয়ের জায়গা ও প্রবেশদ্বার তৈরি, এবং শিলিগুড়িতে বাণীমন্দির রেলওয়ে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংস্কার ও আধুনিকীকরণ রয়েছে। লামডিং-এর রেলওয়ে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সংস্কার ও মেরামত কাজ এবং বদরপুরে রেলওয়ে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আধুনিকীকরণের কাজও সম্পন্ন হয়েছে, যার ফলে সমগ্র জোনজুড়ে শিক্ষাগত পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী হয়েছে। এই পদক্ষেপ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং ধারাবাহিক প্রচেষ্টাকে প্রতিফলিত করে, যার লক্ষ্য শিক্ষাগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা, মৌলিক পরিকাঠামো শক্তিশালীকরণ এবং আধুনিক, শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক স্থান তৈরি করা যা শিক্ষার্থীদের একটি সুসজ্জিত এবং সুরক্ষিত শিক্ষার পরিবেশ প্রদান করে। ধারাবাহিক আপগ্রেড, পরিকল্পিত সম্প্রসারণ এবং ডিজিটাল ও পরিকাঠামোগত উন্নয়নের উপর মজবুত মনোযোগের মাধ্যমে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল তার অধিক্ষেত্রের অধীনে শিশুদের শিক্ষাগত উৎকর্ষ সাধন এবং তাদের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশে সহায়তা করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছে।

মহিলা আইনজীবীর উপর হামলার অভিযোগ বোলপুর টোল পয়েন্টেঃ মারধোর ও ধর্ষণের হুমকি তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ১৩ ডিসেম্বর ঃ বোলপুরে এক মহিলা আইনজীবীর উপর হামলার ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল। অভিযোগ, টোল পয়েন্টে এক স্থানীয় প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতার নেতৃত্বে ওই মহিলা আইনজীবীকে মারধর, গালিগালাজ, ধর্ষণের হুমকি দেওয়া হয় এবং তাঁর গাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়। ঘটনাটি ঘটেছে বোলপুর থানার অন্তর্গত কাশীপুর বাইপাস টোল পয়েন্ট এলাকায়। অভিযুক্ত হিসেবে স্থানীয় শাসক দলের নেতা ইউসুফ খানের নাম উঠে এসেছে। জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতা হাইকোর্টে প্র্যাকটিসরত এক জুনিয়র মহিলা আইনজীবী, যিনি বর্ধমানের বাসিন্দা, নিজের গাড়িতে ড্রাইভারকে সঙ্গে নিয়ে বোলপুর আদালতের উদ্দেশ্যে রওনা হন। বোলপুরের কাশীপুর বাইপাসের কাছে টোল পয়েন্টে তার গাড়ি আটকে দেয় টোল কর্মীরা। অভিযোগ, সামনে থাকা একাধিক গাড়ি ছেড়ে দিলেও শুধুমাত্র তার ব্যক্তিগত গাড়ি থামিয়ে টোল দাবি করা হয়। আইনজীবীর অভিযোগ, তিনি টোলের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এবং কাগজপত্র দেখতে চান। টোল কর্মীরা এটি বোলপুর পৌরসভার টোল বলে জানায়। পরে তিনি টোলের টাকা পরিশোধও করেন। সেই সময় টোলের নথিপত্র দেখতে চাইলে কর্মীরা কাগজ দেখায় এবং তিনি আরটিআই করার কথা বললে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, এর পরেই স্থানীয় শাসক দলের নেতা ইউসুফ খান সেখানে এসে আইনজীবীকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে শুরু করেন। চুলের মুঠি ধরে কিল, চড়, থাপ্পড় মারার পাশাপাশি পেটে লাথি মারা হয় বলেও অভিযোগ। আইনজীবীর সঙ্গে থাকা ড্রাইভারকেও

মারধর করা হয়। এই হামলার মধ্যে আইনজীবীর হাতের আংটি ও ল্যাপটপ উধাও হয়ে যায় বলে দাবি করা হয়েছে। প্রাণ বাঁচাতে ওই মহিলা আইনজীবী টোল প্লাজার ঘরের ভিতরে আশ্রয় নেন। অভিযোগ, সেখানেও ইউসুফ খান তাঁকে হুমকি দিয়ে বলেন, বীরভূম ছেড়ে পালিয়ে যা, নইলে রেপ করে দেবো। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। অভিযোগ, পুলিশের সামনেই দ্বিতীয় দফায় আইনজীবীর গাড়িতে হামলা ও ব্যাপক ভাঙচুর চালানো হয়। মহিলা আইনজীবীর দাবি, পরে তিনি মেল মারফত বোলপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুরো ঘটনাটি নিয়ে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে।

জাল লটারি বিক্রির অভিযোগে জামালপুরে সিআইডির অভিযান, গ্রেফতার ১

সুজিত দত্ত, পূর্ব বর্ধমান, ১৩ ডিসেম্বর ঃ জাল লটারি টিকিট বিক্রির অভিযোগে পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর থেকে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ সিআইডি। শনিবার সিআইডির তিনজন আধিকারিকের একটি দল জামালপুরে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ ভুয়ো লটারি টিকিট বাজেয়াপ্ত করে। এই ঘটনায় লটারি বিক্রেতা লালন শাহ নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে নিয়ে যান সিআইডি আধিকারিকরা। জানা গেছে, জামালপুরের দক্ষিণ সুরা এলাকার কালীতলা বাজারে দীর্ঘদিন ধরেই লটারি বিক্রি করতেন লালন শাহ। অভিযোগ, বেশিরভাগ সময়েই সন্ধ্যার পর তার দোকান খুলত এবং লটারি কিনতে দোকানে ভিড় জমত। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার সকালে সিআইডি আধিকারিকরা ওই দোকানে অভিযান চালান। তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ ভুয়ো লটারি টিকিট উদ্ধার হয়। সিআইডি সূত্রে জানা গেছে, দোকান থেকে আনুমানিক ৫০ হাজার টাকার জাল লটারি টিকিট উদ্ধার করা হয়েছে। এরপরই দোকানের মালিক লালন শাহকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় সিআইডি। উল্লেখ্য, এর আগেও গত মাসে পূর্ব বর্ধমানের রায়না এলাকা থেকে এক ভুয়ো লটারি বিক্রেতাকে গ্রেফতার করেছিল সিআইডি। সেই ঘটনার সূত্র ধরেই এই চক্রের হদিশ পেতে রাজ্য জুড়ে একের পর এক অভিযান চালানো হচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে। ধৃতকে হেফাজতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে সিআইডি। এই চক্রের সঙ্গে আরও কারা জড়িত রয়েছে এবং জাল লটারির উৎস কোথায়-তা জানতে তদন্ত জোরদার করা হয়েছে।

জয় হিন্দ বিমানবন্দর থেকে শহীদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত সরাসরি মেট্রো পরিষেবা

কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর ঃ মেট্রো যাত্রীদের জন্য আরও একটি সুখবর! সকালে বা গভীর সন্ধ্যায় দমদম বিমানবন্দরে আগত বিমানযাত্রী এবং অন্যান্য যাত্রীদের সুবিধার জন্য, মেট্রো রেল ১৫.১২.২০২৫ (সোমবার) থেকে পরীক্ষামূলকভাবে জয় হিন্দ বিমানবন্দর স্টেশন থেকে নোয়াপাড়া হয়ে শহীদ ক্ষুদিরাম স্টেশন পর্যন্ত সরাসরি পরিষেবা চালু করছে। সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত জয় হিন্দ বিমানবন্দর থেকে শহীদ ক্ষুদিরাম স্টেশন পর্যন্ত এই রুটে দুটি সরাসরি মেট্রো পরিষেবা (একটি সকালের ব্যস্ত সময়ে এবং অন্যটি গভীর সন্ধ্যায়) চলাচল করবে। জয় হিন্দ বিমানবন্দর স্টেশন থেকে এই দুটি পরিষেবা গ্রহণকারী যাত্রীরা যাঁরা এসপ্ল্যানেড, কালীঘাট, মহানায়ক উত্তম কুমার বা শহীদ ক্ষুদিরামের মতো জায়গায় যেতে চান, তাঁদের নোয়াপাড়া স্টেশনে ট্রেন বদল করতে হবে না। জয় হিন্দ বিমানবন্দর থেকে শহীদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত এই দুটি সরাসরি পরিষেবার প্রথমটি সকাল ০৯.৩৬ মিনিটে শুরু হবে। জয়হিন্দ বিমানবন্দর থেকে দ্বিতীয় পরিষেবাটি রাত ২১.০০ মিনিটে ছাড়বে। এই পরীক্ষামূলক পরিষেবাগুলি বিমানবন্দর থেকে শহীদ ক্ষুদিরাম বা কলকাতা এবং তার আশেপাশের অন্যান্য স্থানে একটি নির্বিঘ্ন ও সুবিধাজনক যাত্রা নিশ্চিত করবে।

শীতের ছোঁয়ায় শান্তিনিকেতনে উপচে পড়া পর্যটকের ভিড়

দেবশ্রী মজুমদার, বীরভূম, ১৩ ডিসেম্বর ঃ বাঙালির প্রথম আবেগ রবীন্দ্রনাথ! আর সেই কারণেই শান্তিনিকেতন বাঙালির প্রথম গন্তব্য। শীতের ছোঁয়া লাগতেই, এই উপচে পড়া পর্যটকের ভিড় চোখে পড়ে শান্তিনিকেতনে। আফিস কর্মচারী থেকে কেরানি বাঙালি, কর্পোরেট কর্মী সবাই দেখে উইক এণ্ড। শুক্রবার রাতেই তল্পি তল্পা গুছিয়ে শনি- রবিবার টানা দুদিনের ছুটি কাটায় বীরভূমের শান্তিনিকেতনে। সাধারণতঃ বিশ্বভারতীতে পাঠভবন ও

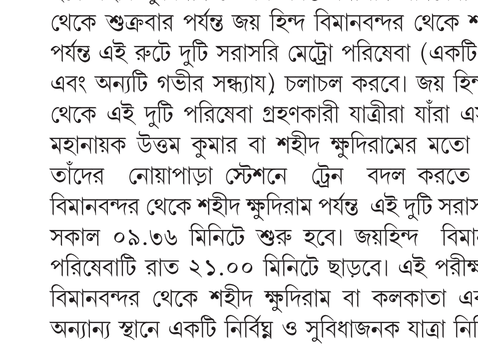

মিউজিয়াম বন্ধ থাকে বুধবার এবং বৃহস্পতিবার। বাদবাকি ভবন বন্ধ থাকে শনিবার এবং রবিবার। সেইকারণেই হয় শনি রবিবারে রেকর্ড ভিড়। শান্তিনিকেতনে ঘোরার জন্য রবীন্দ্র ভবন মিউজিয়াম, কাঁচ ঘর, কালোবাড়ি, শান্তিনিকেতনের খোয়াই ছাড়াও কতো কিছু আছে দেখার! শনিবার সারাদিন বসে খোয়াইয়ের হাট। এদিন খোয়াইয়ে ভালোই ভিড় হয়েছে। স্কুল কলেজের পড়ুয়াদের রবীন্দ্রভবনে ভিড় ছিলো যথেষ্ট। মালদার কেন্দডাঙাল উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসেছে বৃষ্টি দাসেরা। স্কুল ইউনিফর্মে তারা ঘুরে দেখছে সব কিছু। তাদের স্কুল শিক্ষকরা তাদের নিয়ে এসেছেন। চোখে মুখে বাঁধ ভাঙা উচ্ছাস বৃষ্টি দাসের। সে জানায়, প্রথমবার মাস্টারমশাইরা স্কুল থেকে নিয়ে এসেছেন। খুব ভালো লাগছে। মধ্যমগ্রামের এক গৃহবধূ বলেন, শীত পড়লেই, বাঙালি ঘুরতে চায়। বেড়াবার জন্য মনটা ছটপট করে। আর সেক্ষেত্রে বাঙালির প্রথম ভালোবাসা শান্তিনিকেতন। কারণ এখানেই ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আমাদের ঈশ্বর। আমি ১৫ বার এসেছি। এবার পরিবারের মাসি সহ অন্যান্যদের নিয়ে এসেছি। ২৪ ডিসেম্বরে পৌষ মেলা থেকে খুবই ভিড় হবে তাই, আগেই ঘুরে নিলাম। কালকে খোয়াই হাট ঘুরেছি, কোপাই নদীর কাছে ঘুরেছি। রবীন্দ্র ভবন দেখেছি। খুব নস্টালজিক হয়ে পড়েছি, স্কুল পড়ুয়াদের ভিড় দেখে। আমার স্কুল জীবনের প্রথম এক্সকারশন ছিল এই শান্তিনিকেতনে। আমাদের মাস্টারমশাইরা আমাদের নিয়ে এসেছিলেন। জোড়াসাঁকো থেকে এসেছেন রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী সুপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথের ঘরে পড়েছি। উনার জন্য আমার আলাদা অনুভূতি আছে। তাই এখানে বার বার আসি। শান্তিনিকেতনে শীতের সকালের আমেজ আলাদা। রোজানি খোয়াই রেজর্টের ম্যানেজার রুদ্র রায় জানান, পৌষ মেলা আসছে। ভিড় আরও বাড়বে। বোলপুরে লজে রিসর্ট গুলি বুকিং চলছে।

কবে এবং কীভাবে শুরু হয়েছিল ঐতিহ্যবাহী শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ১৩ ডিসেম্বর ঃ সময়টা ছিল ১৮৪৩ সালে ২১ ডিসেম্বর, বাংলার ৭ পৌষ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে ব্রহ্মধর্মে

দীক্ষিত হন। এর পরেই ব্রহ্মধর্মের প্রসার ও প্রচার বৃদ্ধি পায়। দীক্ষিত হওয়ার দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে ও ব্রহ্মধর্মের প্রসারের স্বার্থে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৪৫ সালে কলকাতার গোরিটির বাগানে উপাসনা, ব্রহ্ম মন্ত্রপাঠের ব্যবস্থা করেন। এই বিষয়টিকে বোলপুর শান্তিনিকেতনের ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলার সূচনা বলে ধরা হয়। ঠিক এর কিছু বছর পর, ১৮৬২ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে আশ্রম প্রতিষ্ঠার চিন্তা ভাবনা শুরু করেন। সেই চিন্তাধারা থেকেই প্রতিষ্ঠিত হয় আশ্রম। ১৮৯১ সালের ৭ পৌষ ব্রহ্মমন্দির যা বর্তমানে উপাসনা গৃহ নামে পরিচিত, সেটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এটিকেই শান্তিনিকেতনে পৌষ উৎসবের সূচনার সময় হিসাবে ধরা হয়। ১৮৯৪ সালে পৌষ উৎসবের পাশাপাশি মন্দির সংলগ্ন মাঠে শুরু হয় ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলা। ১৮৮৮ সালের ৮ মার্চ মহর্ষি ট্রাস্ট-এর ডিড- এ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পৌষমেলা সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ করে গেছেন যে শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট প্রতি বছর একটি মেলার আয়োজন করবে। তিনি উল্লেখ করে গিয়েছিলেন এই মেলা মূলত, সব ধর্মের মানুষের এক মহৎ মিলন ক্ষেত্র হবে, কোনও প্রকার মূর্তি পুজো হবে না, মদ-মাংস ব্যতীত এই মেলায় সবরকম খাবার বেচা-কেনা হবে। এর পাশাপাশি নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিক্রি করা হবে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই ডিড-এ আরও বলা রয়েছে, এই মেলা থেকে কোনও প্রকার আয় হলে সেই টাকা আশ্রমের উন্নতিকল্পে ব্যয় করা হবে। ১৯৪৩ সালে দেশে দুর্ভিক্ষ, মহামারীর জন্য প্রথম পৌষমেলা বন্ধ রাখা হয়। ১৯৪৪ সাল থেকে মেলার সময় সমাবর্তন অনুষ্ঠান শুরু হয়। ১৯৫০ সালে মেলার পরিসর বৃদ্ধি হওয়ার কারণে ব্রহ্মমন্দিরের পরিবর্তে ছাতিমতলায় উপাসনা শুরু হয়। এর পর ১৯৬১ সালে এই পৌষমেলার স্থান পরিবর্তন হয়। মন্দির সংলগ্ন মাঠ থেকে মেলা পূর্বপল্লির মাঠে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই থেকে আজও নিয়ম মেনে পৌষ মেলার আয়োজন করা হয়। যদিও করোনা মহামারীর সময় বন্ধ রাখা হয়েছিল ঐতিহ্যবাহী পৌষ মেলা।

স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি নিতে টালবাহানার অভিযোগ, শৌচাগারেই সন্তানের জন্ম দিলেন মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১৩ ডিসেম্বর ঃ প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যাওয়া এক মহিলাকে সেখানে ভর্তি না নিয়ে 'রেফার' করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল মুর্শিদাবাদের ফরাক্কার ব্লকের অন্তর্গত বেনিয়াগ্রাম স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কয়েকজন কর্মীর বিরুদ্ধে। অভিযোগ উঠেছে হাসপাতাল কর্তব্যরত নার্স এবং আয়া নিয়ম না মেনে ওই মহিলার পরিবারের লোকেদেরকে তাকে বেনিয়াগ্রাম স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে অন্য হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলেন। কিন্তু এই কাজে দেরি হওয়ার ফলে ওই মহিলা বেনিয়াগ্রাম হাসপাতালের শৌচাগারে নিজের পুত্র সন্তানের জন্ম দেন বলে তার পরিবারের লোকেদের অভিযোগ। যদিও স্বাস্থ্য কেন্দ্রের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে ওই মহিলা 'লেবার রুমে'ই তাঁর সন্তানের জন্ম দিয়েছেন এবং বর্তমানে মা এবং নবজাতক সন্তান দু'জনেই ভালো রয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, ফারাক্কা ব্লকের অন্তর্গত খোশালপুর গ্রামের বাসিন্দা আনজুমা খাতুন নামে ওই মহিলার বাবার বাড়ি ঝাড়খণ্ডে। বর্তমানে তাঁর স্বামী কর্মসূত্রে ভিন রাজ্যে রয়েছে। ওই মহিলা গর্ভবতী হয়ে পড়ার পর গত বেশ কিছুদিন ধরে তাঁর বাবার বাড়িতেই থাকছিলেন। শনিবার সকালে ওই মহিলার প্রসব যন্ত্রণা উঠলে তাঁকে ঝাড়খন্ড থেকে ফারাক্কার বেনিয়াগ্রাম স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করাতে নিয়ে আসেন পরিবারের লোকেরা। অভিযোগ উঠেছে হাসপাতালের কয়েকজন স্বাস্থ্যকর্মী ওই মহিলার নথিতে তাঁর বাড়ির ঠিকানা খোশালপুর দেখার পর তাঁকে বেনিয়াগ্রাম হাসপাতালে ভর্তি করতে অস্বীকার করেন। পরিবর্তে ওই মহিলার পরিবারের লোকেদেরকে বলা হয় তাঁকে নিয়ে বল্লালপুর অথবা বহরমপুর শহরে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করানোর জন্য। ওই প্রসূতির বাবা আলম শেখ বলেন, শনিবার সকালে আমার মেয়ের প্রসব যন্ত্রণা ওঠায় গাড়ি ভাড়া করে তাঁকে ঝাড়খন্ড থেকে সোজা বেনিয়াগ্রাম স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসি। গাড়ি থেকে নামানোর পর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কর্তব্যরত নার্স এবং আয়া মাসিকে তাড়াতাড়ি আমার মেয়েকে ভর্তি করতে অনুরোধ করেছিলাম। তিনি অভিযোগ করেন, আমার মেয়ের আধার কার্ড এবং 'মা ও শিশু সুরক্ষা' কার্ড দেখার পর হাসপাতালের নার্সরা আমার মেয়েকে ভর্তি করতে অস্বীকার করেন। তাঁরা মেয়েকে বল্লালপুর অথবা বহরমপুরে নিয়ে যেতে বলেন। তাঁরা জানিয়েছিলেন খোশালপুরের বাসিন্দাদের বেনিয়াগ্রাম স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তির ক্ষেত্রে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের বারণ রয়েছে। কিন্তু মেয়ে প্রসব যন্ত্রনায় ক্রমশ কাতর হয়ে পড়ায় আমি একপ্রকার জোর করেই তাঁকে ভেতরে নিয়ে যেতে বলি। পরে আমি জানতে পেরেছি আমার মেয়েকে শৌচাগারে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানেই আমার মেয়ে নিজের পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছে। এই গাফিলতির জন্য কয়েকজন স্বাস্থ্য কর্মী দায়ী। ফারাক্কা ব্লকের বিএমওএইচ ডাঃ মশিউর রহমান বলেন, আমি গোটা ঘটনাটি শুনেছি। তবে ওই মহিলা শৌচাগারে তাঁর সন্তানের জন্ম দেননি। 'লেবার টেবিলে'ই তাঁর সন্তান প্রসব হয়েছে। তিনি বলেন, ওই মহিলা হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর সম্ভবত শৌচালয়ে গিয়েছিলেন। সেইখানে তাঁর শিশুর মাথা বেরিয়ে আসছিল। তখন তাঁকে দ্রুত 'লেবার টেবিলে' নিয়ে আসা হয়। বিএমওএইচ আরও জানান, আসন্ন প্রসবা কোনও মহিলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এলে তাঁকে অন্যত্র রেফার করে দেওয়ার কোনও নিয়ম নেই। এমন যদি কেউ করে থাকেন তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ফারাক্কার তৃণমূল বিধায়ক মনিরুল ইসলাম বলেন, তৃণমূল সরকারের আমলে রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। এখন ফারাক্কার সমস্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়া যায়। বিরোধী রাজনৈতিক দলের তরফ থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে এই ঘটনাকে নিয়ে ভুয়ো তথ্য ছড়ানো হচ্ছে। আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি ওই মহিলাকে বেনিয়াগ্রাম হাসপাতালে ভর্তি নেওয়া হয়েছে এবং বর্তমানে মা ও নবজাতক শিশু দু'জনেই সুস্থ রয়েছেন।

বন্দে ভারত ট্রেনে স্থানীয় খাবার পরিবেশন করা হবে এবং পর্যায়ক্রমে সমস্ত ট্রেনে এটি চালু করা হবে

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর ঃ রেল, তথ্য ও সম্প্রচার এবং ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব আজ রেল ভবনে কর্মকর্তাদের সাথে একটি পর্যালোচনা বৈঠক করেন। রেল ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের প্রতিমন্ত্রী রভনীত সিং বিট্টুও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কর্মকর্তাদের বন্দে ভারত ট্রেনে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের স্থানীয় খাবার পরিবেশনের নির্দেশ দেন। স্থানীয় খাবার চালু করার ফলে যাত্রাপথের অঞ্চলগুলির সংস্কৃতি ও স্বাদের প্রতিফলনকারী খাবার পরিবেশনের মাধ্যমে যাত্রীদের অভিজ্ঞতা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হবে। ভবিষ্যতে এই সুবিধাটি পর্যায়ক্রমে সমস্ত ট্রেনে প্রসারিত করা হবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও উল্লেখ করেন যে ভুয়া পরিচয় ব্যবহার করে ট্রেনের টিকিট বুকিংয়ের বিরুদ্ধে ভারতীয় রেলের অভিযান ইতিবাচক ফল দিচ্ছে। ব্যবহারকারীর পরিচয় প্রতিষ্ঠা এবং ভুয়া আইডি শনাক্ত করার জন্য একটি কঠোর ব্যবস্থা চালু করার পর, এখন প্রতিদিন আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে প্রায় ৫,০০০ নতুন ব্যবহারকারী আইডি যুক্ত হচ্ছে। সাম্প্রতিক সংস্কারের আগে এই সংখ্যাটি প্রতিদিন প্রায় এক লক্ষ নতুন ব্যবহারকারী আইডিতে পৌঁছেছিল। এই পদক্ষেপগুলি ইতিমধ্যেই ভারতীয় রেলকে ৩.০৩ কোটি ভুয়া অ্যাকাউন্ট নিষ্ক্রিয় করতে সাহায্য করেছে। আরও ২.৭ কোটি ব্যবহারকারী আইডি হয় সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে অথবা তাদের সন্দেহজনক কার্যকলাপের ভিত্তিতে স্থগিত করার জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং প্রতিমন্ত্রী কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে টিকিট ব্যবস্থা এমনভাবে সংস্কার করতে হবে যাতে সমস্ত যাত্রী একটি আসল এবং বৈধ ব্যবহারকারী আইডির মাধ্যমে সহজেই টিকিট বুক করতে পারেন।

উত্তরে কুয়াশার রেড অ্যালার্ট জারি আবহাওয়া দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৩ ডিসেম্বর ঃ উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে আপাতত শুষ্ক আবহাওয়াই বজায় থাকার পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার-সহ একাধিক জেলায় আগামী কয়েকদিন বৃষ্টির সম্ভাবনা কম বলেই জানানো হয়েছে। ফলে শীতের আমেজের মধ্যেই রোদঝলমলে দিনের সাক্ষী থাকবে এই অঞ্চলগুলি। তবে দার্জিলিং, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা জেলায় ভোরের দিকে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর জেরে দৃশ্যমানতা ৯৯৯ মিটার থেকে কমে ২০০ মিটার পর্যন্ত নেমে যেতে পারে বলে সতর্কতা জারি করা হযেছে। বিশেষ করে সকালে যাতায়াতকারী যানবাহন ও পর্যটকদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পাহাড়ি জেলা দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ে শীতের দাপট তুলনামূলকভাবে বেশি অনুভূত হচ্ছে। দার্জিলিংয়ে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা প্রায় ১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং কালিম্পংয়ে তা প্রায় ২১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে। সকালের ঠান্ডা হাওয়া ও কুয়াশা পাহাড়ে শীতের আমেজ আরও বাড়িয়ে তুলছে। সমতলের জেলাগুলির মধ্যে শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়িতে দিনের তাপমাত্রা প্রায় ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, মালদা, উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা প্রায় ২৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি রয়েছে। রাতে ও ভোরে শীত অনুভূত হলেও দিনে তুলনামূলকভাবে আরামদায়ক আবহাওয়া থাকবে। সব মিলিয়ে উত্তরবঙ্গে এই মুহূর্তে শুষ্ক ও স্থিতিশীল আবহাওয়ার পরিস্থিতি বজায় রয়েছে। বৃষ্টির সম্ভাবনা না থাকলেও কুয়াশার কারণে সকালে কিছুটা সমস্যা হতে পারে। আবহাওয়া দফতরের পরামর্শ অনুযায়ী, ভোরের দিকে যাতায়াতের ক্ষেত্রে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

মেলেনি দীর্ঘদিনের বোনাস ও মজুরি, নাগরাকাটায় বিক্ষোভ চা শ্রমিকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালবাজার, ১৩ ডিসেম্বর ঃ দুর্গাপুজোর পেরিয়ে বড়দিন। নাগরাকাটা ব্লকের ধরণীপুর চা-বাগানের শ্রমিকরা যে তিমিরে ছিলেন, সেই তিমিরেই রয়েছেন! মেলেনি দীর্ঘ দিনের বকেয়া বোনাস ও মজুরি। সেই প্রতিবাদে শনিবার সকালে বাগান ম্যানেজারকে ঘিরে বিক্ষোভ শ্রমিকদের। সুরাহা না মেলায় কাজ বন্ধ করে দিলেন তাঁরা। শ্রমিকদের দাবি, মাসখানেক আগে শিলিগুড়ির শ্রমিক ভবনে মালিক পক্ষ ও শ্রমিকদের বৈঠক হয়। সেখানে ২০ শতাংশ বোনাস ও বকেয়া মজুরি মিটিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল মালিক কর্তৃপক্ষ। শ্রমিকদের দাবি, মালিকপক্ষ জানিয়েছিলেন বাগান খুললে ১৮ নভেম্বরের মধ্যে তাঁদের বকেয়া টাকা মিটিয়ে দেওয়া হবে। সেই মতো ১৭ নভেম্বর থেকে কাজে যোগ দেন তাঁরা। কিন্তু নভেম্বর শেষ হয়ে প্রায় ১ মাস হতে এলেও বেতন ও ২০ শতাংশ হারে বোনাস তাঁরা পাননি বলে অভিযোগ শ্রমিকদের। মালিকপক্ষ কোনও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি বলে ক্ষোভ ফুঁসছেন শ্রমিকরা। দুর্গাপুজোর পর পেরিয়ে গেছে কয়েকমাস। সামনেই বড়দিন। বলতে গেলে বছরের শেষ উৎসব। এই আবহে তাঁদের অর্থ সংকটের মধ্যে কাটাতে হবে তা মেনে নিতে পারছেন না শ্রমিকরা। তারই প্রতিবাদে আজ, শনিবার সকালে ম্যানেজারকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তাঁরা। শ্রমিকদের স্পষ্ট বক্তব্য, যতক্ষণ না তাঁদের সমস্ত পাওনাকড়ি মেটানো হচ্ছে, ততক্ষণ তাঁরা কাজে যোগ দেবেন না। এব্যাপারে বাগান কর্তৃপক্ষ কোনও মন্তব্য করতে চায়নি।

গড়চুমুক পর্যটন কেন্দ্র সংলগ্ন এলাকায় খুড়িগাছিতে শুরু হয়েছে অকাল রাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ১৩ ডিসেম্বর ঃ শীতের আমেজে হাওড়ার অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র গড়চুমুক পর্যটন কেন্দ্র সংলগ্ন এলাকায় খুড়িগাছিতে শুরু হয়েছে অকাল রাস। জানা গেছে, খুড়িগাছি গ্রামটি এই পর্যটন কেন্দ্র লাগোয়া। এলাকার মানুষজন ভাগীরথী এবং দামোদর থেকে মাছ ধরে জীবন যাপন করেন। খুড়িগাছি গ্রামের মানুষের কাছে রাস উৎসবের ছিল। পাশাপাশি এই পর্যটন কেন্দ্রে আসা কয়েক হাজার মানুষের বিকিকিনির অভাব ছিল। ঘুরতে গিয়ে অনেকে অনেক কিছুই কেনেন কিন্তু সন্দেহিত এলাকায় কোনরকম ব্যতিক্রমী বিকি কিনির ব্যবস্থা না থাকায় কেনাকাটার ক্ষেত্রে হতাশ হয়ে যেতেন পর্যটকরা। এই দিকটি মাথায় রেখে এবং স্থানীয় পুরোহিতের পরামর্শ মেনে খুড়িগাছি তরুণ সংঘের উদ্যোগে গত কয়েকবছর ধরে গর্জনক পর্যটন কেন্দ্র থেকে দশ মিটারের মধ্যে শুরু হয়েছে অকাল রাশ অনুষ্ঠান। রাধা কৃষ্ণের রাসলীলার অনুষঙ্গ মূর্তি আকারে যেমন উপস্থাপিত হয়েছে তেমনি জনচেতনা এবং আনন্দের জন্য বিভিন্ন উপকরণ মডেল আকারে উপস্থাপিত হয়েছে এবং মন্ডপ সকলের নজর কেড়েছে। মেলাটি উদ্বোধন হবে শনিবার। উদ্বোধন করেন রাজ্যের পূর্ত এবং জনস্বাস্থ্য কারিগরি মন্ত্রী পুলক রায়।

পথ দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তাল আসানসোল, পুলিশের উপর হামলা- এএসআই সহ আহত ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, আসানসোল, ১৩ ডিসেম্বর ঃ আসানসোলে পথ দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের পরিস্থিতি তৈরি হল। বালি বোঝাই একটি গাড়ির ধাক্কায় এক ব্যক্তির মৃত্যু ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় জামুরিয়া থানার চিচুড়িয়া গ্রামে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছতেই পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। অভিযোগ, পুলিশের উপর হামলা চালানো হয় এবং পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। এই ঘটনায় এক এএসআই-সহ চার জন পুলিশ কর্মী আহত হন। আহতদের মধ্যে এক জন পুলিশ কর্মীকে দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে বলে অভিযোগ এবং এলাকা থেকে এখন পর্যন্ত পাঁচ জনকে আটক করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তির দেহ ময়নাতদন্তের জন্য আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার পর থেকে এলাকায় উত্তেজনা রয়েছে, অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। এই বিষয়ে ডিসিপি সেন্ট্রাল ধ্রুব দাস জানান, ঘটনায় একজন পুলিশ কর্মীকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। এখন পর্যন্ত পাঁচজনকে আটক করা হয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, দোষীদের চিহ্নিত করে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে গ্রেপ্তার প্রৌঢ়

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান, ১৩ ডিসেম্বর ঃ ঃপূর্ব বর্ধমানের মেমারীতে এক নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠল এক প্রৌঢ়ের বিরুদ্ধে। অভিযুক্তের নাম নিয়ামত শেখ (৫১)। তিনি মেমারী শহরের খটিকপাড়া এলাকার বাসিন্দা। ঘটনাটি ঘটেছে মেমারী থানার অন্তর্গত বোহার বাজার এলাকায়। পরিবারের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় দোষীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। জানা গেছে, দশম শ্রেণীর এক নাবালিকা ছাত্রী শুক্রবার সকালে প্রতিদিনের মতো স্কুলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয়। পথে কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে সে স্থানীয় একটি মুদিখানার দোকানে যায়। অভিযোগ, সেই সময় দোকানে আগে থেকেই উপস্থিত ছিল অভিযুক্ত নিয়ামত শেখ। হঠাৎই সে নাবালিকার মুখ চেপে ধরে তার উপর যৌন নির্যাতন চালায়। নাবালিকার চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে অভিযুক্তকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। মেমারী থানার অন্তর্গত সাতগাছিয়া ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিয়ামত শেখকে আটক করে। পরে বিষয়টি নাবালিকার পরিবারের লোকজন জানতে পারেন। তাঁদের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। শনিবার অভিযুক্তের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে মেমারী থানার পুলিশ তাকে বর্ধমান জেলা আদালতে পেশ করে। বিচারক অভিযুক্তকে জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। তবে স্থানীয়দের একাংশের দাবি, অভিযুক্ত নিয়ামত শেখ মানসিকভাবে অসুস্থ। বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

মালদায় আত্মহত্যা, উঠল এসআইআর নিয়ে অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১৩ ডিসেম্বর ঃ মালদায় আত্মহত্যার ঘটনায় উঠল এসআইআর নিয়ে অভিযোগ। বছর ৫২-এর এক ব্যক্তি গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন বলে অভিযোগ। মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি গ্রামে। শনিবার ভোররাতের ঘটনা। এসআইআর -এর নথি সংক্রান্ত সমস্যায় ছিল, সেই কারণে ভয়ে ছিলেন তিনি, এমনটাই দাবি স্থানীয়দের। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত ব্যক্তির নাম আবুল কালাম। তার বাড়ি বালুভোরট গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বহু বছর ধরে জয়পুরে থাকতেন তিনি। সেখানে হোটেলে কাজ করতেন। তিনি অবিবাহিত ছিলেন। গত একবছর ধরে বাড়িতে থাকতেন। ভোটার কার্ড ও আধার কার্ড না থাকায় এসআইআর ফর্ম পূরণ করতে পারেননি বলে স্থানীয় বাসিন্দারা জানাচ্ছেন। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় বাবা ও মায়ের নামও ছিল না। আতঙ্কে ভুগছিলেন তিনি। ডিটেনশন ক্যাম্প ও বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে এই ভয় দেখাচ্ছিলেন কিছু লোক, এমনটাই দাবি কিছু বাসিন্দাদের। সেই আতঙ্কে আত্মঘাতী বলে দাবি। পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

অফবিট

প্রকৃতি এখানে শিক্ষক, মানুষ ছাত্র! কেরলের গুরুকুল যেন বিশ্বের পরিবেশ-মডেল

এস. বড়াল

পাহাড় বেয়ে নেমে আসা নরম কুয়াশা, ভেজা মাটির গন্ধে ম ম করছে বাতাস। চারদিকে শ্যাওলা-ঢাকা পাথর, ঝুলন্ত লতার পাতায় চিকচিক করছে সকালের শিশির। এই নীরব অথচ সম্পূর্ণ জীবন্ত জঙ্গলের মধ্যেই গড়ে উঠেছে এক আশ্চর্য শিক্ষালয়-গুরুকুল বোটানিক্যাল অভয়ারণ্য। যেখানে শিক্ষক প্রকৃতি, আর ছাত্র মানুষ। পাঠ্যবই নেই, আছে কচি পাতার কুঁড়ির ভিতর লুকিয়ে থাকা সহস্রাব্দের জ্ঞান। কেরলের ওয়ানা। জেলার বনের গভীরে ১৯৮১ সালে এই গুরুকুলের জন্ম। প্রতিষ্ঠাতা জার্মান পরিবেশরক্ষক ওল্ফগ্যাং থিউরকোফ। তখন এ অঞ্চল চা, আদা আর লেমনগ্রাসের বাণিজ্যিক চাষে ক্ষয়ে যাচ্ছিল। খণ্ডে খণ্ডে কাটা হচ্ছিল প্রাচীন বন। অগণিত উদ্ভিদপ্রজাতি হারিয়ে যাচ্ছিল চিরতরে। সেই সঙ্কটের মধ্যেই থিউরকোফের স্বপ্ন-বনকে বাঁচানো। কিন্তু বাঁচানো মানে নতুন করে গাছ লাগানো নয় বরং বাস্তুতন্ত্রকে নিজে থেকে পুনর্জন্ম নেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া। গুরুকুলের দর্শনে তাই নেই দ্রুত বনায়নের প্রচলিত ছক। এখানে ‘বন তৈরি করা’ হয় না, বনকে নিজের মত করে ফিরে আসতে দেওয়া হয়। মাটির স্বর, আলো-ছায়ার মিশ্রণ, জলপথের প্রাকৃতিক চলন-সবকিছুকে নিজের জায়গায় ফিরিয়ে আনার

চেষ্টা। তারই ফল, আজ এই অভয়ারণ্যে নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছে ২,০০০-রও বেশি দেশীয় উদ্ভিদপ্রজাতি। বিরল ফার্ন, মস, লতা, ক্ষুদ্র গুল্ম, নুনোফুল ডেইজি, বিপন্ন অরণ্য-ফুল-সব মিলিয়ে এক জীবন্ত জিনতত্ত্বের জগৎ। এখানে বড় গাছ নয়, বরং ক্ষুদ্র উদ্ভিদই বন পুনর্জন্মের আসল নায়ক। কারণ ক্ষুদ্র উদ্ভিদের হাত ধরেই শুরু হয় বনের পুনরুত্থান, তারপর তাতে যোগ হয় নানা স্তরের ঝোপঝাড়, তারপর আসে বৃহ বৃক্ষ। বন জন্ম নেয় নিচু থেকে উঁচুতে, ধীরে ধীরে, স্বাভাবিক ছন্দে। গুরুকুলের আর এক বড় বৈশিষ্ট্য-এখানকার অধিকাংশ দায়িত্ব সামলান স্থানীয় গ্রামের নারী সহায়করা। কারও উচ্চশিক্ষা নেই, কিন্তু বনচেনা, পত্র-ফুলের ভাষা বোঝা, মাটির গন্ধে ঋতুর বদল টের পাওয়া-এই সব জ্ঞানে তাঁরা সিদ্ধহস্ত। তাঁদের কথায়, ‘আমরা গাছ লাগাই না, আমরা বনের জন্য জায়গা করি।’ এই দর্শনই পালটে দিয়েছে গোটা এলাকা। বন যেমন ফিরেছে, তেমনই ফিরেছে গ্রামের নারীদের আত্মবিশ্বাস। কাজের সুযোগ বেড়েছে, বেড়েছে সামাজিক মর্যাদা। তাঁদের বিশ্বাস, বন আলাদা কোনও সত্তা নয়-এ এক পূর্ণ জগত, যেখানে জল, মাটি, পশুপাখি, মানুষ, গ্রাম ও সংস্কৃতি একে অপরকে ধরে রাখে। গুরুকুল বোটানিক্যাল স্যাংচুয়ারি তাই শুধু একটি ‘অভয়ারণ্য’ নয়-এ এক জীবন্ত বিশ্ববিদ্যালয়। যার পাঠ, প্রকৃতি যদি শিক্ষক হয়, তবে শেখার শেষ নেই। বর্তমান সময়ে প্রকৃতিকে ধ্বংসের কারণে দিকে দিকে যখন ভূমিকম্প, ধসের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয় ক্রমেই মানুষের মধ্যে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করছে তখন কেরলের গুরুকুল যেন সারা বিশ্বকে হাতছানি দিয়ে বলছে-ভালভাবে বাঁচতে চাইলে আগে প্রকৃতিকে রক্ষা করো।

কেরলে ইতিহাস গড়ল বিজেপি

সংবাদ সংস্থা, তিরুবনন্তপুরম, ১৩ ডিসেম্বরঃ কেরলের রাজনীতিতে অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটে গেল শনিবার। এই প্রথম বার কেরলে পুরভোটে বড়সড় সাফল্য পেল বিজেপি। প্রথমবারের জন্য তিরুবনন্তপুরম কর্পোরেশন বামফ্রন্টের হাত থেকে ছিনিয়ে নিল গেরুয়া শিবির। তিরুবনন্তপুরমে ৪৫ বছর ধরে আধিপত্য ছিল বামেদের। সেই দুর্গ ভেঙে দিয়ে নতুন ইতিহাস গড়ল বিজেপি। ১০১টির মধ্যে ৫০টি ওয়ার্ড জিতে এনডিএ হয়ে উঠেছে একক বৃহত্তম জোট। এলডিএফ নেমে এসেছে ২৯ আসনে। কংগ্রেস-নেতৃত্বাধীন ইউডিএফ পেয়েছে ১৯টি এবং নির্দলরা পেয়েছে ২টি আসন। একজন প্রার্থী মারা যাওয়ায় একটি ওয়ার্ডে ভোটগ্রহণ বাতিল হয়েছে। তাৎপর্য হল-তিরুবনন্তপুরম কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুরের ‘হোম টার্ফ’। সেই তিরুবনন্তপুরমেই বিজেপির এই ঐতিহাসিক উত্থান কেরলের রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ তৈরি করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এরনাকুলামের ত্রিপুণিথুরা পৌরসভাতেও সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে এনডিএ। ৫৩ সদস্যের কাউন্সিলে এনডিএ পেয়েছে ২১টি আসন, এলডিএফ পেয়েছে ২০টি, ইউডিএফের দখলে গেছে ১২টি আসন। ত্রিপুণিথুরা পৌরসভা এই প্রথমবার দখল করল বিজেপি। ২০২০ সালে ৪৯টি ওয়ার্ডের পৌরসভায় সিপিএম ছিল সবচেয়ে বড় দল (২৩ আসন), বিজেপি পেয়েছিল ১৭টি। এ বছর ওয়ার্ড সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভোটা বিন্যাসে যে বদল ঘটে গেছে তা এই ফলাফলে স্পষ্ট। পালাক্কড় পৌরসভায় এনডিএর আধিপত্য বজায় থাকল। বিজেপি পেয়েছে ২৫টি আসন, ইউডিএফ ১৮টি, এলডিএফ পৌঁছে গেছে শেষ স্থানে। বামেরা মাত্র ৯টি আসনে জিতেছে। কেরলে বিজেপির সবচেয়ে শক্তিশালী শহরভিত্তিক সংগঠনের মধ্যে পালাক্কড় অন্যতম। এদিনের ফলাফল তা আরও পোক্ত করে দিল।

Name Change
I, Rabia Bibi (Old Name) W/O–Basar residing at Vill-Rannuchak, PO-Shershahi, PS-Kaliachak, Malda, West Bengal 732201 do hereby declared that I have changed my name from Rabia Bibi to Rabeya and henceforth I shall be known as Rabeya (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 12/12/2025. My name Rabeya & Rabia Bibi both are same and one identical person.

Name Change
I, Narottam Mandal (Old Name) S/O–Vriguram Mandal residing at Vill & PO-Chanderghat, PS-Tehatta, Nadia, West Bengal 741160 do hereby declared that I have changed my name from Narottam Mandal to Narattam Mandal and henceforth I shall be known as Narattam Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 12/12/2025. My name Narattam Mandal & Narottam Mandal both are same and one identical person.

Name Change
I, Majibur Rahaman (Old Name) S/O–Abdus Sattar residing at Begunbari, Beldanga, Murshidabad, West Bengal 742133 do hereby declared that I have changed my name from Majibur Rahaman to Mojibur Rahaman and henceforth I shall be known as Mojibur Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 12/12/2025. My name Mojibur Rahaman & Majibur Rahaman both are same and one identical person.

১৭ বছর পর ফিরছেন তারেক রহমান

সংবাদ সংস্থা, ঢাকা, ১৩ ডিসেম্বরঃ বাংলাদেশে বড় পট পরিবর্তন। ইউনূস সরকারের জাতীয় নির্বাচনের ঘোষণা, ঠিক তারপরই জানা গেল দেশে ফিরছেন বিএনপি-র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তথা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ছেলে তারেক রহমান। আগামী ২৫ ডিসেম্বর তিনি বাংলাদেশে ফিরছেন। ২০০৮ সালের পর এই প্রথম তিনি বাংলাদেশে আসছেন। বর্তমানে হাসপাতালে ভর্তি খালেদা জিয়া। সঙ্কটজনক অবস্থা তাঁর। ভেন্টিলেশনে রয়েছেন তিনি। ফুসফুসে জল জমেছে, কিডনি বিকল হয়ে গিয়েছে তাঁর। শারীরিক অবস্থা এতটাই খারাপ যে বিদেশে চিকিসার জন্যও স্থানান্তর করা যাচ্ছে না তাঁকে। চিন থেকে চিকিসক এসেছেন বাংলাদেশে। এই পরিস্থিতিতে আগেই একটা জল্পনা তৈরি হয়েছিল যে তারেক রহমান দেশে ফিরতে পারেন। শুক্রবার, ১২ ডিসেম্বর বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জানান যে আগামী ২৫ ডিসেম্বর বাংলাদেশে ফিরছেন তারেক রহমান। দল তাঁকে স্বাগত জানাচ্ছে। প্রসঙ্গত, ২০০৭ সালে গ্রেফতার হয়েছিলেন তারেক রহমান। পরের বছর তিনি মুক্তি পান। এরপর ওই বছরই অর্থাৎ ২০০৮ সালে তিনি চিকিসার জন্য সপরিবারে ব্রিটেন যান এবং সেখানেই থেকে যান। গত বছর ছাত্র গণঅভ্যুত্থানের মুখে যখন আওয়ামি লীগের সরকারের পতন হয় এবং মহম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন হয়, তারপরই তারেক রহমানের শাস্তির রায় বাতিল করে দেওয়া হয়। একাধিক মামলা থেকেও

অব্যহতি পান তিনি। অর্থাৎ বাংলাদেশে ফেরার ক্ষেত্রে আর কোনও বাধা ছিল না তারেক রহমানের। সম্প্রতি যখন খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক হয়, তখনও প্রশ্ন উঠেছিল যে তারেক রহমান কি দেশে ফিরে আসছেন? লন্ডন থেকে তিনি পোস্ট করে লিখেছিলেন, এমন সঙ্কটকালে মায়ের স্নেহ-স্পর্শ পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা যেকোনও সন্তানের মতো আমারও রয়েছে। কিন্তু অন্য আর সবার মতো এটা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমার একক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ অবারিত ও একক নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। এরপরই বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের তরফে জানানো হয়, তারেক রহমানের দেশে ফিরতে কোনও বাধা নেই। অবশেষে বাংলাদেশে ফিরছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান। তাঁর বাংলাদেশে ফেরার সময়টাও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ কারণ চলতি সপ্তাহেই বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়েছে। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের নির্বাচন হবে।

‘আমাদেরই ক্ষতি হচ্ছে’, ভারতের উপরে ট্রাম্পের চাপানো শুল্ক বাতিলের দাবিতে গর্জে উঠল সাংসদরাই

সংবাদ সংস্থা, ওয়াশিংটন, ১৩ ডিসেম্বরঃ ট্যারিফ নিয়ে ট্রাম্পের দাদাগিরি! ভারতের বিরুদ্ধে অনৈতিকভাবে ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছেন তিনি। এবার ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গর্জে উঠল সে দেশের আইন প্রণেতারাই। মার্কিন সংসদের হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভের তিন সদস্য প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের শুল্কের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করলেন। ট্রাম্প ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি ডিক্লেরেশনের বলে ভারতের উপরে যে ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছেন, সেই শুল্ক বাতিলের প্রস্তাবনা দেওয়া হয়। মার্কিন সংসদের সদস্যরা যুক্তি দিয়েছেন যে ট্রাম্পের এই ট্যারিফ সম্পূর্ণ বেআইনি, উন্নয়ন-বিরোধী এবং এতে আখেরে আমেরিকানদের ব্যবসাতেই ক্ষতি হচ্ছে। শুক্রবার মার্কিন কংগ্রেসের প্রতিনিধি ডেবোরা রস, মার্ক ভেসি ও রাজা কৃষ্ণমূর্তি এই প্রস্তাব পেশ করেন। প্রথমে রেসিপ্রোকাল ট্যারিফে ২৫

শতাংশ শুল্ক এবং চলতি বছরের আগস্ট মাসে রাশিয়ার থেকে তেল কেনার জন্য ভারতের উপরে যে অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপানো হয়েছিল, তার বিরোধিতা করা হয়েছে এই প্রস্তাবনায়। ভারতকে আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার বলে উল্লেখ করেছেন তারা। ডেবোরা রস জানান, আমেরিকার ভারতের উপরে শুল্ক বসানোয় নিজেদের দেশেই ক্ষতি হচ্ছে। নর্থ ক্যারোলিনার অর্থনীতি সবথেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কারণ বাণিজ্য, বিনিয়োগ ভারতের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ ও হাজার হাজার চাকরি ভারতীয় কোম্পানিগুলির সঙ্গে যুক্ত। এই প্রদেশে ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিকদের সংখ্যাও অনেক বেশি। রাজা কৃষ্ণমূর্তি বলেন যে ট্রাম্পের চড়া শুল্কের কারণে বাণিজ্য সরবরাহ শৃঙ্খল নষ্ট হচ্ছে। খর বাড়ছে, ক্ষতি হচ্ছে মার্কিন কর্মীদের। শুল্ক চাপানোয় লাভের বদলে ক্ষতিই বেশি হচ্ছে। ভারতের পাশাপাশি ব্রাজিলের উপর থেকেও ৫০ শতাংশ শুল্ক প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়েছে। এই প্রস্তাবনা নিয়ে আলোচনা হতে পারে মার্কিন সংসদে।

ইন্ডিগো বিভ্রাটের শিকড় খুঁজতে দ্বিমুখী তদন্ত, স্বাধীন বিশেষজ্ঞ দল গড়ল উড়ান সংস্থা

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বরঃ বিমান পরিষেবায় বিপর্যয়ের নেপথ্যে প্রকৃত কারণ খুঁজে বার করতে এ বার পৃথক তদন্তের পথে হাঁটল ইন্ডিগো। উড়ান সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, পরিষেবায় বিভ্রাটের কারণ বিশ্লেষণের জন্য একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞ সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। যত দ্রুত সম্ভব এই অনুসন্ধান শুরু করবে বিশেষজ্ঞ দল। তদন্ত শেষ হলে তারা ইন্ডিগোর বোর্ডের কাছে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দেবে। ইন্ডিগোর পরিষেবায় বিভ্রাটের ঘটনা এক সপ্তাহেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও যাত্রীভোগান্তি এখনও পুরোপুরি কাটেনি। উড়ান বাতিলের সংখ্যা আগের তুলনায় কমলেও নানা রকম সমস্যায় নাজেহাল হচ্ছেন যাত্রীরা। এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবারের পর শুক্রবার ফের উড়ান নিয়ন্ত্রক সংস্থা ডিজিসিএ-র দফতরে তলব করা হয় ইন্ডিগোর সিইও পিটার এলবার্সকে। শুক্রবারও ডিজিসিএ গঠিত চার সদস্যের

কমিটির জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়েন পিটার। দেশের অন্যতম বৃহৎ উড়ান সংস্থার পরিষেবায় এত বড়সড় বিপর্যয়ের কারণ খতিয়ে দেখাই এই কমিটির মূল দায়িত্ব। ঘটনাচক্রে, ঠিক একই দিনেই ইন্ডিগো তাদের নিজস্ব উদ্যোগে পৃথক তদন্ত শুরু করার কথা ঘোষণা করল। এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে চলা এই বিভ্রাট ঘিরে ইতিমধ্যেই ইন্ডিগোর পরিষেবা মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে এক বিবৃতিতে সংস্থা জানিয়েছে, বাতিল হওয়া উড়ানের ক্ষেত্রে অধিকাংশ যাত্রীকে টিকিটের টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছে। যাঁরা এখনও ফেরত পাননি, তাঁদের টাকা আগামী দু’-তিন দিনের মধ্যেই সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া, গত ৩ থেকে ৫ ডিসেম্বরের মধ্যে যাঁরা উড়ান বাতিলের কারণে চরম দুর্ভোগের শিকার হয়েছেন, তাঁদের জন্য বিশেষ ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছে ইন্ডিগো। টিকিটের টাকা ফেরতের পাশাপাশি অতিরিক্ত ১০ হাজার টাকার ভাউচারও দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে সংস্থা। এই বিতর্কের মধ্যেই কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রী কে রামমোহন নায়ডু ইন্ডিগোর সিইও-র সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকের পরে মন্ত্রী স্পষ্ট জানান, শুধু ইন্ডিগো নয়, তদন্তের আওতায় আনা হবে ডিজিসিএ-কেও। গত কয়েক দিনে পরিস্থিতি মোকাবিলায় ডিজিসিএ-র ভূমিকা কতটা কার্যকর ছিল, তা খতিয়ে দেখা হবে। ইতিমধ্যেই ডিজিসিএ চার জন ফ্লাইট অপারেশনস ইনস্পেক্টর (এফওআই)-কে বরখাস্ত করেছে। জানা গিয়েছে, ইন্ডিগোর উড়ান পরিষেবার তদারকিতে সরাসরি যুক্ত ছিলেন ওই আধিকারিকেরা। ফলে ইন্ডিগোর ভূমিকার পাশাপাশি নিয়ন্ত্রক সংস্থার নজরদারি নিয়েও প্রশ্ন আরও জোরাল হচ্ছে।

পাকিস্তানের ক্লাসরুমে শোনা গেল সংস্কৃত, পড়ানো হচ্ছে গীতা-মহাভারত! স্বাধীনতার পর প্রথমবার

সংবাদ সংস্থা, ইসলামাবাদ, ১৩ ডিসেম্বরঃ পাকিস্তানে ইতিহাস। দেশভাগের পর প্রথমবার পাকিস্তানি ক্লাসরুমে পড়ানো হচ্ছে সংস্কৃত। মহাভারত থেকে ভগবত গীতার শ্লোক পড়ছেন পাকিস্তানি পড়ুয়ারা। মহাভারত সিরিয়ালের ‘হ্যায় কথা সংগ্রাম কি’ টাইটেল ট্র্যাকও শোনা যাচ্ছে উর্দুতে। লাহোর ইউনিভার্সিটি অব ম্যানেজমেন্ট সায়েন্স এই ঐতিহাসিক উদ্যোগ নিয়েছে। আর তিন মাসের ওয়ার্কশপ নয়, পাকিস্তানি বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ কোর্স পড়ানো হবে সংস্কৃতের। পড়ুয়া ও শিক্ষাবিদদের থেকে অভূতপূর্ব সাড়া পেয়েই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। ২০২৭ সালের মধ্যে সংস্কৃতকে বার্ষিক কোর্সে পরিণত করার পরিকল্পনা রয়েছে। সংস্কৃতকে পাকিস্তানে পুনর্জীবিত করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন অধ্যাপক শাহিদ রশিদ। তিনি ফোরম্যান খ্রিস্টান কলেজে সোশিওলজি পড়ান। তাঁর কথায়, এই পদক্ষেপ ছোট হলেও, অত্যন্ত

গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষিণ এশিয়ার দর্শন, সাহিত্যকে গঠন করেছে সংস্কৃত, তাই এই ভাষা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েই পড়া উচিত। দ্য ট্রিবিউনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘‘কেন আমরা শিখব না? এই ভাষা গোটা অঞ্চলকে একসুতোয় বেঁধেছে। পানিনির গ্রাম এখানে ছিল। সিন্ধু সভ্যতার সময়ে অনেক কিছু এখানে (পাকিস্তান) লেখা হয়েছিল। আমাদের এই ভাষা গ্রহণ করা উচিত, এটা আমাদেরও। কোনও একটি ধর্মের সঙ্গে বাঁধা নয় এই ভাষা।’’ উল্লেখ্য, সংস্কৃত ব্যকরণবিদ পানিনি থাকতেন গন্ধরায়, যা বর্তমানে খাইবার-পাখতুনখা। অধ্যাপক রশিদ জানিয়েছেন যে যখন প্রথম সংস্কৃত নিয়ে পঠন-পাঠন শুরু হয়, পড়ুয়ারা ভয় পেত। তবে দ্রুত তারা সেই ভাষাকে আত্মস্থ করে নিয়েছে। প্রথম সপ্তাহের পড়ানোর অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়ে তিনি বলেন, ‘‘আমি যখন সুভাষিতা পড়াচ্ছিলাম, তখন ছাত্র-ছাত্রীরা অবাক হয়ে গিয়েছিল যে উর্দু কতটা সংস্কৃত থেকে অনুপ্রাণিত। অনেকে তো জানতও না যে হিন্দি আর সংস্কৃত-দুটো আলাদা ভাষা।’’ ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরমানি সেন্টারের ডিরেক্টর ডঃ আলি উসমান কাশমি জানান যে পঞ্জাব ইউনিভার্সিটিতে সংস্কৃত নথির বিশাল সম্ভার রয়েছে। ১৯৩০ সালে তাল পাতায় লেখা এই সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি গুলি ক্যাটালগ করা হয়, কিন্তু দশকের পর দশক ধরে কোনও পাকিস্তানি পণ্ডিত এই পাণ্ডুলিপি নিয়ে পড়াশোনা বা গবেষণা করেননি। এবার পাকিস্তানের মাটিতেই সংস্কৃত পড়ানো শুরু হওয়ায় সেই চিত্র বদলাবে। তাদের আশা, আগামী ১০-১৫ বছরে পাকিস্তান থেকে গীতা ও মহাভারত বিশেষজ্ঞ উঠে আসবে।

Name Change
I, Maharam Seikh (Old Name) S/O–Haque Mahammad Seikh residing at Shiyalmara Baniyapara, Radharghat, Berhampore, Murshidabad, West Bengal 742187 do hereby declared that I have changed my name from Maharam Seikh to Maharam Ali and henceforth I shall be known as Maharam Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 12/12/2025. My name Maharam Ali & Maharam Seikh both are same and one identical person.

Name Change
I, Dadan Seikh (Old Name) S/O–Rahamat Sk resident of Vill-Charkashthasali, Po-Sreemayapur, Ps-Nabadwip, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741313 do hereby declared that I have changed my name from Dadan Seikh to Doden Sk and henceforth I shall be known as Doden Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magistrate affidavit Nabadwip court on 12/11/2025. My name Doden Sk & Dadan Seikh both are same and one identical person.

Name Change
I, Mafruja Bibi (Old Name) W/O–Bablu Saikh residing at Vill- Bilbari Chhaigariya, PO-Bhattabati, PS-Nabagram, Murshidabad, West Bengal 742181 do hereby declared that I have changed my name from Mafruja Bibi to Mafruja Khatun and henceforth I shall be known as Mafruja Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 12/12/2025. My name Mafruja Khatun & Mafruja Bibi both are same and one identical person.

Name Change
I, Sanchita Biswas (Old Name) W/O–Jayanta Sarkhel residing at Karimpur Hospital Para, Karimpur, Nadia, West Bengal 741152 do hereby declared that I have changed my name from Sanchita Biswas to Sanchita Sarkhel Biswas and henceforth I shall be known as Sanchita Sarkhel Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 12/12/2025. My name Sanchita Sarkhel Biswas & Sanchita Biswas both are same and one identical person.

Name Change
I, Mamani Das (Old Name) W/O–Kartick Das residing at Vill-Daspara, PO-Mahisbathan, PS-Karimpur, Nadia, West Bengal 741165 do hereby declared that I have changed my name from Mamani Das to Bandana Das and henceforth I shall be known as Bandana Das (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 12/12/2025. My name Bandana Das & Mamani Das both are different person. I am Bandana Das declared that's Mamani Das is my Son's wife.

Name Change
I, Sahabuddin Mandal (Old Name) S/O–Noor Md residing at Vill-Purbagobinda, PO-Patharghata, PS-Tehatta, Nadia, West Bengal 741103 do hereby declared that I have changed my name from Sahabuddin Mandal to Sahabaddin Mandal and henceforth I shall be known as Sahabaddin Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 12/12/2025. My name Sahabaddin Mandal & Sahabuddin Mandal both are same and one identical person.

Name Change
I, Anita Biswas (Old Name) W/O–Samar Biswas residing at Raahamatpur Dinesh Natun Colony, Goas, Karimpur, Nadia, West Bengal 741165 do hereby declared that I have changed my name from Anita Biswas to Amita Biswas and henceforth I shall be known as Amita Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 13/12/2025. My name Amita Biswas & Anita Biswas both are same and one identical person.

Name Change
I, Sahida Nini Mandal (Old Name) W/O–Sahabaddin Mandal residing at Vill-Purbagobinda, PO-Patharghata, PS-Tehatta, Nadia, West Bengal 741103 do hereby declared that I have changed my name from Sahida Nini Mandal to Sahida Bibi Mandal and henceforth I shall be known as Sahida Bibi Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 12/12/2025. My name Sahida Bibi Mandal & Sahida Nini Mandal both are same and one identical person.

Name Change
I, Abdur Rahman (Old Name) S/O–Soharab residing at Vill-Chhaigadiya, PO-Bhattabati, PS-Nabagram, Murshidabad, West Bengal 742181 do hereby declared that I have changed my name from Abdur Rahman to Abdur Rahaman and henceforth I shall be known as Abdur Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 12/12/2025. My name Abdur Rahaman & Abdur Rahman both are same and one identical person.

Name Change
I, Saidurjjaman (Old Name) S/O–Gazi Rahaman residing at Vill-Kushabaria, PO-Kusaberia, PS-Domkal, Murshidabad, West Bengal 742406 do hereby declared that I have changed my name from Saidurjjaman to Sahiduzzaman and henceforth I shall be known as Sahiduzzaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 12/12/2025. My name Sahiduzzaman & Saidurjjaman both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, RAJENDRA SHAW (old name) S/o Late Gobind Shaw residing at 331, R.B.C, Road, Gouripur, P.O. Garifa, P.S. Naihati, Dist-North 24 Parganas West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from RAJENDRA SHAW to RAJENDRA GUPTA and henceforth I shall be known as RAJENDRA GUPTA (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Barrackpore dated 12/12/2025. RAJENDRA SHAW and RAJENDRA GUPTA both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, KUTUBUDDIN (OLD NAME) S/O LATE BAZLUR RAHAMAN MOLLA, RESIDING AT, SOUTH RAJAPUR,P.O - CHANDANESWAR, S. 24.PGS - 743330, W. B, INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KUTUBUDDIN MOLLA (NEW NAME), AS DECLARED BEFORE, NOTARY AT KOLKATA 13/12/25, KUTUBUDDIN MOLLA (NEW NAME) AND KUTUBUDDIN (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON.

CHANGE OF NAME
I, Abul Khayar Gazi (old name) Son of Yunis Gazi, residing at SP-102,Satarupa Pally,Kestorur Prafullakanan Bidhannagar Pin- 700101, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Abul Kheyer Gazi (New Name) as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit, dated 11/12/2025. Abul Kheyer Gazi (New Name) and Abul Khayar Gazi (old name) both are same and identical person.

CHANGE OF NAME
I, ANJURA SARDAR W/O AL MIN SARDAR R/O VILL BETBERIA P. O HRIDAYPUR P.S CHAPRA NADIA MY NAME HAS BEEN RECORDED IN MY SON'S BIRTH CERTIFICATE AS ANJURA SARDER HASBEND NAME ALMIN SARDAR, SONS NEME IN HIS BIRTH CERTIFICATE AS AMIRUL SARDER AFFIDAVIT BY EXECUTIVE MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 2/12/25. ANJURA SARDAR AND ANGARA BIBI, ALMIN SARDAR AND AL MIN SARDER,AMIRUL SARDAR AND AMIRUL SARDER ALL ARE SAME PERSON.

CHANGE OF NAME
I RUPYIA DAFA DAR MY NAME HAS BEEN RECOARDED IN MY SONS BILLAL DAFA DAR BIRTH CERTIFICATE AS RUPYIA BIBI. AFFIDAVIT BY EXECUTIVE MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 25 /9 /25 RUPYIA DAFADAR AND RUPIYIA BIBI IS SAME PERSON. MY ACTUAL NAME IS RUPYIA DAFA DAR. R/O VILL BHATGACHHI P. O RANABANDA P. S CHAPRA DIST NADIA.

নাম পরিবর্তন
আমি রতন কুমার বিশ্বাস আমার বাড়ির জমির পর্চা তে আমার পিতার নাম তেঁতুল বিশ্বাস তেঁতুল মন্ডল আছে। ১০.১২.২৫ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টের এফিডেভিটে আমার পিতা তেঁতুল বিশ্বাস, তেঁতুল চন্দ্র বিশ্বম @ তেঁতুল বিশ্বাস @ তেঁতুল মন্ডল ও তেঁতুল মন্ডল সকলে একই ব্যক্তি হইল। পিতার আসল নাম তেঁতুল বিশ্বাস, পিতা বর্তমানে মৃত।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল যাত্রী বোঝাই বাস, আহত বহু যাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেদিনীপুর, ১৩ ডিসেম্বর ঃ দুর্ঘটনার কবলে যাত্রী বোঝাই বাস। শনিবার সকালে মেদিনীপুর থেকে লালগড় যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে যাত্রী বোঝাই বাসটি। আহত অন্ততপক্ষে ১৩ জন যাত্রী। আহতদের নিয়ে আসা হয়েছে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। জানা গেছে, শনিবার সকালে মেদিনীপুর থেকে লালগড়ের উদ্দেশে যাচ্ছিল যাত্রী বোঝাই বাসটি। বাসের গতি ছিল অত্যন্ত দ্রুত। তীব্র বেগে যাওয়ার সময় হঠাৎই বাসের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন চালক। তারপরেই ঘটল দুর্ঘটনা। উল্টে গেল যাত্রী বোঝাই বাস। শালবনির ভাতমোড় এলাকায় রাস্তার পাশের জমিতে উল্টে যায় বাসটি। দুর্ঘটনায় কারুর মৃত্যু না হলেও গুরুতর জখম হন ১৩ জন বাস যাত্রী। তাদের মধ্যে গুরুতর আহত কয়েকজনকে নিয়ে আসা হয়েছে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে পিড়াকাটা ফাঁড়ির পুলিশ।

গ্রিন লাইনে সোমবার থেকে হাওড়া ময়দান থেকে সেক্টর ফাইভ বাড়ছে মেট্রোর সময়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বরঃ আগামী ১৫.১২.২০২৫ (সোমবার) থেকে গ্রিন লাইনে আরও বেশি সময় ধরে মেট্রো পরিষেবা পাওয়া যাবে। পরিষেবার সময় বাড়ানো হয়েছে। হাওড়া ময়দান থেকে শেষ মেট্রো রাত ১০.০৫ মিনিটে ছেড়ে যাবে। ১৫.১২.২০২৫ (সোমবার) থেকে গ্রিন লাইনে আরও মেট্রো পরিষেবা পরিচালিত হতে চলেছে। সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত গ্রিন লাইনে ২২৬ টি পরিষেবার পরিবর্তে ২২৮টি পরিষেবা (১১৪ টি আপ এবং ১১৪ টি ডিএন) ট্রেন পরিচালিত হবে। শনিবার, ২০২টি পরিষেবার পরিবর্তে ২০৪ টি পরিষেবা পরিচালিত হবে। রবিবার, ১০৪টি পরিষেবার পরিবর্তে ১০৮টি পরিষেবা পরিচালিত হবে। ১৫.১২.২০২৫ থেকে হাওড়া ময়দান থেকে শেষ মেট্রো সোমবার থেকে রবিবার রাত ১০.০৫ মিনিটে ছেড়ে যাবে এবং এই মেট্রো সেন্ট্রাল পার্ক স্টেশন পর্যন্ত চলবে। **সোমবার থেকে শনিবার পর্যন্ত পরিষেবা- প্রথম পরিষেবাঃ** সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত ০৬.৩৯ মিনিটে (কোনও পরিবর্তন নেই)। হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত ০৬.৪৫ মিনিটে (০৬.৩০-এর পরিবর্তে)। **শেষ পরিষেবাঃ** সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত ২১.৫৫-এ (২১.৪৭ ঘণ্টার পরিবর্তে)। হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত ২১.৫৫-এ (২১.৪৫ ঘণ্টার পরিবর্তে)। হাওড়া ময়দান থেকে সেন্ট্রাল পার্ক স্টেশন পর্যন্ত ২২.০৫-এ (নতুন পরিষেবা)। **রবিবার পরিষেবা- প্রথম পরিষেবাঃ** সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত ০৯.০২ মিনিটে (কোনও পরিবর্তন নেই)। হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত ০৯.০০ মিনিটে (কোনও পরিবর্তন নেই)। সিটি সেন্টার থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত সকাল ০৯.০০ টায় (নতুন পরিষেবা)। **শেষ পরিষেবাঃ** সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত রাত ২১.৫৫ টায় (২১.৪৭ টায়ের পরিবর্তে)। হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত রাত ২১.৫৫ টায় (২১.৪৫ টায়ের পরিবর্তে)। হাওড়া ময়দান থেকে সেন্ট্রাল পার্ক স্টেশন পর্যন্ত রাত ২২.০৫ টায় (নতুন পরিষেবা)। মেট্রো রেলের আধিকারিকরা জানাচ্ছেন ক্রমাগত যাত্রীদের ভীড় বাড়ছে। তাই যাত্রীদের সুবিধা দিতেই চাহিদা মতো মেট্রো বাড়ানো হচ্ছে।

পুরুলিয়ার অফবিট পর্যটন কেন্দ্র নরাহারা ড্যাম, বাড়তি আকর্ষণ মূয়র দেখা

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ১২ ডিসেম্বর ঃ হাতে দু-দিন সময় থাকলে কাছেপিঠে বেড়াতে যাওয়ার জন্য অনেকের কাছেই পছন্দের ডেসটিনেশন হয়ে উঠেছে সুন্দরী পুরুলিয়া। এই জেলার প্রাকৃতিক পরিবেশ মন ভাল করে দেয় পর্যটকদের। পুরুলিয়ার অফবিট পর্যটন কেন্দ্রগুলির মধ্যে অন্যতম নরাহারা ড্যাম। বেড়ানোর পাশাপাশি এই ড্যামে বাড়তি আকর্ষণ ময়ূর দেখা। শীতের এই সময়তে ঝাঁকে, ঝাঁকে ময়ূর দেখতে পাওয়া যায় এই নরাহারা ড্যামে। আশেপাশের বিভিন্ন জমিগুলিতে ময়ূর বিচরণ করতে দেখা যায় এই সমযতে। পর্যটনে বাড়তি আকর্ষণ এই ময়ূর। যা দেখতে বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ ভিড় করে। এই বিষয়ে গ্রামের এক বাসিন্দারা বলেন, শীতের মরশুমে পর্যটকদের ঢল নামে তাদের এই এলাকায়। বহু মানুষ ভিড় করেন এখানে। অসংখ্য ময়ূর রয়েছে নরাহারা ড্যাম ও পাহাড় জুড়ে। ময়ূরগুলি প্রতিদিন পাহাড় থেকে নীচে নেমে এসে ধানক্ষেত ও আশেপাশের এলাকায় ঘুরে বেড়ায়। তারা প্রায় প্রতিদিনই ময়ূর দেখতে পান। পর্যটকেরাও ময়ূর দেখতে ছুটে আসেন এই সময়। পুরুলিয়ার গুরুত্বপূর্ণ পর্যটনকেন্দ্রগুলির মধ্যে অন্যতম নরাহারা ড্যাম। অনেকেই পিকনিকের জন্য নিরিবিলি এই অফবিট পিকনিক স্পটে আসেন। এই ড্যামের স্বচ্ছ জলরাশি ও স্নিগ্ধ পরিবেশ ভ্রমণ প্রেমীদের মনে দাগ কাটে। ঝালদা শহর থেকে মাত্র ৪ কিলোমিটার দূরেই অবস্থিত এই ড্যাম। ট্রেনে বা বাসে করে ঝালদা গিয়ে, যে- কোনও টোটো গাড়ি রিজার্ভ করে অনায়াসেই এই ড্যাম থেকে ঘুরে আসা যায়। এই ড্যামের কাছে গড়ে ওঠেনি কোনও হোটেল, রিসোর্ট, হোম স্টে। তাই এখানে থাকার কোনও ব্যবস্থা নেই। নির্জন, নিরিবিলি পরিবেশে সময় কাটানোর জন্য আদর্শ এই নরাহারা ড্যাম।

কালিম্পংয়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনা! খাদে যাত্রীবোঝাই গাড়ি, মৃত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, কালিম্পং, ১৩ ডিসেম্বর ঃ কালিম্পংয়ে আবারও ঘটে গেল ভয়াবহ পাহাড়ি দুর্ঘটনা। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবাহী একটি গাড়ি ২০০ ফুট গভীর খাদে পড়ে যায়। এই মর্মান্তিক ঘটনায় দু'জন মারা গেছেন, আর আটজন আহত হয়েছেন। মৃতদের নাম তুষার বর্মন ও সুমিত মালি। তুষার বর্মন ময়নাগুড়ির বাসিন্দা এবং সুমিত মালির বাড়ি বর্ধমানে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি সিকিম থেকে শিলিগুড়ি যাচ্ছিল। শুক্রবার রাতে কালিম্পংয়ের রিয়াং এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারের খাদে পড়ে যায়। দুর্ঘটনার ফলে গাড়িটি দুমড়ে- মুচড়ে যায়। দুর্ঘটনার আওয়াজ শুনে স্থানীযরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান এবং পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। রিয়াং থানার পুলিশ এবং জাতীয় সড়ক ও পরিকাঠামো উন্নয়ন কর্পোরেশন লিমিটেডের (NHAI) কর্মীরা দুর্ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে উদ্ধার কার্যক্রম শুরু করেন। গাড়ি থেকে যাত্রীদের উদ্ধার করতে কিছুটা সময় লেগে যায়। উদ্ধারকালে ঘটনাস্থলেই দু'জনের মৃত্যু হয়। আহতদের মধ্যে বেশিরভাগের শারীরিক অবস্থা গুরুতর। তাঁদের দ্রুত নিকটস্থ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গুরুতর আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন জলপাইগুড়ির বাসিন্দা গৌতম রায়, গ্যাংটকের বাসিন্দা অনুজকুমার প্রসাদ, বীরভূমের বাসিন্দা সবুজকুমার ঘোষ, শিলিগুড়ির বাসিন্দা নির্মা শেরপা ও সাগর শর্মা, রংপোর বাসিন্দা রাম বাহাদুর ছেত্রী। বাকি দু'জনের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। প্রশাসন যাচাই করছে তারা পর্যটক নাকি সাধারণ যাত্রী। কালিম্পং পুলিশ সুপার শ্রীহরি পাণ্ডে জানিয়েছেন, কীভাবে দুর্ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তিনি বলেন, ঘন কুয়াশার কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটতে পারে কি না, তা তদন্তের অংশ।

হাতির হানায় মৃত্যু কৃষকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ১৩ ডিসেম্বর ঃ জমির ফসল বাঁচাতে গিয়ে হাতির হানায় প্রাণ গেল কৃষকের। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের কুড়চিডাঙ্গা এলাকায়। মৃত কৃষকের নাম রামপদ হেমব্রম (৪০)। হাতির আক্রমণের হাত থেকে চাষের আলু বাঁচাতে গিয়েই মৃত্যু হয়েছে রামপদর। শুক্রবার ২৩টি হাতির একটি পাল দ্বারকেশ্বর নদ পেরিয়ে বিষ্ণুপুরের দিকে যাচ্ছিল। হাতির আক্রমণে খেতের আলুর ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে এই আশঙ্কায় শুক্রবার সন্ধে থেকে অন্যান্যদের সঙ্গে ফসল পাহারা দিচ্ছিলেন রামপদ। এর পরে হাতির দল খেতে ঢুকে পড়লে অন্যান্যদের সঙ্গে রামপদও হাতির পালকে তাড়াতে যান। সেই সময়েই একটি হাতির সামনে পড়ে যান রামপদ। হাতিটি তাঁকে শুঁড়ে পেঁচিয়ে মাটিতে আছাড় মারে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর।

ডিজিটালাইজেশনের পথে শিয়ালদহ বিভাগ, শিয়ালদহ ডিভিশনের দুই হল্ট স্টেশনে চালু পরীক্ষামূলক ভাবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর ঃ ইস্টার্ন রেলওয়ের শিয়ালদহ বিভাগ ডিজিটাল রূপান্তরের পথে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। শিয়ালদহ বিভাগের দুটি প্রধান হল্ট স্টেশন- স্যার গুরুদাস ব্যানার্জি হল্ট ও পীরতলা হল্টে- সফলভাবে ডিজিটাইজড টিকিটিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এই মাইলফলকটি জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ কে. দেউসকর-এর আধুনিকীকরণের দৃষ্টিভঙ্গির সরাসরি বাস্তবায়ন বলে জানাচ্ছেন রেল আধিকারিকরা। এই উদ্যোগের সূচনা হয় শিয়ালদহের সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার জসরাম মীণা এবং শিয়ালদহ বিভাগের হল্ট কন্ট্রাক্টরদের প্রথম বৈঠকের মাধ্যমে যেখানে ডিজিটালাইজেশন সংক্রান্ত জেনারেল ম্যানেজারের ভিশন সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। বর্তমানে এই পরিকল্পনা আনুষ্ঠানিকভাবে বাস্তবায়নের পর্যায়ে প্রবেশ করেছে, যার লক্ষ্য ম্যানুয়াল টিকিটিংয়ের দীর্ঘদিনের সমস্যাগুলি দূর করে যাত্রীদের জন্য দ্রুততর, নির্ভুল এবং স্বচ্ছ পরিষেবা নিশ্চিত করা। ডিভিশনের পক্ষ থেকে হল্ট কন্ট্রাক্টরদের প্রিন্টার সরবরাহ করা হচ্ছে, যাতে ডিজিটাল প্রক্রিয়া সহজে সম্পন্ন করা যায়। পাশাপাশি, প্রতিশ্রুতির নিদর্শন হিসেবে বহু কন্ট্রাক্টর নিজ উদ্যোগে প্রিন্টার ক্রয় করেছেন, যাতে ডিজিটাল প্রিন্টেড টিকিট ইস্যু করা যায়। এই আধুনিক ব্যবস্থা বহুদিনের টিকিট ইস্যু সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করবে এবং যাত্রীদের জন্য 'আপনার দোরগোড়ায় টিকিট' পরিষেবা নিশ্চিত করে আরও সহজ ও মসৃণ অভিজ্ঞতা প্রদান করবে। ডিআরএম শিয়ালদহ, রাজীব স্যাক্সেনা বলেন, 'স্যার গুরুদাস ব্যানার্জি হল্ট এবং পীরতলা হল্টে সফল বাস্তবায়ন আমাদের হল্ট অপারেশনগুলিতে ডিজিটাল যুগের এক ঐতিহাসিক সূচনা। হল্ট কন্ট্রাক্টরদের সঙ্গে প্রথম কৌশলগত বৈঠক থেকে শুরু হওয়া এই যৌথ প্রয়াস জেনারেল ম্যানেজারের ডিজিটাল ভিশনকে বাস্তবে রূপ দিচ্ছে এবং হাজারো যাত্রীর ভ্রমণ অভিজ্ঞতা উন্নত করছে। শিয়ালদহ বিভাগ পর্যায়ক্রমে অন্য সব হল্ট স্টেশনেও এই আধুনিক টিকিটিং ব্যবস্থা চালু করার পরিকল্পনা নিয়েছে, ডিজিটাল উৎকর্ষ এবং যাত্রীদের সহজ ভ্রমণ (Ease of Travel) নিশ্চিত করার লক্ষ্যে।''

গ্রাম্য বিবাদকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত গিরিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১৩ ডিসেম্বর ঃ গ্রাম্য বিবাদকে কেন্দ্র করে শনিবার সকালে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠলো রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত গিরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পাতলাতলা গ্রাম। এই সংঘর্ষের ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে বলে জানা গেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই গ্রামের এক মহিলা নিজের মায়ের বাড়িতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হলে খেজুরতলা ঘাট এলাকায় কয়েকজন ব্যক্তি তার ভিডিও করতে থাকেন। ওই মহিলা ভিডিও করতে বারণ করলে সেখানে বচসা শুরু হয়। পরে সেই বিবাদ আরও বাড়ে বলে অভিযোগ। এলাকাবাসীর দাবি, খেজুরতলা ঘাটে ঘটে যাওয়া ঘটনার পরেই কয়েকজন দুষ্কৃতী পাতলাতলা গ্রামে এসে হামলা চালায়। তবে গ্রামবাসীদের অনুমান পুরনো শত্রুতার জেরেই এই হামলা চালানো হয়েছে। হামলার ঘটনার সময় দু'পক্ষ একে অপরের দিকে ইঁট ছুঁড়তে থাকেন। এর পাশাপাশি লাঠি এবং গাছের ডাল নিয়েও হামলা চালানো হয়। ঘটনার খবর পেয়ে রঘুনাথগঞ্জ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী এলাকায় পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। সংঘর্ষের ঘটনায় দু'জন আহত হন। আহতদের উদ্ধার করে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় গ্রামে পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে এবং পুলিশের টহলদারি চলছে।

নৈহাটিতে দেখা গেল কলকাতার রবিনসন স্ট্রিট কাণ্ডের ছায়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, নৈহাটি, ১৩ ডিসেম্বর ঃ নৈহাটিতে দেখা গেল কলকাতার রবিনসন স্ট্রিট কাণ্ডের ছায়া। একই বিছানায় কয়েকদিন ধরে স্ত্রীর দেহ আঁকড়ে দিন কাটাচ্ছে স্বামী ও ছেলে। এমনই নজিরবিহীন ঘটনা ঘটল নৈহাটি পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের শাস্ত্রী রোড অঞ্চলে। বছর ৫৫-র তৃপ্তি নন্দীর মৃতদেহ ঘরের মধ্যে থেকে উদ্ধার করে পুলিস। মৃতার স্বামীও গুরুতরভাবে অসুস্থ গৌর নন্দী ও প্রতিবন্ধী ছেলে। ঘরের মধ্যেই বেশ কয়েকদিন ধরে মৃত তৃপ্তি নন্দীকে নিয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন তাঁরা। প্রতিবেশীরা ঘুনাক্ষরেও টের পায়নি। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, বিকেলে তৃপ্তি নঃদীর বোন হাওড়া থেকে এসে দেখেন ঘর থেকে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। এরপর ঘরে ঢুকে দেখেন তার দিদির মৃতদেহ বিছানায় পড়ে রয়েছে, আর দুপাশে রযেছে তৃপ্তি নন্দীর স্বামী ও পুত্র। এরপরই প্রতিবেশীদের জানালে তারা তৎক্ষণাত পুলিসে খবর দেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নৈহাটি থানার পুলিস। পুলিস এসে তৃপ্তি নন্দীর দেহ উদ্ধারের পাশাপাশি তার অসুস্থ স্বামী গৌর নন্দীকেও হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায় নৈহাটি থানার পুলিস। দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন তৃপ্তি নন্দী হয়তো সেই কারণেই এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিক অনুমান প্রতিবেশীদের। প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই এই একই ধরণের ঘটনা ঘটে কলকাতার কসবা এলাকায়। জানা যায়, কসবা বোস পুকুর রোডে বাবার দেহ আগলে বসে মানসিক ভারসাম্যহীন স্ত্রী ও মেয়ে। উদ্ধারের ৪ দিন আগেই মৃত্যু বলে খবর। প্রতিবেশীদের তরফে খবর দেওয়া হয় কসবা থানায়। শেষে পুলিস এসে উদ্ধার করে দেহ। মৃতের নাম সুমিত সেন। বয়স ৬৪ বছর। সোফা থেকে উদ্ধার হয় দেহ। মানসিক ভারসাম্যহীন মেয়ে জানায়, মদ্যপানে মৃত্যু হয়েছে বাবার। ৪ দিন আগেই মৃত্যু হয়েছে বাবার। মেয়ের বয়স ২৫ বছর। মায়ের বয়স ৫২ বছর। কিন্তু তারা বোঝেইনি যে, সুমিত সেন মারা গিয়েছেন। মেয়ে বলে, বাবা ৩ থেকে ৪ দিন আগেই মারা গেছেন। আমরা ক্রমাগত ডাকছি। বাবা সাড়া দিচ্ছে-ই না। মারা গেছে সেটা মাথায় আসেনি। মায়ের মাথাতেও আসেনি। বাবা ৪ দিন আগেই মারা গেছে। প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, গত ৩ দিন ধরেই বাড়ির বাইরে কাউকে দেখা যায়নি। এরপর সোমবার সন্ধ্যায় ফ্ল্যাট থেকে কটূ গন্ধ পেয়ে খবর দেওয়া হয় পুলিস। খবর পেয়ে পুলিস আসে। পুলিস এসে উদ্ধার করে দেহ।

আন্তর্জাতিক রাজবংশী চলচ্চিত্র উৎসব শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার, ১৩ ডিসেম্বর ঃ রাজবংশী সংস্কৃতি ঐতিহ্য এবং আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র চর্চাকে একই মঞ্চে এনে শুরু হয়েছে আলিপুরদুয়ারে আন্তর্জাতিক রাজবংশী চলচ্চিত্র উৎসব। পুরসভার প্রেক্ষাগৃহে দু'দিন ধরে বৈচিত্রময় নানান উৎসব আয়োজিত হবে। আন্তর্জাতিক বাংলা অথবা ইংরেজি

চলচ্চিত্র উৎসব সম্পর্কে সকলের ধারণা রয়েছে। তবে এই প্রথম রাজবংশী চলচ্চিত্র উৎসব দেখতে চলেছে আলিপুরদুয়ারবাসী। এই চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হবে পাঁচটি রাজবংশী চলচ্চিত্র। কোচবিহারের চলচ্চিত্র নির্মাতারা এই পাঁচটি রাজবংশী সিনেমা তৈরি করেছেন। রাজবংশী সমাজের বিভিন্ন দিক সিনেমা গুলির মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। শুধু সিনেমা দেখানো নয়, বৈরাতি নৃত্যশিল্পীদের নৃত্য প্রদর্শনী রয়েছে। পাশাপাশি থাকছে আলোচনা। জানা গেছে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা ছাড়াও অসম এবং নেপাল থেকে ক্রিটিক্সরা এসেছেন। নেপাল থেকে আসা ২৬ জনের একটি দল রাজবংশী নৃত্য দেখে এক কথায় মুগ্ধ। বহু চর্চিত সিনেমা সোনার পিঞ্জিরা এবং গোয়ালপাড়া হেরিটেজ কালচার অফ দা পিপল এই বছর রাজবংশী চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হচ্ছে। বিকেল ৪ এবং সন্ধ্যা ৭ টায় দেখানো হবে চলচ্চিত্র। চলচ্চিত্র উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে সুরেশ রায় জানান, শুধু ক্রিটিক্সরা নন, নেপাল থেকে চলচ্চিত্র পরিচালকের একটি দল এসেছেন। আন্তর্জাতিক পরিসরে রাজবংশী সমাজ জীবন ইতিহাস এবং সংস্কৃতি নির্ভর চলচ্চিত্র প্রদর্শনী পাশাপাশি তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতাদের জন্য থাকছে বিশেষ আয়োজন। রাজবংশীদের কৃষ্টি এবং সংস্কৃতিকে তুলে ধরা হচ্ছে।

সরষে চাষে বাজিমাত উপকূলীয় জেলার কৃষকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, এগরা, ১২ ডিসেম্বর ঃ বোরো আর আমন চাষের বিরতিতে সরষে চাষ। তাতেই বাজিমাত উপকূলীয় জেলার কৃষকদের। ফসল কাটার আগেই নিজের জমিতে সরষে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন কৃষকরা। ধান কেটে নেওয়ার পর সেই সরষে চাষ এখন বাড়তি লাভের দিশা দেখাচ্ছে তাঁদের। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা ও পটাশপুরের কৃষকরা এখন বোরো ও আমন চাষের বিরতিতে সরষে চাষে ঝুঁকছেন। মাত্র ১ থেকে ২ হাজার টাকা খরচ করেই লাভ করছেন ৩০-৩৫ হাজার টাকা। এগরা ও পটাশপুর এলাকায় মূলত ধানই প্রধান ফসল। কিন্তু বোরো ও আমন চাষের মাঝের অবসর সময়ে চাষীরা আগের মতো জমি ফেলে না রেখে বিকল্প ফসল হিসেবে সরষে চাষ করছেন। কৃষি বিশেষজ্ঞদের মতে, ধান কাটার আগে যখন জমিতে কিছুটা ভিজে ভাব থাকে, তখনই অঙ্কুরিত সরষে ছড়িয়ে দিতে হয়। এরপর ধান কেটে নেওয়ার পর গাছ আরও দ্রুত বাড়তে থাকে এবং আলাদা জমি প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় না। ফলে খরচ যেমন অনেক কম, তেমনই কম সময়ে তুলনামূলক বেশি আয় পান কৃষকেরা। এক বিঘা জমিতে তিন থেকে চার কেজি সরষের বীজ যথেষ্ট। এই চাষে খুব বেশি সেচেরও প্রয়োজন হয় না। দু-তিনবার সেচ দিলেই ভাল ফলন পাওয়া যায়। তবে গাছ বড় হওয়ার সময় ও বিশেষ করে ফুল আসার সময় সামান্য পরিচর্যা জরুরি। জমিতে বাড়তি শক্তি পেতে পটাশ সার দেওয়া দরকার। পাশাপাশি প্রতি লিটার জলে ২০ গ্রাম বোরন মিশিয়ে স্প্রে করলে ফুল ঝরা কমে এবং দানার গঠন আরও উন্নত হয়। গাছের সবুজ ভাব কমে এলে অল্প পরিমাণ ইউরিয়া ছড়ানো প্রয়োজন। প্রয়োজনে দানা পুষ্ট করতে কিছু হরমোন জাতীয় ওষুধও স্প্রে করা যায়। কৃষকদের মতে, ধানের ফাঁকে এই ন্যূনতম পরিচর্যাতেই তিন থেকে চার কুইন্টাল সরষে ফলানো সম্ভব হচ্ছে। উপকূলীয় এলাকার কৃষকরা বলছেন, কম খরচে দ্রুত ফসল ফলানোর এই পদ্ধতি তাঁদের জন্য আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে পূর্ব মেদিনীপুরের এগরা ও পটাশপুরে সরষে চাষের ফলে চাষীদের হাতে বাড়তি লাভ আসছে। যা আমন চাষের খরচ পুষিয়ে দিচ্ছে। বহু কৃষক জানাচ্ছেন, আগে ধান কাটার পর জমি প্রায় দুই মাস ফাঁকা পড়ে থাকত। এখন সেই সময়টুকু কাজে লাগিয়ে সরষে চাষের মাধ্যমে লাভের অঙ্ক বেড়ে যাচ্ছে।

চোরাচালান রুখল বিএসএফ, বাজেয়াপ্ত প্রায় কোটি টাকার সোনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৩ ডিসেম্বর ঃ উত্তরবঙ্গ সীমান্তের শিলিগুড়ি সেক্টরে মোতায়েন সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) সদস্যরা একটি বড় ধরণের সোনা পাচারের চেষ্টা বানচাল করেছে। অভিযানের চালিয়ে প্রায় ১.৪ কোটি টাকার সোনা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বিএসএফ শনিবার এক সরকারি বিবৃতিতে জানিয়েছে, দশপাড়া থেকে কাচাকলি বাজারের দিকে আসা নম্বর প্লেটবিহীন একটি বাইককে থামানোর চেষ্টা করে বিএসএফ কর্মীরা। তখন বাইক আরোহী তাদের উপর আক্রমণ করার চেষ্টা করে। আত্মরক্ষার জন্য, জওয়ানরা একটি স্টান গ্রেনেড ব্যবহার করে, এরপর ভয় পেয়ে চোরাচালানকারীরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থল থেকে একটি বাইক এবং একটি কালো জ্যাকেট উদ্ধার করা হয়েছে। পুঙ্খানুপুঙ্খ তল্লাশির সময়, বাদামী টেপে মোড়ানো দুটি প্যাকেট (৯২৮ গ্রাম ওজনের) পাওয়া গেছে। বাজেয়াপ্ত সোনার আনুমানিক মূল্য ১,১৯,৭১,২০০ টাকা। বাজেয়াপ্ত সকল জিনিসপত্রের মোট মূল্য আনুমানিক ১.৪ কোটি টাকা। বিএসএফ বাজেয়াপ্ত জিনিসপত্রগুলি আরও তদন্তের জন্য শিলিগুড়ির তদন্ত দফতরের (ডিআরআই) কাছে হস্তান্তর করেছে।

জলপাইগুড়িতে কলকাতা হাই কোর্টের সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবনের উদ্বোধন ১৭ জানুয়ারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ১৩ ডিসেম্বর ঃ জলপাইগুড়িতে কলকাতা হাই কোর্টের সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবনের উদ্বোধন নিকটবর্তী। আগামী ১৭ জানুয়ারি, অর্থাৎ শনিবার আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন ভবনের উদ্বোধন হবে। আজ শনিবার বিচারপতি দেবাংশু বসাক নিজে স্থায়ী ভবনের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন। একই সঙ্গে তিনি জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক করেন, যাতে উদ্বোধন অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায়। প্রসঙ্গত, স্থায়ী ভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে দেশের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সহ অন্তত ছ'টি হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গেছে। এছাড়াও রাজ্য ও দেশের একাধিক বিশিষ্ট অতিথি অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। কলকাতা হাই কোর্টের সার্কিট বেঞ্চ জলপাইগুড়িতে ২০১৯ সালে চালু হয়। সেই সময় স্টেশন রোডে অস্থায়ী ভবনে বিচার কার্যক্রম চলছিল। স্থানীয় প্রশাসনের তৎপরতায় শহর সংলগ্ন পাহাড়পুরে স্থায়ী ভবনের কাজ শুরু হয়। প্রায় চল্লিশ একর জমির ওপর নির্মিত এই ভবন দীর্ঘদিন ধরে পরিকল্পনা ও ধাপে ধাপে নির্মাণের পর বর্তমানে উদ্বোধনের জন্য প্রস্তুত। প্রস্তুতির ধারা অনুযায়ী, স্থায়ী ভবনের সমস্ত কাজ শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে। তা খতিয়ে দেখতেই শনিবার জলপাইগুড়ি যান বিচারপতি দেবাংশু বসাক। তিনি ভবনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা, যাতায়াত সুবিধা, বৈদ্যুতিক ও অন্যান্য অবকাঠামোগত বিষয়াদি খতিয়ে দেখেন।

নাগরদোলা থেকে পড়ে মৃত্যু পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রীর, শোকস্তব্ধ পরিবার

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১৩ ডিসেম্বর ঃ বন্ধুদের সঙ্গে মেলার নাগরদোলা চড়তে গিয়ে সেখানে থেকে পড়ে মৃত্যু হল এক নাবালিকার। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার রাতে মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান পুরসভার অন্তর্গত লালপুর এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত ওই নাবালিকার নাম আসরিন খাতুন (১২) । তার বাড়ি ধুলিয়ান পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের লালপুরে। মৃত ওই নাবালিকা স্থানীয় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী ছিলেন বলে জানা গেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, একটি ধর্মীয় গানের অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে শুক্রবার লালপুরের একটি মাঠে ছোট একটি মেলা বসেছিল। গতকাল রাতে আসরিন খাতুন নামে ওই নাবালিকা নিজের পরিবারের কয়েকজন সদস্য এবং বন্ধুদের সঙ্গে মেলায় যান। মেলায় যাওয়ার পর সেখানে নাগরদোলা দেখে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে তাতে ওই নাবালিকা চড়ে বসেন। নাগরদোলায় কয়েক পাক ঘোরার পর হঠাৎই ওই নাবালিকার চুল নাগরদোলার কোনও একটি অংশ সঙ্গে জড়িয়ে যায়। ঘটনার কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী দাবি করেন, নাগরদোলায় চুল জড়িয়ে যাওয়ার পরেই আসরিন খাতুন চিৎকার করতে থাকে। মেলার হৈ হট্টোগোলের মধ্যে নাগরদোলার চালক ওই নাবালিকার আর্তনাদ শুনতে পাননি। এর ফলে নাগরদোলাটি চলতেই থাকে। নাগরদোলায় চুল আটকে থাকা অবস্থায় ওই নাবালিকা প্রচন্ড জোরে উপর থেকে মাটিতে ছিটকে পড়ে। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ওই নাবালিকাকে স্থানীয় অনুপনগর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ইতিমধ্যেই ওই নাবালিকার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য জঙ্গিপুর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনার পর মেলার নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনার পর থেকে ওই নাগরদোলার চালক পলাতক বলে সূত্রের খবর। সামশেরগঞ্জ থানার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই তারা মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছেন। তবে এই ঘটনায় এখনও কোনও লিখিত অভিযোগ জমা হয়নি। তাই কেউ গ্রেপ্তার বা আটক হয়নি। জঙ্গিপুর পুরসভার চেয়ারম্যান ইনজামামুল ইসলাম বলেন, একটি ধর্মীয় গানের অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে গতকাল গঙ্গানদীর চরে পুরসভা এলাকার মধ্যেই ওই মেলার আয়োজন করা হয়েছিল। তবে এই মেলা আয়োজন করার জন্য পুরসভা কোনওরকম অনুমতি দেয়নি বা কোনও ব্যক্তির তরফে মেলা বসানোর জন্য আমাদের কাছে আবেদন জমা করা হয়নি। সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে ওই মেলা চলছিল বলে আমরা জানতে পেরেছি। আকসার শেখ নামে দুর্ঘটনার এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, ধর্মীয় গানের অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে মেলায় প্রচুর লোকের সমাগম হয়েছিল এবং জোরে মাইক বাজছিল। নাগরদোলাতে চুল আটকে যাওয়ার পর ওই নাবালিকা চিৎকার করতে থাকে কিন্তু চালক নাগরদোলা থামায়নি। ওই নাবালিকা নাগরদোলার উপর থেকে মাটিতে ছিটকে পড়লে চালক এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। আসনিরের মর্মান্তিক মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ পরিবার। সহপাঠী, শিক্ষক এবং প্রতিবেশীরা এই মর্মান্তিক হৃদয়বিদারক বলে মন্তব্য করেছেন। এই ঘটনায় কান্নার রোল উঠেছে গোটা পরিবার-সহ গ্রাম জুড়ে। শনিবার দেহ ময়নাতদন্তের পর তুলে দেওয়া হবে পরিবারের সদস্যদের হাতে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

জয়চণ্ডী পাহাড়ে জলের হাহাকার, পুরসভার আশ্বাসে স্বস্তির হাওয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ১৩ ডিসেম্বর ঃ পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুরের জয়চণ্ডী পাহাড়ের সরকারি যুব আবাসে দীর্ঘদিন ধরে চলা পানীয় জলের সঙ্কটের অবসানে শেষমেশ পদক্ষেপ নিল রঘুনাথপুর পৌরসভা। প্রায় দুই মাস ধরে চলা তীব্র জলসঙ্কটে বিপাকে পড়েছিলেন আবাসিকরা এবং যুব আবাসে আসা পর্যটকরা। বাধ্য হয়ে তাঁদের বাইরে থেকে পানীয় জল কিনে আনতে হচ্ছিল। অবশেষে জয়চণ্ডী পাহাড় পর্যটন উৎসবের আগে সমস্যার গুরুত্ব অনুধাবন করে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে রঘুনাথপুর পৌরসভা। যুব আবাসে আসা পর্যটকরা জানান, পানীয় জলের অভাবে আমাদের ভীষণ রকম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। পান করা তো বটেই, স্নান সহ নিত্যদিনের প্রায় সব কাজেই অসুবিধা হচ্ছে। জয়চণ্ডী পাহাড় বেড়াতে এসে এইভাবে যে পানীয় জলের সমস্যায় পড়তে হবে তা জানতাম না। এই পরিস্থিতি সম্পর্কে রঘুনাথপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান তরণী বাউরি বলেন, পাইপলাইনের মেশিন খারাপ হয়ে যাওয়ার ফলেই এই সমস্যা দেখা দিয়েছে। দ্রুততার সঙ্গে নিয়মিত পানীয় জলের সরবরাহ স্বাভাবিক করার কাজ চলছে। পৌরসভার উদ্যোগে সমস্যার সমাধান প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য, চলতি পর্যটন মরশুমে জয়চণ্ডী পাহাড় পর্যটনকেন্দ্রে পানীয় জলের সঙ্কট বাড়ায় যুব আবাস কর্তৃপক্ষও চরম সমস্যায় পড়েছিল। বাধ্য হয়ে পর্যটকদের জন্য ট্যাঙ্কারের মাধ্যমে জলের ব্যবস্থা করতে হয়েছে যুব আবাস কর্তৃপক্ষকে। কিন্তু তাতেও জলের সমস্যা কাটানো সম্ভব হয়নি। তবে পৌরসভার উদ্যোগ ও আশ্বাসে অবশেষে কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে আবাস কর্তৃপক্ষ এবং পর্যটকদের মধ্যে।

ভিস্টা ডোম ট্যুরিস্ট স্পেশাল ট্রেন আগামী ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত বন্ধ

কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর ঃ পর্যটনের বিকাশে রাজ্য সরকার উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ির গজলডোবার সামগ্রিক উন্নয়ন ও এই অঞ্চলকে পর্যটন সার্কিট হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করেছে। জলপাইগুড়ির জেলাশাসক শামা পারভিন এর নেতৃত্বে তৈরি ডেস্টিনেশন ম্যানেজমেন্ট কমিটিকে সেখানকার উন্নয়নের মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা থেকে বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় রক্ষা ও উন্নয়নের রূপরেখা তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে পর্যটন দপ্তর সূত্রে জানা গেছে। মূলত গজলডোবার ভোরের আলো কে কেন্দ্র করে ভ্রামরী দেবী মন্দির, শিকারপুর সহ আশেপাশের এলাকাকে নিয়ে পর্যটনের একটি নতুন সার্কিট তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এইদিকে যাত্রী সংখ্যা কম হওয়ায় উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেল নিউ জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জংশন এর মধ্যে চলাচলকারী ভিস্টা ডোম ট্যুরিস্ট স্পেশাল ট্রেন আগামী ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত বন্ধ রাখার কথা জানানোয় পর্যটকদের মধ্যে হতাশা তৈরি হয়েছে।

দেশি পিস্তল ও একটি তাজা কার্তুজ সহ ধৃত ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৩ ডিসেম্বর ঃ শিলিগুড়ির ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের মোড় বাজার রেলওয়ে কোয়াটার এলাকা থেকে দেশি পিস্তল ও একটি তাজা কার্তুজ সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করলো এনজেপি থানার পুলিশ। ধৃতের নাম মহম্মদ আনোয়ার। শিলিগুড়ির ঝংকার মোড় সংলগ্ন গোয়ালা বস্তির বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার এনজেপি থানার পুলিশের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে যে এক ব্যক্তি আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে মোড় বাজার রেলওয়ে কোয়াটার এলাকায় ঘোরাফেরা করছে। খবর পেয়েই দ্রুত পৌঁছায় পুলিশের একটি দল। সন্দেহজনক ওই ব্যক্তিকে আটক করে তল্লাশি চালানো হলে তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় একটি দেশি পিস্তল ও একটি তাজা কার্তুজ। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পেরেছে, উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্রটি বিক্রির উদ্দেশ্যেই ওই ব্যক্তি এলাকায় এসেছিল। এরপরই গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্তকে। ধৃতকে রবিবার জলপাইগুড়ি আদালতে পেশ করা হবে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী নয়ন শেঠ, পিতা- শ্রী জয়সুখলাল, সাং-শরৎ বোস রোড, কোলকাতা। ভাণ্ডারদহ মৌজায় প্রাভাত ঘোষ দিগরের থেকে শেষাশীষ নস্কর জমি আমমোক্তার গ্রহন করেছেন। যাহার হাল দাগ নং- ৪৯৬, ৪৯৭, ৪৯৮, ৫০০, ৫০১, ৫০২, ৫০৩, ৫০৪, ৫০৫, ৫০৬, ৫০৮ যাহার আমমোক্তার নং- ৪০৮ /০৮, বর্তমানে দিলীপ শেঠ দিগর কে বিক্রি করেছে যাহার দলিল নং- ২৮২৪/ ১০, ৬৩০৬/ ১০ এবং নাম খারিজের আবেদন জমা করেছেন। উল্লিখিত দাতাগনের যদি কোন আপত্তি থাকে তাহলে এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি.এল. এন্ড. এল. আর.ও ডোমজুড় অফিসে এসে যোগাযোগ করতে পারেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ীকার্য্য হইবে।

অনিন্দ্য ঘোষ
এ্যাডভোকেট জাজেস কোট, হাওড়া

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ
সুমিতাভ পাল
আমোক্তারনামা দাতাঃ **সঞ্জয় বণিক, রঞ্জিত কর, বাসুদেব ঘোষ, মনোতোষ ঘোষ। মোট ৪ (চার)জন**
ঠিকানাঃ **উত্তরায়ণ অ্যাপার্টমেন্ট, নতুনপাড়া, ওয়ার্ড নং.৭, থানা ও জেলা-জলপাইগুড়ি**
গ্রহীতাঃ ঐ
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ **৯৫৭, ২২.০২.২০২২** অফ এ. ডি. এস. আর
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ **৯৫৭, (২০২০)**
নামজারি কেস নংঃ **MN/2025/0702/12904**
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য/ আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিস্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ পরিমাণ এবং খতিয়ান সই ক্রেতা/ গ্রহীতা ও বিক্রেতা/ দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ
মৌজা-খড়িয়া, সিট নং-২৬, এল.আর. খতিয়ান- ৪৫৬৯ ও ৪৫৭০ এল.আর দাগ- ১২৮৯, জমির পরিমান- ০.০৮৪ একর
প্রবীর কুমার ঘোষ ওরফে প্রবীর ঘোষ গং। পিতা-মৃত নারায়ণ চন্দ্র ঘোষ সাং বধিত মোহন্ত পাড়া, ওয়ার্ড নং- ১৯, থানা ও জেলা- জলপাইগুড়ি
(আদেশ নং- ১০০০- I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ **সুমিতাভ পাল**
পিতাঃ **অমিতাভ পাল**
ঠিকানাঃ উত্তরায়ণ অ্যাপার্টমেন্ট, নতুনপাড়া, ওয়ার্ড নং.৭, থানা- কোতয়ালী, জেলা-জলপাইগুড়ি। ডাকসূচক- ৭৩৫১০১ (প.ব.)

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ৫৮টি সেতুর পুনর্নির্মাণ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ১১৬/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ১২-১২-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **টেন্ডার নং ঃ ৪৭-এপি-I-২০২৫; কাজের নাম ঃ** সিনিয়র এডিইএন/I/নিউ কোচবিহার -এর অধীনে বেতগারা-আলতাগ্রামের মাঝে কিমি ৫০/৯-৫১/৬ -এর মধ্যে স্থায়ী ডাইভারশনে স্তূপ ভিত্তির উপর ১ × ১২.২মি পিএসসি স্ল্যাবের সাথে বিআর নং ৫৮ -এর পুনর্নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্য:** ৮,৬৯,৫৪,৬২৫.৫৬/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ৫,৮৪,৮০০/-টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **০২-০১-২০২৬** তারিখে **১৫:০০** টায় এবং **খোলা ১৫:৩০** টায়। টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

Sherpur Gram Panchayat
Under Magrahat-I Development Block
Vill+P.O- Sherpur, P.S- Usthi Dist.: South 24 Parganas,Pin-743513

NOTICE INVITING e-TENDER

NIeT NO.- WBS24PGS/MAG-I/SGP/328/NIT-36/2025-2026 Sl. No. 01 to 05
NIeT NO.- WBS24PGS/MAG-I/SGP/329/NIT-37/2025-2026 Sl. No. 01 to 06

E-Tender are here by invited from the experienced and resourceful bidders for the execution of the above mentioned works. Bid Submission closing (On line) **10/01/2026 at 11.00 A.M.** Bid opening date for Technical Proposals (Online) **12/01/2026 at 11.00 A.M.** For further details website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Sherpur Gram Panchayat

কেন যুবভারতী থেকে মাত্র ১০ মিনিটে বেরিয়ে গেলেন মেসি?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বরঃ শনিবার কলকাতা পর্বে লিওনেল মেসির উপস্থিতি নিয়ে প্রত্যাশা ছিল তুঙ্গে। তিনদিনের 'গোট ট্যুর ইন্ডিয়া'-র সবচেয়ে বড় ভিড় জমেছিল যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল সম্পূর্ণ উল্টো ছবি। স্টেডিয়ামে ঢুকে মাত্র ১০ মিনিটের মধ্যেই বেরিয়ে যান আর্জেন্তিনীয় মহাতারকা। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন-কেন এত দ্রুত চলে গেলেন মেসি? এদিন সকালেই মেসি কলকাতায় পৌঁছন। হোটেলে শাহরুখ খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ, ৭০ ফুটের মূর্তি ভার্চুয়ালি উদ্বোধনের পর নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে যান তিনি। পরিকল্পনা ছিল, মাঠে নেমে স্টেডিয়ামের চারদিকে একবার পরিক্রমা করবেন, দর্শকদের অভিবাদন জানাবেন। কিন্তু সেই প্ল্যান বাস্তবায়িত হয়নি। স্টেডিয়ামে ঢোকার কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিস্থিতি অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে। গ্যালারিতে বসে থাকা দর্শকদের একাংশ হঠাৎই মাঠে নামতে শুরু করেন। নিরাপত্তা বলয় ভেঙে পড়ে। পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম খেতে হয় আয়োজক ও নিরাপত্তারক্ষীদের। মাঠের ভিতরে ভিড় বাড়তে থাকায় মেসির নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়। ঠিক সেই সময়েই উত্তেজনা চরমে ওঠে। ক্ষুব্ধ দর্শকদের একাংশ মাঠের দিকে বোতল ও চেয়ার ছুড়তে শুরু করেন। 'গোট ট্যুর'-এর প্রচার সংক্রান্ত পোস্টার ছিঁড়ে ফেলা হয়। গোলপোস্ট ভাঙার চেষ্টাও হয় বলে অভিযোগ। গ্যালারি কার্যত ফাঁকা হয়ে যায়, সবাই মাঠে ঢুকে পড়ে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে শুরু করে। এই অবস্থায় নিরাপত্তা সংস্থার তরফে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মেসিকে আর মাঠে রাখা নিরাপদ নয়-বিবেচনার পর তাঁকে তৎক্ষণাৎ স্টেডিয়াম থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়। সকাল ১১টা ১৫ মিনিট নাগাদ স্টেডিয়ামে ঢুকেছিলেন মেসি। মিনিট দশেকের মধ্যেই গাড়িতে তুলে সরিয়ে দেওয়া হয়। সবচেয়ে বড় ক্ষোভ তৈরি হয়েছে দর্শকদের মধ্যে। অনেকেই অভিযোগ করেছেন, ৫ হাজার থেকে শুরু করে ৪৫ হাজার টাকা পর্যন্ত টিকিট কেটে তাঁরা মেসিকে চোখে দেখার সুযোগই পেলেন না। দূর থেকে এক ঝলকও দেখা যায়নি বলে দাবি বহু সমর্থকের। তাই হতাশা, ক্ষোভ আর উত্তেজনা-সব মিলিয়ে পরিস্থিতি দ্রুত হাতের বাইরে চলে যায়। সংক্ষেপে বললে, কোনও ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নয়। যুবভারতী থেকে মেসির দ্রুত প্রস্থান ছিল সম্পূর্ণ নিরাপত্তাজনিত কারণেই। ভি। নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা এবং উত্তেজিত দর্শকদের আচরণই শেষমেশ ১০ মিনিটের অকাল বিদায় ঘনিয়ে আনল।

নেতৃত্বের চাপেই কী নিস্তেজ ব্যাটার সূর্যকুমার যাদব?

মুম্বই, ১৩ ডিসেম্বরঃ এক বছরেরও বেশি হয়ে গেল। কুড়ি ওভারের ঘরানায় কোনও হাফ-সেঞ্চুরি নেই সূর্যকুমার যাদবের। শেষবার তিনি পঞ্চাশ পেরিয়েছিলেন গত বছরের ১২ অক্টোবর। তারপর কুড়িটা ইনিংস কেটে গিয়েছে। 'স্কাই' আর আকাশে ব্যাট তুলে জনতার অভিনন্দন কুড়োতে পারেননি। চলতি বছর ১৭ ম্যাচে মুম্বইকরের গড় মোটে ১৪.৩৫। এরমধ্যে তিনবার ফিরেছেন খাতা খোলার আগেই। দুই অঙ্কের রান আসেনি আরও আটবার। একবছর আগের নভেম্বর থেকে ধরলে মাত্র দু'বার কুড়ির বেশি বল খেলেছেন। পরিসংখ্যান হিসেবে যা ভয়াবহই। দুয়ারে কড়া নাড়া টি-২০ বিশ্বকাপের প্রেক্ষিতে খোদ অধিনায়কের এমন হাল দুঃস্বপ্নের মতোই। বৃহস্পতিবার দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ৫১ রানে পরাজয়ের পর স্বাভাবিকভাবেই চর্চায় সূর্য। কেন এমন নিষ্প্রভ দেখাচ্ছে তাঁকে, জল্পনা চলছে। কেউ কেউ মনে করছেন, নেতৃত্বের চাপই কেড়ে নিয়েছে তাঁর ফর্ম। টান পড়েছে আত্মবিশ্বাসেও। মুল্লানপুরে ব্যাটিং অর্ডারে পিছিয়ে যাওয়াই তার উদাহরণ। তিন নম্বরে নয়, চারে নামেন তিনি। তবে কি নিজেকে লুকিয়ে রাখাই ছিল লক্ষ্য? দীর্ঘ সময় ধরে রান না পাওয়া নিয়ে কথা উঠছে দলের মধ্যেও। সূর্য অবশ্য নিজের মুখেই ব্যর্থতার কথা স্বীকার করেছেন। শুভমান গিলের সঙ্গে তাঁকে যে আরও দায়িত্ব নিতে হবে, মেনেছেন সোজাসুজি। কিন্তু 'দায়িত্ব' নেওয়ার কথা মুখে বলা সহজ। কিন্তু বাইশ গজে রান না পেলে তা স্রেফ 'ভাষণ' হিসেবেই থেকে যায়। গত ২০ ইনিংসে তাঁর ব্যাটে এসেছে মাত্র ২২৭ রান। আরও তাৎপর্যপূর্ণ হল, ১৭ বারই আউট হয়েছেন পেসারদের বলে। কখনও ব্যাটে লাগিয়ে বল টেনে এনেছেন স্টাম্পে, কখনও তুলেছেন লোপ্পা ক্যাচ। রোগটা পরিষ্কার- গতি ও বাউন্সই হয়ে উঠেছে সূর্যের ঘাতক। অথচ, কয়েক মাস আগেও আইপিএলে ঝড় তুলেছিলেন তিনি। ১৬ ইনিংসে ৬৫.১৮ গড় ও ১৬৯.৯১ স্ট্রাইক রেটে করেন ৭১৭ রান। কিন্তু ফ্র্যাঞ্চাইজি দুনিয়ার বাইরে একেবারেই অনুজ্জ্বল সূর্য। মাথায় রাখতে হবে, মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে তাঁকে সামলাতে হয় না নেতৃত্বের দায়িত্ব। ফলে খোলা মনে সেরাটা উজাড় করে দিতে পেরেছিলেন তিনি। আর নীল জার্সিতে ক্যাপ্টেন্সির গুরুদায়িত্ব বোঝা হয়ে উঠেছে তাঁর ঘাড়ে। ফলে চাপে পড়ছেন তিনি। দরকারের সময় সূর্যর বিধ্বংসী মেজাজটাই উধাও। সমস্যাটা যাই হোক, ছন্দে ফেরার জন্য তাঁর হাতে বেশি সময় নেই।

টেস্ট বিশ্বকাপের পয়েন্ট তালিকায় পিছিয়েই চলেছে ভারত

সংবাদ সংস্থা, দুবাই, ১৩ ডিসেম্বরঃ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছে নিউ জিল্যান্ড। প্রথম পাঁচের বাইরে চলে গিয়ে ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে আরও পিছিয়ে পড়ল ভারত। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষ স্থান ধরে রেখেছে অস্ট্রেলিয়া। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান ধরে রেখেছে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং শ্রীলঙ্কাও। তবে পিছিয়ে পড়েছে ভারত, পাকিস্তান, ইংল্যান্ড, বাংলাদেশ। পাঁচটি টেস্ট খেলে ১০০ পয়েন্ট শতাংশ নিয়ে শীর্ষে রয়েছেন প্যাট কামিন্সেরা। চারটি টেস্ট খেলে ৭৫ পয়েন্ট শতাংশ নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে প্রোটিয়ারা। দু'টি টেস্ট খেলে ৬৬.৬৭ পয়েন্ট শতাংশ নিয়ে তৃতীয় শ্রীলঙ্কা। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে জয়ের পর যুগ্ম ভাবে তৃতীয় স্থানে কিউয়িরাও। দু'টি টেস্টের পর তাদেরও পয়েন্ট শতাংশ ৬৬.৬৭। নিউ জিল্যান্ডের উত্থানে পঞ্চম স্থানে নেমে গিয়েছে পাকিস্তান। দু'টি টেস্টের পর শান মাসুদদের পয়েন্ট শতাংশ ৫০। তালিকায় ভারতের অবস্থান এখন ষষ্ঠ। ন'টি টেস্ট খেলে শুভমনদের পয়েন্ট শতাংশ ৪৮.১৫। সপ্তম স্থানে ইংল্যান্ড। সাতটি টেস্ট খেলার পর বেন স্টোকসদের পয়েন্ট শতাংশ ৩০.৯৫। অষ্টম স্থানে বাংলাদেশ। দু'টি টেস্ট খেলে শান্তদের পয়েন্ট শতাংশ ১৬.৬৭। নবম স্থানে রয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ৭ টেস্ট খেলার পর ক্যারিবিয়ানদের পয়েন্ট শতাংশ ৪.৭৬।

কোচ কার্লো আন্সেলোত্তির সঙ্গে চুক্তি বাড়াচ্ছে ব্রাজিল

রিও দি জেনেইরো, ১৩ ডিসেম্বরঃ কার্লো আন্সেলোত্তির সঙ্গে ২০৩০ সাল পর্যন্ত চুক্তি করতে চলেছে ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশন। একটি প্রখ্যাত স্প্যানিশ সংবাদ মাধ্যম জানাচ্ছে, আন্সেলোত্তির কোচিংয়ে সিবিএফ দারুণ খুশি। তাই ইটালিয়ান কোচের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি করতে চাইছে ব্রাজিল। চলতি এমনিতে, আন্সেলোত্তির সঙ্গে ২০২৬ বিশ্বকাপ পর্যন্ত ব্রাজিলের চুক্তি রয়েছে। এখন সিবিএফ চাইছে, দীর্ঘমেয়াদি চুক্তিতে ব্রাজিলের দায়িত্ব আন্সেলোত্তির হাতে তুলে দিতে। আন্সেলোত্তি আজকের প্রজন্মের অন্যতম সফল কোচ। ব্রাজিলের কোচ হিসাবেও বিস্তর সাফল্য পেয়েছেন তিনি। একটা সময় বছরের মে মাসে রিয়াল মাদ্রিদের কোচের দায়িত্ব ছেড়ে ব্রাজিলের জাতীয় দলের কোচের পদে যোগ দেন। তারপর থেকে এখনও পর্যন্ত বর্ষীয়ান ইতালিয়ান কোচের কাজে রীতিমতো সন্তুষ্ট ব্রাজিলের ফুটবল কর্তারা। তাঁরা যত দ্রুত সম্ভব আন্সেলোত্তির সঙ্গে চুক্তি বাড়িয়ে নিতে আগ্রহী। সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, আন্সেলোত্তির সঙ্গে কথাবার্তা প্রায় পাকা হয়ে গিয়েছে। বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে ধুঁকছিল তাঁর দল। কার্লের সময়ের শুরুটা তেমন ভালো না হলেও ক্রমে ছন্দে চলে আসে ব্রাজিল দল। ইতিমধ্যেই বিশ্বকাপের মূল পর্বের যোগ্যতা অর্জন করে ফেলেছে সেলেকাওরা। এবার অপেক্ষা বিশ্বমঞ্চে দলের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করার। ২০০২ সালে শেষবার বিশ্বকাপ জেতে ব্রাজিল। যে কোনও মূল্যে এবার সেই ট্রফি জিততে মরিয়া ব্রাজিল।

ভাইচুংয়ের প্লেয়ার্স সংস্থা স্বীকৃতিহীন কল্যাণকে মানছে না ক্লাবগুলো

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বরঃ ভাইচুং ভুটিয়ার হাত ধরেই ২০০৬ সালে গঠিত হয়েছিল ফুটবল প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া। দেশের সব প্রথম সারির ফুটবলারই এই সংস্থার সদস্য। ফুটবলারদের নানা সমস্যা মেটাতে দীর্ঘদিন ধরেই কাজ করে চলেছে এই সংস্থা। কিন্তু সেই সংস্থাকে কোনও স্বীকৃতিই দিচ্ছে না কল্যাণ চৌবের নেতৃত্বাধীন অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন (এআইএফএফ)। কয়েক মাস আগে যখন অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের সংশোধিত সংবিধানকে স্বীকৃতি দেয় সুপ্রিম কোর্ট, সেই সংবিধানে পরিষ্কার বলা হয়েছিল, প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনকে গুরুত্ব দিতে হবে। অ্যাসোসিয়েশনের ১৫ জন (৫ জন মেয়ে) সদস্যের ভোটাধিকার থাকবে এআইএফএফের নির্বাচনে। ভাইচুংরা চাপ দেওয়া শুরু করেছিলেন, তাঁদের সংস্থাকেই সরকারি প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের মর্যাদা দেওয়ার। কিন্তু শুক্রবার এআইএফএফ একটি নোটিস জারি করেছে। তাতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, ন্যাশানাল প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন (এনপিএ) ছাড়াও ন্যাশনাল কোচেস অ্যাসোসিয়েশন ও ন্যাশনাল রেফারিস অ্যাসোসিয়েশন গড়বে এআইএফএফ। সদস্য হওয়ার জন্য ১১ জানুয়ারির মধ্যেই নির্ধারিত ফর্মে আবেদন করতে হবে এআইএফএফকে। এই সংস্থার সদস্য হওয়ার জন্য যা যা যোগ্যতা লাগবে, তারও তালিকা দেওয়া হয়েছে। এই সংস্থাগুলোতে তিন জনের পদাধিকারী থাকবেন। চেয়ারপার্সন, ট্রেজারার ও সচিব। এই পদে প্রার্থী হওয়ার নিয়মাবলীও প্রকাশ করেছে এআইএফএফ। এ দিকে, চলতি মরশুমের আইএসএল শুরু করার ব্যাপারে ক্লাবগুলো উদ্যোগ নিয়েছে। দীর্ঘমেয়াদী কনসোর্টিয়াম গড়ে লিগ শুরু করার ব্যাপারে তারা এগিয়েওছে অনেকদূর। কিন্তু তারা কোনও অবস্থাতেই এআইএফএফ প্রেসিডেন্ট কল্যাণ চৌবের উপর আস্থা রাখছে না। তাদের ভরসা কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য। ক্লাবগুলোর সিইওদের আশা, ক্রীড়ামন্ত্রকই তাদের লিগ করার ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের থেকে পরের সপ্তাহের মধ্যে ছাড়পত্র আদায় করে দেবে। আর তাদের কনসোর্টিয়াম মডেলকেই স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হবে ফেডারেশন, ২০ ডিসেম্বর এআইএফএফের বার্ষিক সাধারণ সভায়।

বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার ৬ কোচ, এক প্রদেশ থেকেই ৫ জন

বুয়েনস আইরেস, ১৩ ডিসেম্বরঃ ২০২৬ বিশ্বকাপে অংশ নেবে ৪৮টি দেশ। এ পর্যন্ত ৪২টি দলের খেলা নিশ্চিত হয়েছে। বাকি আছে ছয়টি জায়গা। আগামী মার্চের প্লে-অফে এই ছয়টি জায়গাও পূরণ হবে। প্লে-অফে যে দলগুলোই উঠে আসুক না কেন, সব দলের কোচের জন্মস্থান দেখে এক চমকপ্রদ খবর জানিয়েছে আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম 'ক্লারিন'। ২০২৬ বিশ্বকাপে ৪৮ কোচের মধ্যে ৬ জন আর্জেন্টাইন কোচ থাকছেনই। তবে এর মধ্যে আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই ছয় কোচের মধ্যে পাঁচজনের জন্মই একই প্রদেশে! ইউরোপিয়ান ও আন্তমহাদেশীয় প্লে-অফে ওঠা দলগুলোর মধ্যে এখন পর্যন্ত কোনো দলের কোচ আর্জেন্টাইন নন। অর্থাৎ বিশ্বকাপে খেলা চূড়ান্ত করা ৪২টি দেশের মধ্যে ছয় কোচ আর্জেন্টাইন। ক্লারিনের দাবি, আর্জেন্টিনার এক প্রদেশ থেকে পাঁচ কোচের বিশ্বকাপে থাকাটা হবে সত্যিকারের এক রেকর্ড। আর্জেন্টিনার অন্যান্য প্রদেশের মতো সান্তা ফে প্রদেশেও ফুটবল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রদেশ থেকে অনেক কিংবদন্তি ফুটবলার পেয়েছে আর্জেন্টিনা। যেমন ধরুন, সান্তা ফের রোজারিও শহরে জন্ম লিওনেল মেসির। কোচদের ক্ষেত্রেও যেন তা-ই-২০২৬ বিশ্বকাপে জায়গা করে নেওয়া আর্জেন্টিনার ছয় কোচের পাঁচজনই যে সান্তা ফে প্রদেশের। কিংবদন্তি কোচের জন্ম দেওয়ায় অতীত সুনাম আছে সান্তা ফে প্রদেশের। আর্জেন্টিনাকে ১৯৭৮ বিশ্বকাপ জেতানো প্রয়াত কোচ সিজার লুইস মেনোত্তির জন্মস্থান রোজারিওতে। এই প্রদেশেরই পুহাতো শহরে জন্ম আর্জেন্টিনাকে ২০২২ বিশ্বকাপ জেতানো কোচ লিওনেল স্কালোনির। ২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট কাটা আর্জেন্টিনার ছয় কোচের পরিচয়টা একবার দেখে নেওয়া যাক-কলম্বিয়ার কোচ নেস্তর লরেঞ্জো, উরুগুয়ে কোচ মার্সেলো বিয়েলসা, ইকুয়েডরের কোচ সেবাস্তিয়ান বেকাচ্চেচে, প্যারাগুয়ের কোচ গুস্তাভো আলভারো, যুক্তরাষ্ট্রের কোচ মরিসিও পচেত্তিনো ও আর্জেন্টিনার কোচ স্কালোনি। এই ছয় কোচের মধ্যে শুধু লরেঞ্জোর জন্ম বুয়েনস আইরেসের ভিলা সেলিনায়। তা ছাড়া বাকি পাঁচ কোচের জন্মই সান্তা ফেতে। সান্তা ফে প্রদেশের আয়তন ১ লাখ ৩৩ হাজার বর্গকিলোমিটার। আয়তনে এটা ইতালির অর্ধেকের কম। চারবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ইতালি সর্বশেষ দুটি বিশ্বকাপেও খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। এবারও অনিশ্চয়তা আছে। প্লে-অফ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আসতে হবে। সে তুলনায় আর্জেন্টিনার একটি প্রদেশ থেকেই পাঁচ কোচের উপস্থিতি চমকপ্রদ ব্যাপারই। সান্তা ফের পাঁচ কোচের মধ্যে দুজন রোজারিওর স্থানীয়-'ম্যানডম্যান'খ্যাত বিয়েলসা ও বেকাচ্চেচে। রোজারিওর ক্লাব নিওয়েলস ওল্ড বয়েজে খেলেছেন বিয়েলসা। এটা হবে তাঁর তৃতীয় বিশ্বকাপ। রোজারিওর ঘরোয়া ফুটবলে খেলে ক্যারিয়ার শুরু করা বেকাচ্চেচের কোচিং ক্যারিয়ারে ইকুয়েডরই প্রথম জাতীয় দল। প্যারাগুয়ের কোচ গুস্তাভোর জন্ম সান্তা ফের রাফায়েলা শহরে। পচেত্তিনোর জন্ম একই প্রদেশের মার্ফি শহরে। যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় আগামী ১১ জুন শুরু হতে যাওয়া বিশ্বকাপে সান্তা ফে প্রদেশের দুজন কোচ কিন্তু মুখোমুখিও হবেন। 'ডি' গ্রুপে যুক্তরাষ্ট্রের মুখোমুখি হবে প্যারাগুয়ে। আগামী ১২ জুন রোফি স্টেডিয়ামে নিজ নিজ দলের হয়ে এই ম্যাচে মুখোমুখি হবেন পচেত্তিনো ও গুস্তাভো।

দাম নিয়ে সমালোচনার মধ্যেও বিশ্বকাপ টিকেটের তুমুল চাহিদা

সংবাদ সংস্থা, জুরিখ, ১৩ ডিসেম্বরঃ ২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট বিক্রির তৃতীয় ধাপ শুরুর প্রথম ২৪ ঘণ্টায় প্রায় ৫০ লাখ টিকিটের আবেদন পেয়েছে ফিফা। শুক্রবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি। সমর্থক গোষ্ঠীগুলোর একটি পক্ষ থেকে টিকিটমূল্য নিয়ে ব্যাপক অসন্তোষ থাকা সত্ত্বেও এ বিপুল আবেদন আলোচনার জন্ম দিয়েছে। ফিফা বলেছে, আবেদনসংখ্যা প্রমাণ করে বিশ্বজুড়ে টিকিটের চাহিদা অভূতপূর্ব পর্যায়ে পৌঁছেছে। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিতব্য টুর্নামেন্টের ড্র অনুষ্ঠিত হওয়ার পর এবারই প্রথম সমর্থকেরা নির্দিষ্ট ম্যাচের জন্য টিকিটের আবেদন করতে পারছেন। ৪৮ দল নিয়ে প্রথমবারের মতো হতে যাওয়া বিশ্বকাপের টিকিট কিনতে ২০০-এর বেশি দেশের সমর্থকদের উচ্ছ্বাসের কথা জোরের সঙ্গে তুলে ধরে ফিফা ইঙ্গিত দিয়েছে, বৃহস্পতিবার নতুন টিকিটমূল্য প্রকাশের পর যে তীব্র সমালোচনা শুরু হয়েছে, তাতে সংস্থাটি পিছু হটছে না। জার্মান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন প্রকাশিত এক তালিকায় দেখা গেছে, গ্রুপ পর্বের বিভিন্ন ম্যাচের টিকিটের দাম রাখা হয়েছে ১৮০ ডলার থেকে ৭০০ ডলার পর্যন্ত। ফাইনাল ম্যাচের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন দাম ৪ হাজার ১৮৫ ডলার, আর সর্বোচ্চ দাম ৮ হাজার ৬৮০ ডলার। ইংল্যান্ড ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এফএ) এরই মধ্যে ইংল্যান্ড সাপোর্টার্স ট্রাভেল ক্লাবের (ইএসটিসি) সঙ্গে যে মূল্যতালিকা প্রকাশ করেছে, তাতে দেখা যায়, একজন সমর্থক যদি গ্রুপ পর্ব থেকে শুরু করে ফাইনাল পর্যন্ত প্রতিটি ম্যাচের টিকিট কিনতে চান, তাহলে মোট খরচ হবে ৭ হাজার ডলারের একটু বেশি। সমর্থক সংগঠন ফুটবল সাপোর্টার্স ইউরোপ (এফএসই) বর্তমান টিকিটমূল্যকে 'অতিরিক্ত শোষণমূলক' বলে উল্লেখ করেছে। একই সঙ্গে তারা বিশ্বকাপের ঐতিহ্য, সর্বজনীনতা ও সাংস্কৃতিক গুরুত্বের প্রতি সম্মান দেখানো হয়, এমন কোনো সমাধান না পাওয়া পর্যন্ত জাতীয় ফুটবল সংস্থাগুলোর মাধ্যমে টিকিট বিক্রি অবিলম্বে বন্ধের আহ্বানও জানিয়েছে। এক বিবৃতিতে বলা হয়, 'এটি বিশ্বকাপের ঐতিহ্যের প্রতি এক ভয়াবহ বিশ্বাসঘাতকতা। যে সমর্থকেরা এ আয়োজনকে প্রাণবন্ত করে তোলে, তাদের অবদান পুরোপুরি উপেক্ষা করা হয়েছে।' সাত বছর আগে টুর্নামেন্টটি আয়োজনের বিড দেওয়ার সময় যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবল কর্মকর্তাদের লক্ষ্য ছিল, আসরের শুরুর দিকের ম্যাচগুলোতে ২১ ডলারের কয়েক লাখ টিকিট রাখা। কিন্তু এবারের বিশ্বকাপে ফিফা প্রথমবারের মতো 'ডায়নমিক প্রাইসিং' চালু করেছে। যেখানে চাহিদার ওপর ভিত্তি করে টিকিটের দাম ওঠানামা করবে। কদিন আগে অনুষ্ঠিত হওয়া ক্লাব বিশ্বকাপেও এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছিল। এর আগে ১৯৯৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে টিকিটের দাম ছিল ২৫ থেকে ৪৭৫ ডলার। আর ২০২২ সালে কাতার বিশ্বকাপে টিকিটের মূল্য ঘোষণার সময় দাম নির্ধারিত ছিল ৭০ থেকে ১ হাজার ৬০০ ডলার। বৃহস্পতিবার শুরু হওয়া 'র‍্যান্ডম সিলেকশন ড্র'-এর মাধ্যমে সমর্থকেরা কোন ম্যাচের টিকিট চান, টিকিটের ক্যাটাগরি কী হবে এবং প্রতি ম্যাচে কতটি টিকিট কিনবেন, তা বেছে নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। তবে এতে টিকিট পাওয়া নিশ্চিত নয়। টিকিট বিক্রির তৃতীয় ধাপ চলবে ২০২৬ সালের ১৩ জানুয়ারি পর্যন্ত। যাঁদের আবেদন সফল হবে, তাঁদের ফেব্রুয়ারিতে ই-মেইলের মাধ্যমে জানানো হবে এবং নির্ধারিত অর্থ স্বয়ংক্রিয়ভাবে কেটে নেওয়া হবে। ফিফা জানিয়েছে, তৃতীয় ধাপে টিকিটের চাহিদায় শীর্ষে রয়েছে আয়োজক তিন দেশ। এ ছাড়া আমেরিকা মহাদেশের অন্যান্য দেশ থেকেও ব্যাপক আগ্রহ দেখা গেছে। সবচেয়ে বেশি টিকিটের আবেদন করা পরের ১০ দেশের তালিকায় রয়েছে কলম্বিয়া, ইংল্যান্ড, ইকুয়েডর, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, স্কটল্যান্ড, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স ও পানামা। গ্রুপ পর্বের ম্যাচগুলোর মধ্যে প্রথম ২৪ ঘণ্টায় সবচেয়ে বেশি টিকিটের আবেদন পড়েছে ২৭ জুন মায়ামিতে হতে যাওয়া কলম্বিয়া-পর্তুগাল ম্যাচের। গ্রুপ পর্বের ম্যাচগুলোর মধ্যে প্রথম ২৪ ঘণ্টায় সবচেয়ে বেশি টিকিটের আবেদন পড়েছে ২৭ জুন মায়ামিতে হতে যাওয়া কলম্বিয়া-পর্তুগাল ম্যাচের। ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোকে ঘিরে যে এ আগ্রহ তা বোধহয় আলাদা করে না বললেও হয়। এর বাইরে যেসব ম্যাচ ঘিরে টিকিটের চাহিদা বেশি, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে ব্রাজিল-মরক্কো (নিউ জার্সি), মেক্সিকো-দক্ষিণ কোরিয়া (গুয়াদালাহারা), ইকুয়েডর-জার্মানি (নিউ জার্সি) ও স্কটল্যান্ড-ব্রাজিল (মায়ামি)। শুক্রবার বিবিসির খবরে বলা হয়, ইংল্যান্ডের ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন টিকিটের দাম নিয়ে দেশটির সমর্থকদের অসন্তোষের কথা ফিফাকে জানাতে যাচ্ছে। যদিও কতটা লাভ হবে, সেই সংশয় থেকেই যাচ্ছে। শুক্রবারের হালনাগাদ তথ্যের শেষে ফিফা জানিয়েছে, একটি অলাভজনক সংস্থা হিসেবে ফিফা বিশ্বকাপ থেকে অর্জিত আয়ের পুরোটা বিশ্বের ২১১টি দেশের পুরুষ, নারী ও যুব ফুটবলের উন্নয়নে বিনিয়োগ করে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com